সকালের শিরোনাম

বৃহস্পতিবার

পহেলগাঁওয়ের ধাঁচে আরও হামলার ছক! কাশ্মীরে ঘাঁটি ৫৬ বিদেশি জঙ্গির, গোয়েন্দা রিপোর্টে উদ্বেগ • পৃষ্ঠাঃ ০৫ • অসুস্থ রাজ্যপাল ও অসুস্থ মুকুল রায়কে দেখতে গেলেন মমতা • পৃষ্ঠাঃ ০২ • 'চুপ, ক্যামেরা বন্ধ করুন', অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারাকে নিয়ে সিড হাসপাতালে যেতেই ঘটল কোন বিপত্তি? • পৃষ্ঠাঃ ১২ •

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ২৪ এপ্রিল ২০২৫ • বর্ষঃ- ০২ • সংখ্যাঃ- ৩৩৯ • মূল্যঃ- ০৫ • Title Code - WBBEN16056 • DL.No - 250, Dated : 03-05-23 • www.sakalershironam.com • sakalershironam@gmail.com

মুর্শিদাবাদের অত্যাচারিত হিন্দুদের জন্য চাঁদা তুলতে গিয়ে আটক সুকান্ত মজুমদার — আজকের খবর

ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ভয়!

কাশ্মীর রক্তাক্ত হতেই আকাশে উড়ছে পাক যুদ্ধবিমান, আতঙ্ক পাকিস্তানে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ভয়ে ভীত পাকিস্তান! পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা ও ২৬ পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনার ঠিক পর জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে নজরে পড়ল পাকিস্তানের ব্যাপক তৎপরতা। সীমান্তবর্তী সেনা ঘাঁটির দিকে রওনা দিতে দেখা গেল পাক বায়ুসেনার একাধিক বিমানকে। যা দেখে অনুমান করা হচ্ছে, সীমান্তে বড় পরিসরে সেনা মোতায়েন করতে শুরু করেছে পাকিস্তান। পুলওয়ামার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার। বিকেলে পহেলগাঁওয়ে এক রিসর্টে পর্যটকদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। রীতিমতো ধর্মীয় পরিচয় দেখে দেখে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। স্থানীয় সূত্রের দাবি, জঙ্গিরা এসেছিল সেনার পোশাক পরে। সব মিলিয়ে ৪০ রাউন্ড গুলি চলেছে। মূলত আক্রমণ করা হয় অমুসলিমদের। ইতিমধ্যেই হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্করের টিআরএফ বা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। জানা যাচ্ছে, এই সংগঠন পাকিস্তানের আইএসআই-এর মদতপুষ্ট। এমনকী হামলার যুক্ত থাকা জঙ্গিদের বেশিরভাগই বিদেশি। জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাক যোগের স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশ্যে আসতেই পালটা হামলার আশংকায় সতর্ক হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। অতীতের মতো পাকিস্তানের মাটিতে ঢুকে ভারত হামলা চালাতে পারে, এই ভয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে সীমান্তের ওপারে। বিমানের অবস্থান নির্ণয়কারী ওয়েবসাইট এর তথ্য তুলে ধরে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, পহেলগাঁওয়ে হামলার ঘটনার ঠিক পর বায়ুসেনার একাধিক বিমান করাচি থেকে পাঠানো হয়েছে উত্তরে লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশে। পাকিস্তানের এই দুই বায়ুসেনা ঘাঁটি জম্মু ও কাশ্মীরের নিকটবর্তী। যে বিমানগুলিকে করাচি থেকে আসতে দেখা গিয়েছে এদের মধ্যে পাকবায়ুসেনার উল্লেখযোগ্য দুটি বিমান হল, সি-১৩০ই পরিবহণ বিমান, পি এ এফ ১৯৮ এবং এমব্রেয়ার ফেনম ১০০ জেট, পি এ এফ ১০০। এই দুটি বিমান ভিভিআইপি পরিবহণ ও গোয়েন্দা কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাক বায়ুসেনার বিমানের এই তৎপরতা আলাদাভাবে নজর কাড়ছে। যদিও এই ইস্যুতে পাকিস্তান বা ভারত সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছুই জানানো হয়নি। করাচি থেকে লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে যাচ্ছে পাক বায়ুসেনার বিমান। এদিকে জঙ্গি হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সৌদি সফর কাটছাঁট করে ভারতে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সৌদির যুবরাজের সঙ্গে নৈশভোজে যোগ না দিয়ে বিমানে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন তিনি। বুধবার ভোরে বিমানবন্দরে অবতরণের পরই অজিত ডোভাল ও জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করেন। আজই বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন তিনি। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই মৃত পর্যটকদের দেহ শ্রীনগর নিয়ে আসা হয়েছে। সেখ ানেই যাচ্ছেন অমিত শাহ। এরপর দিল্লি ফিরে বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। জঙ্গি হামলার জেরে ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে।

পহেলগাঁওয়ের প্রত্যাঘাত!

সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল, বন্ধ আটারি সীমান্ত, পাকিস্তানিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পহেলগাঁওয়ে নৃশংস হামলার জেরে পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল ভারত-পাক সম্পর্ক! বুধবার বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু চুক্তি বাতিল করা হল। সেই সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হল আটারি সীমান্ত। পাকিস্তানিদের ভারতে প্রবেশও নিষিদ্ধ করল ভারত। পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারকেও দেশে ফেরানো হবে। ভারতে বর্তমানে যেসমস্ত পাকিস্তানিরা রয়েছেন, তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে বলেও জানান বিদেশ সচিব পর্যটকদের উপর হামলার পরেই বৈঠকে বসে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে এই বৈঠক চলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ছিলেন এই বৈঠকে দীর্ঘ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখে মুখি হন বিদেশ সচিব। সেখানেই তিনি জানান, পহেলগাম হামলার তীব্র প্রতিবাদ করে ভারত বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। মিসরি জানান, এই মুহূর্ত থেকে সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করা হল। যতদিন না পর্যন্ত পাকিস্তান সীমান্ত সন্ত্রাস থামাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর থাকবে না। এছাড়াও অবিলম্বে বন্ধ করা হবে ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত। বৈধ কারণে যাঁরা ওই পথ দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের ১মে'র মধ্যে ভারতে ফিরতে হবে। আগামী দিনে পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করল ভারত। বর্তমানে যেসব পাকিস্তানিরা ভারতে রয়েছেন তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভার ত ছাড়তে হবে। এছাড়াও ভারত এবং পাকিস্তান-দুই দেশের হাই কমিশন থেকেই সরিয়ে নেওয়া হবে সামরিক পরামর্শদাতাদের। পাক হাইকমিশনের এই পদগুলি 'পারসোনা নন গ্রাটা' বলে ঘোষণা করল নয়াদিল্লি। পহেলগাঁও হামলার আবহে প্রত্যেক বাহিনীকে চূড়ান্ত সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদেশ সচিব জানান, হামলাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। তাহাউর রানার প্রত্যর্পণের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, যারা সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে তাদের দমনে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ভারত।

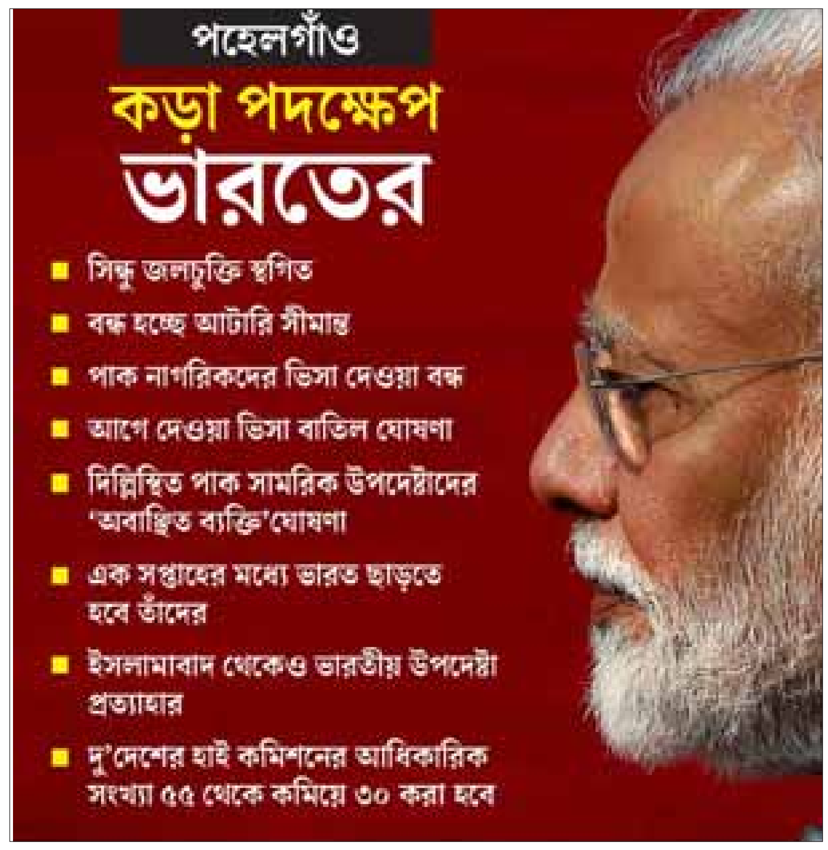

শর্তসাপেক্ষে শুভেন্দুকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার অনুমতি হাইকোর্টের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে যাওয়ার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শুভেন্দু কে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই মামলার শুনানির পরে আজ(বুধবার) কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতির রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ শুভেন্দুকে শর্তসাপেক্ষে মুর্শিদাবাদের যাওয়ার অনুমতি দিয়ে জানিয়ে দেন মুর্শিদাবাদের নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে যেতে পারলেও তার সঙ্গে দু'জনের বেশি কেউ যেতে পারবেন না। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের কোন এলাকায় শুভেন্দু অধিকারী কোনরকম জনসভা বা পথসভা করতে পারবেন না এবং উস্কানি ছড়ায় এমন ধরনের কোন প্ররোচনামূলক মন্তব্য করতে পারবেন না। আদালত এও বলেছে, মুর্শিদাবাদে যাওয়ার ২৪ ঘন্টা আগে স্থানীয় এসপিকে জানাতে হবে। শুভেন্দুর সঙ্গে এলাকায় যেতে পারবেন দুই বিধায়ক ও নিরাপত্তারক্ষীরা। শুধুমাত্র আক্রান্ত পরিবারদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন বিরোধী দলনেতা। গত শুক্রবার থেকে সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের কিছু এলাকায় উত্তেজনা চলছে। শুভেন্দু এই পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য সফরে যেতে চাইলেও পুলিশ অনুমতি দেয়নি। বিচারপতি সৌমেন সেন শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বলেন, উনি তো যেতেই পারেন। উনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। ওঁর সব জায়গায় যাওয়ার স্বাধীনতা আছে। আদালতের অনুমতির কী প্রয়োজন? তার উত্তরে শুভেন্দুর আইনজীবী আদালতে জানান, এর আগে অনেক জায়গায় যেতে

এরপর দুয়ের পাতায়

প্রথম পাতার পর

চাইলে বিরোধী দলনেতাকে

জঙ্গিদের কঠোর শাস্তির দাবি 'মমতার'

টেররিজমের কোনও ধর্ম হয় না, জাত হয় না

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল
কলকাতা

টেররিজম একটি আইডেনটিটি। এরা বর্ন ইন ক্রিমিনাল। এদের কোনও ধর্ম, জাত হয় না। এদের ক্ষমাও করা যায় না। এরা একটা কাস্ট। কী হয়েছে, কেন হয়েছে, তা পরে দেখ ব। তীব্র নিন্দা করছি। এভাবেই কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে পর্যটকদের উপরে নির্ভেজালে গুলি চালিয়ে হত্যা করা জঙ্গিদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তীব্র নিন্দা করে কঠোর শাস্তির দাবি করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি কলকাতার বাসিন্দা মৃত বিতান অধিকারীর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে বেহালার বাসিন্দা যিনি পহেলগামের জঙ্গি হামলায় মারা গিয়েছেন, তাঁর দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। শ্রীনগর থেকে বুধবার কলকাতার বাসিন্দাদের সমস্ত মৃতদেহ পৌঁছে গিয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ক্ষ্মআমরা এই জঙ্গি হামলার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ক্যাবিনেট বৈঠকে আমরা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আমরা এই ঘটনার উপযুক্ত বিচার চাই। সন্ত্রাসবাদীরা জন্মগত অপরাধী।ক্ষ্ম তিনি জানান, এই ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের সকলের পাশে রয়েছেন তিনি। কাশ্মীরে একটা ধস নেমেছিল। সেখানে ২৬ জন পর্যটক আটকে পড়েছিল। তাদের সকলকে নিরাপদে উদ্ধার করা গেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার সব সময় কাশ্মীর প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে। ২৬ জনকে খুন করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছিল জেহাদিরা। লম্বা সময় ধরে চলেছে নারকীয় হত্যালীলা। 'সেনসিটিভ' সীমান্ত এলাকায় এমন হত্যালীলা চলল অথচ তার মধ্যে সেনা কেন পৌঁছল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। তাঁর কথায়, আমি বুঝতে পারছি না এতক্ষণ সময় লেগে গেল কেন? ওখানে তো অনেক আর্মি ছিল। বর্ডার এলাকা, সেনসেটিভ এলাকা। এসব নিয়ে এখ ন কথা বলব না। পরিশেষে মমতা বলেন, আমরা যেটা চাই যারা এটা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এর আগেও বুধবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে কাশ্মীরের জঙ্গি হামলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ক্ষ্মকাশ্মীরের এই অত্যন্ত দুঃখজনক হিংসাত্মক ঘটনায় আমাদের রাজ্যের ৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁরা পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে কাশ্মীর গিয়েছিলেন। পর্যটনের আনন্দ নিমেষেই বদলে যায় মৃত্যু ও আতঙ্কের করুণ কাহিনীতে। দিল্লি বিমানবন্দরে রাজ্যের প্রশাসনিক টিম সব রকম সহযোগিতা করছেন নিহতদের পরিবারের সদস্যদের জন্য।

আজ সন্ধ্যা ৮টা ৩০ মিনিটে দেহ কলকাতায় পৌঁছনোর কথা। দিল্লিতে আমাদের রেসিডেন্ট কমিশনারের দফতর নিহতদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। আমি নিজে পুরো বিষয়টি তদারকি করছি এবং আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও সক্রিয়ভাবে

কাজ করছেন। এটা আমাদের সকলের জন্য এক মর্মান্তিক মুহূর্ত। নিহতদের পরিবারের জন্য কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। আমার হৃদয় তাঁদের সঙ্গে, আমরা তাঁদের পাশে আছি।

রাশিফল

বৃহস্পতিতে সাংসারিক ক্ষতি হতে পারে মেষের

মিথুন-ত্বকের যত্ন নিন বিভিন্ন ত্বকের সমস্যায় ভুগতে পারেন। স পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে বিবাদ বাঁধতে পারে, ঠান্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান করাই শ্রেয়। দামি কিছু কেনাবেচার জন্য আজকের দিনটি খুবই শুভ। বন্ধুদের পরামর্শ নিলে বিপদে পড়তে পারেন।

মেষ সংসারে ক্ষতি হতে পারে তাই সাংসারিক বিষয়ে মন দিন।সহকর্মীর দ্বারা ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে বিবাদ মারতে পারে। প্রেমে নতুন মোর ঘুরতে পারে।

বৃষ -ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ , ব্যবসায় অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কর্মস্থানে আগুন লাগার যোগ রয়েছে, সাবধান থাকুন। আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তবে অতিরিক্ত খরচের থেকে সাবধান থাকবেন।

মিথুন-ত্বকের যত্ন নিন বিভিন্ন ত্বকের সমস্যায় ভুগতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে বিবাদ বাঁধতে পারে, ঠান্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান করাই শ্রেয়। দামি কিছু কেনাবেচার জন্য আজকের দিনটি খুবই শুভ। বন্ধুদের পরামর্শ নিলে বিপদে পড়তে পারেন।

কর্কট -প্রতিযোগিতামূলক কাজের সাফল্য পাবেন তবে আপন জনের কাছ থেকে পেতে পারেন অনেক বড় কষ্ট।*ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দিনটি শুভ। প্রিয় মানুষের জন্য আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিংহ- রাস্তায় চলার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন পছন্দের ঘটনা হতে পারে। আবেগপ্রবণ হয়ে কাজ করবেন না তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা হতে পারে।

বাড়তি উপার্জনের পথ খুলতে পারে। তবে কর্মস্থানে ঝামেলায় জড়াতে পারেন।

কন্যা রাশি ব্যবসায় নতুন কোনও উদ্যোগ নিতে পারেন। পরিবার সংক্রান্ত কোনও সুখবর পেতে পারেন। শ্যামবর্ণের কেউ আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে।

তুলা ভাই-বোনের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে। চাকরিজীবীদের আয় বাড়বে। আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশ ঘটবে তুলা রাশির জাতকদের।

বৃশ্চিক কোনও বড় প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারেন বৃশ্চিক রাশির জাতকরা। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক আবার নতুন করে জোড়া লাগতে পারে।

ধনু ভুল মন্তব্য আজ না করাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা সবার কাছ থেকে প্রশংসা পাবে। যে কোনও ঝুঁকির কাজ এড়িয়ে চলুন।

ম্করক অপ্রয়োজনে টাকা খরচ হতে পারে। স্ত্রী বা স্বামীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবেন। গুরুজনের সঙ্গে মতান্তর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অগ্নিজাত দ্রব্য এবং বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন।

কুম্ভ দীর্ঘদিনের চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর আজ আপনি সাফল্য পাবেন। কোনও বহুজাতিক সংস্থা থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন কুম্ভ রাশির জাতকরা।

মীন কোনও পুরোনো সমস্যা আবার ফিরে আসতে পারে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়বে। খরচ কমালে নিজের সঞ্চয় অনেকটা বাড়াতে পারবেন।

রাজপথে মোমবাতি মিছিল

পহেলগাঁওয়ে নারকীয় হামলা নিয়ে 'সোচ্চার শুভেন্দু'

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল
কলকাতা

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা নিয়ে এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, যখন উগ্রপন্থীরা কোনো বিভেদ করে না হিন্দুদের মধ্যে, তখন আমরা কেনো জাত-পাত, ভাষা, আঞ্চলিক জাত্যভিমান, প্রাদেশিক পরিচিতি, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার, সংস্কৃতি, উদারপন্থা, মধ্যপন্থা, দক্ষিণপন্থা ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবো? সময় এসেছে বোঝার, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, মুছে ফেলো সীমারেখা, সব ব্যবধান, উপলব্ধি করো সব হিন্দুরাই এক সমান। পহেলগাঁওয়ের উপত্যকায় কোনো বাঙালি, ওড়িয়া, মারাঠী, কন্নড়, হরিয়ানভি, তামিল, মালায়ালিকে হত্যা করা হয়নি। হত্যা করা হয়েছে হিন্দুদের। কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা বাংলাদেশ, একটাই লক্ষ্য; হিন্দুদের বেছে বেছে করতে হবে শেষ। যখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে শত অপকর্ম, তখন ধর্মই হোক আমাদের একমাত্র বর্ম। সময় এসেছে বোঝার তাই, ভণিতা ছেড়ে বলো.. 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। এরপরে বেছে বেছে হিন্দুদের উপরে হামলা চালানো হয়েছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে কলকাতার রাজপথে মোমবাতি মিছিল করেন শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। ন্যক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে মৌলালি থেকে শিয়ালদহ শ্রদ্ধার্ঘ্য মিছিল শুভেন্দু অধিকারীর। কাশ্মীরে মুর্শিদাবাদের মতোই হিন্দু নিধন হয়েছে বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। শ্রদ্ধার্ঘ্য মিছিল থেকে শুভেন্দু বলেন, পহেলগাঁওতে গোটাটাই হিন্দু নিধন হয়েছে। বিতান অধিকারীর স্ত্রী বলেছেন হিন্দু কিনা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তাঁর স্বামীকে। কলমা পড়তে বলা হয়েছিল। হিন্দু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কলমা জানার কথা নয়। তারপরই গুলি চালিয়ে মেরে দিয়েছে। সমীর গুহর স্ত্রী বলেছেন স্বামীর হাতে লাল ডোর ছিল, হিন্দু বলে তাই মেরে দিয়েছে। মণীশের ভাইও একই কথা বলেছেন। বিরোধী দলনেতার আহ্বান, জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী সনাতনীরা কালো ব্যাজ লাগিয়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। রাজনৈতিক দলের ডাকের অপেক্ষায় থাকবেন না। তাঁর কথায়, মুর্শিদাবাদ ও কাশ্মীরে একই মডেল। মহিলা শিশুদের সরিয়ে রেখে খুন করা হয়েছে। রাজনীতি পরে হবে, নির্বাচন অনেক দূরে। আগে আমরা সনাতনী, আমরা বদলা চাই। জঙ্গিদের ঝাঁঝরা করে দিক ভারতীয় সেনা। আরামবাগে তৃণমূল অমিত শাহের কুশপুতুল পুড়িয়েছে। তাহলে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসের খুনের জন্য মমতাকে কী করা উচিত বলুন? মডেল এক, কাশ্মীর যা, মুর্শিদাবাদ তা। লড়াই থেকে হাইকোর্ট থেকে অর্ডার নিয়েছি। একবার নয়, পাঁচবার যাব ধুলিয়ান - সামশেরগঞ্জে। অর্ডার আপলোড হলে ২৪ ঘণ্টা আগে যাওয়ার ব্যাপারে জানাতে হবে। সরকার একজনকেই বাধা দিচ্ছিল, সে শুভেন্দু অধিকারী। তার মানে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। বিরোধী দলনেতা শেষে বলেন, ক্ষ্মকাশ্মীরে হিন্দু নিধনের কারণ ভারতকে চ্যালেঞ্জ করা ও মোদীকে চ্যালেঞ্জ করা। ভারত এর মোক্ষম জবাব দেবে। আগের মতোই অন্দর ঘুস কে মারেগা হবে এবারও। মৃতদের পরিবারের পাশে রয়েছি। বিতান অধিকারীর স্ত্রী অনেককিছু চেয়েছেন।

বাচ্চার দায়িত্ব নিতে বলেছেন, নিয়েছি। এটা ধর্মযুদ্ধ। ইজরায়েল যেমন গাজাকে সাফ করে দিয়েছে, তেমনই করা উচিত। জয় নেতানিয়াহু!

অসুস্থ রাজ্যপাল ও অসুস্থ মুকুল রায়কে দেখতে গেলেন মমতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতা থেকে শালবনির উদ্দেশ্যে সোমবার রওনা হওয়ার আগে কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে অসুস্থ রাজ্যপালকে দেখতে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখনো রাজ্যপালের শারীরিক অবস্থার সেরকম উন্নতি না হওয়ায় আজ নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার কেবিনেট বৈঠকের পরেই আরো একবার ছুটে গেলেন বাইপাস সংলগ্ন অ্যাপোলো হাসপাতালে রাজ্যপালের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। বুধবার বিকেলে অসুস্থ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে রাজ্যপালের স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। খোঁজখবর নেন অসুস্থ রাজ্যপালের। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রাজ্যপালের সঙ্গে কথা হয়নি। ওষুধ দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা বিশ্রাম নিতে বলেছেন। চার-পাঁচদিন চিকিৎসার পর রাজ্যপাল স্থিতিশীল হলে তারপর পরবর্তী চিকিৎসার কথা ভাববেন

ডাক্তাররা। তবে রাজ্যপালের স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় মুখ্যমন্ত্রীর। একই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন মুকুল রায়ও। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ তিনি। এদিন তাঁকে দেখে এলেন মমতা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুকুলও অনেকদিন ধরে এখানে ভর্তি আছে। ওঁকেও একটু দেখে এলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ডাকলাম। চোখ খুলেছে। একটু একটু চোখ খুলেছে। মুকুল রায় ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে লড়াই করে বিধায়ক হয়েছিলেন। খাতায়-কলমে এখনও তিনি বিজেপির জনপ্রতিনিধি। নিজের বাড়িতে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন ৭০ বছরের বিধায়ক। তাঁকে বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করার সময় জ্ঞান ছিল না। যথেষ্ট সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলেছে। মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল তাঁর। তারপর থেকেই হাসপাতালে মুকুল।

শর্তসাপেক্ষে শুভেন্দুকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার অনুমতি হাইকোর্টের

আটকানো হয়েছে। পুলিশ অনুমতি দেয়নি। সন্দেশখালির ক্ষেত্রেও তাঁকে আটকানো হয়েছিল। সবক্ষেত্রেই আদালতের অনুমতি নিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর আইনজীবী হাই কোর্টে দাবি করেন, অন্য দলের নেতারা ধুলিয়ানে গিয়েছেন, কিন্তু আমার মক্কেলকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। শুধু বিরোধী দলনেতার ক্ষেত্রেই রাজ্যের যত বাধা। এর আগে সন্দেশখালির সময়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। রাজ্য পুলিশ শুভেন্দুকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। পাল্টা হিসেবে রাজ্যের তরফে বলা হয়, উনি বিরোধী দলনেতা। ওখানে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখলে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে দাবি করেন, বিরোধী দলনেতার পদ কোনও সাংবিধানিক পদ নয়। তাই তাঁকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে কেন!

উনাকে যাওয়ার অনুমতি দিলে উনি শর্ত ভাঙেন। প্রচুর মানুষ তাঁর সঙ্গে থাকেন। পাল্টা হিসেবে শুভেন্দুর আইনজীবী আদালতকে বলেন, মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথমে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চে আবেদনের পর শুভেন্দু শর্তসাপেক্ষে অনুমতি পান।

কাশ্মীরের বুকিং বাতিল করার পর পর ফোন, ক্ষতির শঙ্কায় কলকাতার পর্যটন ব্যবসা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনার বড়সড় প্রভাব পড়তে চলেছে পর্যটনশিল্পে। সেই আশঙ্কাই করছেন কলকাতার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যে ভ্রমণ সংস্থাগুলির কাছে ফোন আসতে শুরু করেছে। কেউ কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নিচ্ছেন, কেউ সরাসরি ভ্রমণের পরিকল্পনাই বাতিল করে দিতে চাইছেন। অনেকে আবার কাশ্মীর বাতিল করে হিমাচল প্রদেশে বুকিং পরিবর্তনের অনুরোধ করছেন। ফলে ভ্রমণ সংস্থাগুলির আশঙ্কা, সারা বছর ধরে কাশ্মীর থেকে তাঁদের যে পরিমাণ ব্যবসা হত, তাতে এ বার মন্দা আসবে। ক্ষতির মুখোমুখি হতে চলেছে কাশ্মীরের পর্যটন, যা নিয়ে চিন্তায় কলকাতার সংস্থাগুলিও।মঙ্গলবার কাশ্মীরের অনন্তনাগের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা চলে। বৈসরন উপত্যকায় পর্যটকদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় একাধিক জঙ্গি। অভিযোগ, ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষ ছাড়া বাকিদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পহেলগাঁও হামলায় নিহতের সংখ্যা ২৬। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তিন জন, যাঁদের দু'জনই কলকাতার বাসিন্দা। মঙ্গলবারের ঘটনার পর পহেলগাঁও তথা কাশ্মীর নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু বাংলার তিন বাসিন্দার

আনন্দে সময় কাটাতে কাশ্মীরে ঘুরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আর ফেরা হল না বাড়িতে। মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ের বৈসরন পর্যটনস্থলে জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২৬ জনের এর মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তিনজন। এর মধ্যে দু'জনের বাড়ি কলকাতায় এবং অপরজন পুরুলিয়ার বাসিন্দা।বেহালার সখেরবাজারের বাসিন্দা সমীর গুহ। ৫২ বছরের সমীর তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে কয়েকদিন আগেই কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বুধবারই ফেরার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু স্বামীকে ছাড়াই কলকাতায় ফিরতে হচ্ছে সমীরের স্ত্রীকে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সমীরকে নির্বিচারের গুলি করে খুন করে জঙ্গিরা। সমীরের স্ত্রী শর্বরী গুহ জানান, সকলের মুখে মাস্ক ছিল। সকলের হাতে বন্দুক ছিল। আমাদের মাটিতে শুয়ে পড়তে বলে। এরপরেই বেছে বেছে আমার স্বামী এবং অন্য একজনকে গুলি করে জঙ্গিরা। আমরা ফিরে এসেছি। স্বামীকে ওখানেই রেখে আসতে হয়েছে।একই পরিণতি হয়েছে পাটুলির বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা বিতান অধিকারীর। ফ্লোরিডায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী হিসেবে কাজ করতেন বিতান। স্ত্রী-ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন কাশ্মীরে। ১৬ এপ্রিল তিনজনে জম্মু-কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলেন। ২৪ এপ্রিল তাঁদের ফেরার কথা ছিল। তবে বিতানের স্ত্রী-ছেলে সুস্থ রয়েছেন। বিতানের স্ত্রী-র সঙ্গে কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের গুলিতে মারা গিয়েছেন পুরুলিয়ার বাসিন্দা মনীশরঞ্জন মিশ্র। তিনি ঝালদা পৌরসভা এলাকার ৫নম্বর ওয়ার্ডের পুরোনো বাঘমুন্ডি রোডের বাসিন্দা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-তে কাজ করতেন তিনি। কর্মসূত্রে থাকতেন হায়দরাবাদে। আগে রাচিঁতে ছিলেন। সম্প্রতি বদলি হয়েছিলেন হায়দরাবাদে। স্ত্রী, ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে সেখানেই থাকতেন। গতকালই পরিবার নিয়ে কাশ্মীরের পাহেলগাঁওতে বেড়াতে গিয়ে ছিলেন। সেখানেই সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় নিহত হন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও ঝালদা থেকে কাশ্মীরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সড়ক পথে রওনা দিয়েছিলেন। ডালটনগঞ্জের কাছেই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পাওয়ার পরেই পরিবারের সদস্যরা বুধবার ভোরে ফিরে এসেছেন বাড়িতে।

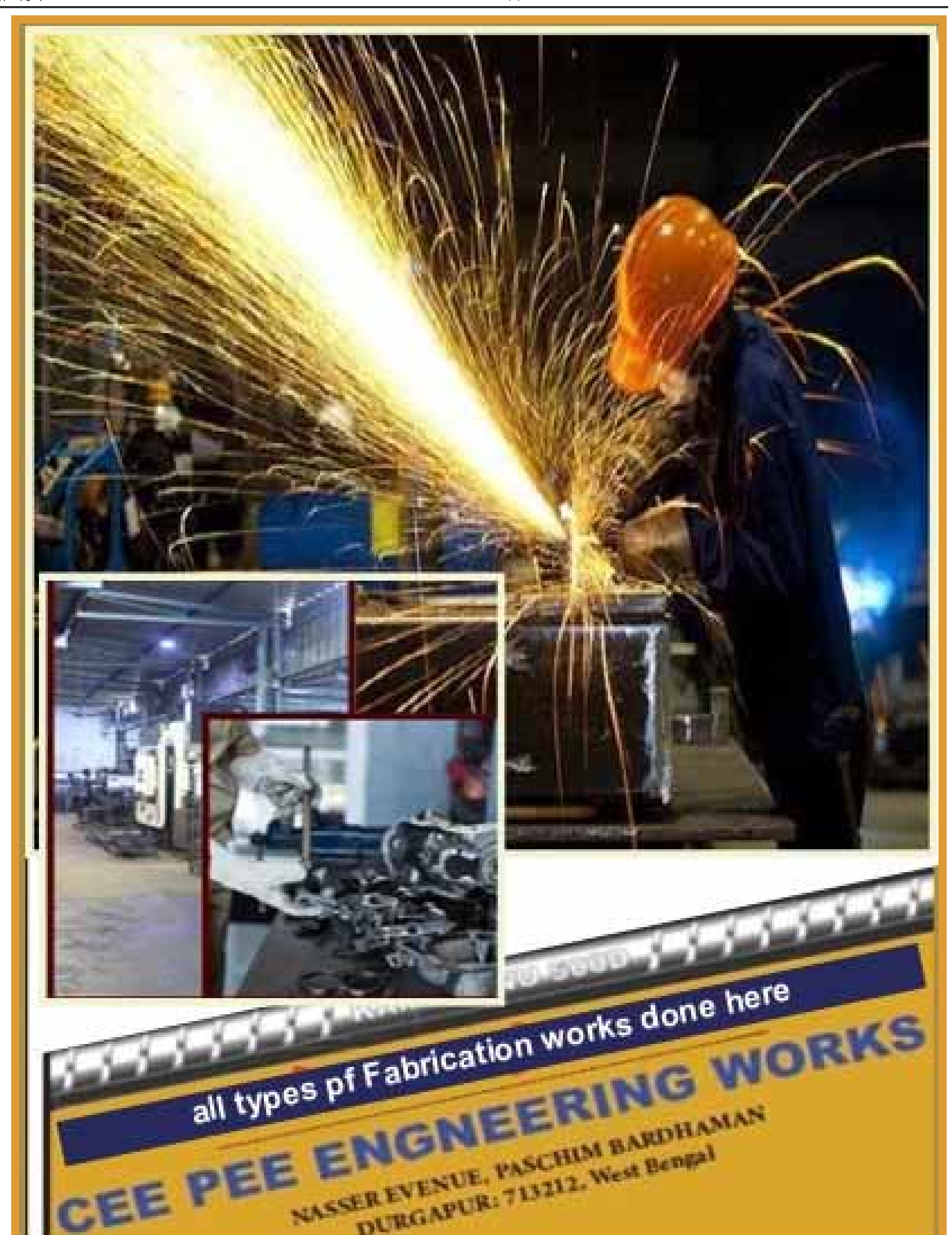

আবারো খুন মালদায়, উত্তপ্ত এলাকা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত মালদার অমৃতি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে টিয়ার গ্যাস ছুড়তে হয় পুলিশকে। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ চলে। অমৃতি স্ট্যান্ড চত্বরে একাধিক জায়গায় স্থানীয়রা অবরোধ করে। ঘটনার সূত্রপাত এলাকার এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই অমৃতির বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা বাড়ছিল। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। তাই গ্রামের বাসিন্দারাই টহল দিচ্ছিলেন গ্রামে-গ্রামে। গতকাল(মঙ্গলবার) রাতে অমৃতির সেকেন্দারপুর গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন কয়েকজন যুবক। সেইসময় দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন ওই যুবকরা। দুষ্কৃতীর ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হয় শিবু মণ্ডল (২৭) নামে একজনের। আহত হয় আরও ২ জন। তাঁরা মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। ঘটনা ঘিরে রাত থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছিল। রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন বাসিন্দারা। ঘটনার পর বুধবার সকালে স্থানীয়রা মালদা-মানিকচক রাজ্যসড়ক অবরোধ করেন। ঘটনার প্রতিবাদে সকাল থেকে অমৃতি স্ট্যান্ডের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হতে থাকলে পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে যায়। আর এনিয়ে দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের খণ্ডযুদ্ধ বাধে।

পুলিশ লাঠিচার্জ করলে পালটা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকেন উত্তেজিত জনতা। এরপরই পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। অমৃতির তিন থেকে চার জায়গায় অবরোধ করেছিল সাধারণ মানুষ। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে থমথম রয়েছে এলাকা।

জমি জটে বাঁধ তৈরীর কাজ থমকে, বর্ষায় বন্যার আশঙ্কা

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

সরকারি জমিতে মাত্র ৪০০ মিটার নতুন বাঁধ তৈরির পর থমকে রয়েছে বাঁধের বাকি অংশের কাজ। এমত অবস্থায় আগামী বর্ষায় ফের বন্যার আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছে ভূতনির বাসিন্দাদের মধ্যে। গত বর্ষায় ভাঙা বাঁধের অংশ দিয়ে গঙ্গার জল ঢুকে দু'দফায় প্লাবিত হয়েছিল মালদহের মানিকচক ব্লকের ভূতনির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা।

গত ২০২৩ সালের বর্ষায় কেশরপুর কলোনিতে বাঁধ গঙ্গা নদীর জলের তোড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। বাঁধের সেই ভাঙা অংশ থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে পশ্চিম রতনপুর থেকে কেশরপুর কলোনি হয়ে শ্রীমন্তটোলা পর্যন্ত প্রায় ২৪০০ মিটার লম্বা নতুন করে একটি বাঁধ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সেচ দফতর। কিন্তু সেই বাঁধ তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের জট না কাটায় সরকারি জমিতে মাত্র ৪০০ মিটার নতুন বাঁধ তৈরির পর থমকে রয়েছে বাঁধের বাকি অংশের কাজ। জমি জট নিয়ে জটিলতা কাটাতে মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় মানিকচক বিডিও অফিসে একটি প্রশাসনিক বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সমস্যা মেটেনি বলেই দাবি। সূত্রে খবর, প্রস্তাবিত ওই বাঁধ যাদের জমির উপর দিয়ে হওয়ার কথা, সেই জমিদাতাদের বেশিরভাগই জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত জমি দিতে রাজি নন। এই বিষয়ে মালদহের জেলা ভূমি সংস্কার দফতরের এক আধিকারিক বলেন, তভূতনিতে বাঁধ তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন হলেই জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হবে।

তবে যেহেতু বর্ষার আগেই বাঁধের কাজ শেষ করা দরকার, তাই প্রস্তাবিত বাঁধের অংশে যে সমস্ত বাসিন্দাদের জমি পড়ছে, তাঁদের বুঝিয়ে কাজ শুরু করার চেষ্টা চলছে।ক্ষু্ব এলাকার একাধিক জমিদাতা বলেন, আমরা বাঁধ তৈরির জন্য জমি দিতে রাজি।

মৎস্যজীবীদের মধ্যে পাখি নিয়ে সচেতনতার উদ্যোগ

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
বালুরঘাট

ফান্দি জালে বিপদে পড়ছে জলজ পাখিরা। বিশ্ব বসুন্ধরা দিবসে নদী, পাখি ও মাছ বাঁচানোর আর্তি আত্রেয়ী নদী পাড়ে। মঙ্গলবার বালুরঘাটের দিশারী সংকল্প পরিবেশপ্রেমী সংস্থার তরফে আত্রেয়ী নদীর চকভবানী এলাকায় গিয়ে মৎস্যজীবী ও স্থানীয় মানুষদের এই বিষয়ে সচেতনতার পাঠ পড়ানো হল। এই বিশেষ দিনটি মাথায় রেখে এদিন আত্রেয়ী নদীর চকভবানী এলাকার স্বল্প উচ্চতার বাঁধ সংলগ্ন স্থানে গিয়ে মৎস্যজীবী ও স্থানীয় মানুষদের সচেতন করেন পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সদস্যরা। দিশারী সংকল্পের সদস্যদের কাছে খবর আসে গত কয়েকদিন ধরে মৎস্যজীবীদের ফান্দি জালে জলচর পাখিরা বিপদে পড়ছে। সেই অনুযায়ী এদিন সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আসে বিজন সরকার, তুহিনশুভ্র মণ্ডল প্রমুখ। এবার এই নদীতে গত বছরের তুলনায় জলচর পাখি প্রচুর দেখা গিয়েছে। দেখা মিলেছে পরিযায়ী পাখিরও। কিছুদিন আগেও নদীর চরে অসংখ্য সরাল ছিল। তাদের এখন দেখা যাচ্ছে না বলে মত স্থানীয়দের। লেসার হুইসিলিং ডাক যেমন অনেক এসেছিল। কদিন আগেও দেখা গিয়েছে নর্দান শোভেলার, গারগেনি, গ্রিন শাংক, স্যান্ডপাইপার, রিভার ল্যাপউইংদের ও ঘুরতে দেখা গিয়েছে ইতিউতি। তাদের সুরক্ষায় যেন কোনও অসুবিধা না হয়, অস্তিত্ব সংকটে না পড়ে সেই কারণেই সচেতনতা অভিযান দিশারী সংকল্পের। এর ই সাথে নদী ও মাছ বৈচিত্র্য সম্পর্কেও সচেতন করা হয় এদিন। মৎস্যজীবী নরেন হালদার বলেন, 'এমন ঘটনা এখানে তেমন ঘটছে না। তবে আমার নজরে পড়লে আমি অবশ্যই মানা করব।' দিশারী সংকল্পের পক্ষে তুহিনশুভ্র মণ্ডলের মন্তব্য, 'আমাদের কাছে প্রতিটি দিন ই বসুন্ধরা দিবস।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টোপ দিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা, অভিযুক্তকে গণধোলাই জনতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে এক মহিলার বাড়িতে ঢুকে তার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। ওই ঘটনায় সোমবার তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া একটি গ্রামে। স্থানীয়রা অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে গণধোলাই দেয়। তার মোটরবাইকটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিগৃহীত মহিলার একটি মুদিখানা দোকান রয়েছে। সেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি খইনি কেনার পর তাঁর নাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার প্রলোভন দেয়। বিষয়টি বুঝতে না পেরে ওই মহিলা তাঁর আধার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড সহ সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনতে বাড়ির ভেতরে যেতেই সকলের অলক্ষ্যে অভিযুক্তও বাড়িতে ঢুকে পড়ে। অভিযোগ, এরপর মহিলার ঘরে ঢুকে তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে দুষ্কৃতী। বিপদ বুঝতে পেরে আক্রান্ত মহিলা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করলে অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে। তাঁর চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শুনে আশেপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে এসে লোকটিকে বেঁধে ফেলে। তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়। অভিযুক্তের মোটরবাইকটি পুড়িয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। রাতে রায়গঞ্জ থানায় এসে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নিগৃহীতা মহিলা। জানা যায় অভিযুক্তের বাড়ি রায়গঞ্জের বারোদুয়ারি এলাকায়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বক্তব্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নাম নথিভুক্ত করে দেওয়ার কথা বলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। যারা বাড়ি গিয়ে মিথ্যা প্রলোভন দেবে তাদের নামে থানায় অভিযোগ করতে হবে। কারণ, এদের একটা চক্র সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

নিগৃহীত মহিলার কথায়, দোকান চালাচ্ছিলাম, সেই সময় একজন এসে খৈনি চায়। এরপর জানতে চায়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান? আমি বলি এখন পাই না,পরে পাব। এরপর কাগজপত্র দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। তখন আমি বাড়ির ভেতর যেতেই চুপ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আমার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতেই চ্যাঁচিয়ে উঠি। বাসিন্দারা এসে তাকে ধরে ফেলে। তাঁর দাবি, লোকটিতে চিনি না। স্থানীয় আরেক বাসিন্দা জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য গ্রামের অনেক মহিলা একে ওকে বলে। সেই সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত এই কাজ করেছে।

প্রেমের টানে উধাও, হদিস পড়শি দেশে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

বাংলাদেশি প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে প্রতারণার শিকার কোচবিহারের গৃহবধূ। প্রেমিকের ফাঁদে পা দেওয়া ওই মহিলাকে নাবালিকা কন্যা সমেত হিলি দিয়ে বাংলাদেশ পাচার করা হয়েছিল। পরে ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে নাবালিকা কন্যা সহ তাঁকে উদ্ধার করেছে হিলি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে এক চক্রীকে গ্রেপ্তার করে বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করলে ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। সীমান্তের নজরদারির ফাঁক গলে কী করে অনায়াসে মানব পাচার সম্ভব হচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক মাস আগে বাংলাদেশি প্রেমিকের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম পরিচয় হয় ওই গৃহবধূর। সেই পরিচয় কিছুদিন বাদেই প্রেমে বদলে যায়। নানা কথায় কোচবিহারের কোতোয়ালির বাসিন্দা ওই বধূ প্রেমে পড়েছিলেন বাংলাদেশি এক তরুণের। প্রেমের টানেই চলতি মাসের ৩ তারিখে কোচবিহারের কোতোয়ালি থেকে নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে ওই গৃহবধূ চলে এসেছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলিতে। সঙ্গে এনেছিলেন সোনার গয়না। এরপর প্রেমিকের কথামতো হিলি সীমান্তের চোরাপথ দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। কেন গেছিলেন তিনি? সম্পর্ক চলাকালীন মহিলার বাংলাদেশি প্রেমিক গৃহবধূর আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল শুরু করে। তারপর ওই গৃহবধূ নাবালিকা কন্যার সঙ্গে ৩ লক্ষ টাকা ও গয়না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গঙ্গারামপুরে একটি ডেরায় আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে হিলি বাসস্ট্যান্ডে আসেন। পরে সেখানে থেকে ওই নাবালিকা কন্যা সহ গৃহবধূকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যায় গৃহবধূর প্রেমিক ও তার বন্ধু। এদিকে ওই ঘটনার দিন দশেক বাদে গৃহবধূ বাংলাদেশ থেকে কোচবিহারে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং হিলি থানার লস্করপুর গ্রামের এক যুবকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে ৩০ হাজার টাকা দিতে বলেন। তিন বারে সেই টাকাও দেন গৃহবধূর স্বামী। এরপরই গৃহবধূর স্বামী হিলি থানার দ্বারস্থ হন। ২১ তারিখ দুপুরে ওই অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে হিলির ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে নাবালিকা কন্যা সহ গৃহবধূকে উদ্ধার করে পুলিশ। আপাতত মা ও মেয়ে সুস্থ রয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে হিলির লস্করপুর গ্রামের বাসিন্দা ওই প্রতারণাচক্রের এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তুললে ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এপ্রসঙ্গে ডিএসপি হেড কোয়াটার বিক্রম প্রসাদের বক্তব্য, 'কোচবিহারের এক গৃহবধূকে অপহরণ করে বাংলাদেশ পাচার করে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা ঘটনার তদন্তে নেমে নাবালিকা কন্যা সহ ওই মহিলাকে কাঁটাতারের ওপারের ভারতীয় সীমান্ত থেকে উদ্ধার করেছি। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ হয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ছেলের পায়ে দড়ি বেঁধে হাসপাতালে মা

ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন। ছাড়া পেলেই এমন সব কাজ করে বসে যে তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়। এদিকে বয়স হয়েছে। এখন আর দামাল তরুণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে নিয়ে যেতে হবে মালদা মেডিকেলে। কীভাবে যাবেন? সাতপাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত পায়ে দড়ি বেঁধে ছেলেকে সেখানে নিয়ে যান ।।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন। ছাড়া পেলেই এমন সব কাজ করে বসে যে তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়। এদিকে বয়স হয়েছে। এখন আর দামাল তরুণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে নিয়ে যেতে হবে মালদা মেডিকেলে। কীভাবে যাবেন? সাতপাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত পায়ে দড়ি বেঁধে ছেলেকে সেখানে নিয়ে যান। সেই ছবি ধরা পড়ে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায়। তখনই সামনে আসে নাজেমার কাহিনী। পুখুরিয়া থানার রাজাপুর এলাকার বাসিন্দা নাজেমা বিবি। স্বামী আনজুর আলি গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগেই। তাঁদের পাঁচ ছেলে। পাঁচ ছেলের মধ্যে চার ছেলেই কাজের জন্যে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন। চতুর্থ ছেলে রাকিবুল ইসলাম ছোট থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন। বিড়ি বেঁধে রাকিবুলকে নিয়ে কোনওমতে সংসার চালান নাজেমা। অসহায় মায়ের কথায়, 'রাকিবুলের চিকিৎসার জন্য নানা চেষ্টা করেছি। চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে পরে আর চিকিৎসা করাতে পারিনি। ছেলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্নের সার্টিফিকেট ছিল। কিন্তু বন্যায় সেই সার্টিফিকেটের লেখা উঠে গিয়েছে। ওটা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে বিষয়টি বলেছিলাম। সে বলছে, মালদা চলে যাও। আগেও সার্টিফিকেটের জন্য অনলাইনে আবেদন করেছিলাম। সেই সময় চাঁচলে ডেকে পাঠিয়েছিল। এখন সার্টিফিকেটের জন্য মালদা মেডিকেলে এসেছি। কিন্তু এখানে এসেও এদিক-ওদিক ছুটতে হচ্ছে।' নাজেমার আরও বক্তব্য, 'ছেলেকে একা ছাড়লেই এদিক-ওদিক চলে যায়। কোথায় চলে যায় খোঁজ পাওয়া যায় না। কখনও কারও হাত থেকে কিছু কেড়ে নেয়, কখনও জামাকাপড় খুলে ফেলে। বাধ্য হয়ে বেঁধে রাখতে হয়। মেডিকেলে এসেছি, এখানেও বেঁধে রাখতে হচ্ছে। নয়তো একটু অন্যমনস্ক হতেই কোথাও পালিয়ে যাবে। কারও কোনও ক্ষতিও করে দিতে পারে।' আপাতদৃষ্টিতে অমানবিক মনে হলেও এক বিপদগ্রস্ত মায়ের পক্ষে নিজের সন্তানকে সামলে রাখার এহেন করুণ দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই ভাবাচ্ছে মনোবিদদের।

'ডাক্তারপাড়ায়' বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগে রোগীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়া এলাকাতেই শহরের বেশিরভাগ ডাক্তারবাবুদের প্রাইভেট চেম্বার। জ্বর, সর্দিকাশিতে আক্রান্ত থেকে শুরু করে গর্ভবতী মহিলারা এই এলাকায় নিয়মিত ডাক্তার দেখাতে আসেন। স্থানীয় মানুষজন যেমন আসেন, তেমনি দূরদূরান্ত থেকেও অসুস্থ মানুষের চলাফেরা সবচেয়ে বেশি এই উকিলপাড়ায়। অথচ এই পাড়ার রাস্তাঘাটের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বহুদিন ধরে। একই অবস্থা বীরনগরের রাস্তারও। সেই গলিতেই বাড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাসের। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় নর্দমার নোংরা জল উপচে উঠে এসেছে। সেইসঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো জলের লাইন বসানোর জন্য রাস্তা কেটে বসানো হচ্ছে পাইপ। এতে মাত্রা ছাড়া বিড়ম্বনায় পড়েছেন সাধারণ মানুষজন। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'রাস্তাটি বর্তমানে খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। তারওপর বৃহস্পতিবারের স্বল্প বৃষ্টিতে জলকাদায় গোটা শহরের রাস্তার কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে। শহরে একটাও ভালো রাস্তা নেই। পুর নির্বাচনকে প্রহসন করে পুরসভা চালাতে ওরা নাজেহাল। সাধারণ মানুষ কোনও পরিষেবা পাচ্ছেন না। অবিলম্বে সব রাস্তার সংস্কার চাই।' শহরের রাস্তাঘাট নিয়ে পুরসভার কাছে ইতিমধ্যেই বারংবার অভিযোগ জানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দল সহ বিভিন্ন সংগঠন। তাদের দাবি, পুরসভার অন্তর্ভুক্ত রাস্তাগুলোর অবস্থা সারাবছরই শোচনীয় থাকে। পুরসভার তরফে একাধিকবার অভিযান চালানো হলেও সমস্যা থেকে নিস্তার পাননি সাধারণ মানুষজন। ছয়-সাত মাস ধরে রায়গঞ্জে ডাক্তার দেখাতে আসেন গর্ভবতী বিশাখা সরকার। তিনি বলেন, 'গত কয়েক মাস ধরে রায়গঞ্জে এক ডাক্তারবাবুর চেম্বারে আসা -যাওয়া করছি। এই উকিলপাড়ার খানাখন্দ ভরা রাস্তায় একটা টোটোও আসতে চায় না। পুরসভা কেন এই রাস্তা মেরামত করছে না?' স্থানীয় মনোতোষ দাস বলেন, 'রায়গঞ্জ স্টেট বাস টার্মিনাস থেকে স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা এবং থানামোড় থেকে পিরপুকুর লেন পর্যন্ত প্রতিটি রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। প্রায়ই টোটোগুলি পালটি খায়। রাস্তা কেটে দেওয়ায় টোটোতে চরতে ভয় লাগে। পুরসভার উচিত দ্রুত রাস্তাগুলোর সঠিকভাবে মেরামতি করা।' যদিও রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার বলেন, 'রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় রায়গঞ্জ শহরের ৫টি রাস্তা চওড়া হবে ও আধুনিকভাবে গড়ে উঠবে। তখন এই খানাখন্দের সমস্যা মিটে যাবে।'

ছেলের সন্ধানে পুরস্কার ঘোষণা বাবার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

প্রায় পাঁচ মাস আগে দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান মালদার মিরচকের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম (৩৩)। নিখোঁজ রফিকুলকে খুঁজে পেতে অসহায় পরিবার শেষপর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেউ তাঁর সন্ধান দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। শুধু তাই নয় পরিবারের তরফে মৌখিকভাবে দাবি করা হয়েছে, খোঁজ দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকাও দিতে রাজি। নিখোঁজ রফিকুলের ডাকনাম উজির। বাড়ি মালদা শহরের মিরচকে।পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন রফিকুল। তা সত্ত্বেও জীবিকার সন্ধানে তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে দিল্লির সাহেবনগর এলাকার লোদে কলোনির রেল ফটকের কাছে এক জায়গায় শ্রমিকের কাজ করতে যান। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে একদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান উজির। পরিবারের দাবি, উজিরকে ঘরে রেখে কাজে গিয়েছিলেন বাবা-মা। কাজ থেকে ফিরে এসে তাঁরা দেখতে পান ছেলে নেই। তারপর থেকে আর খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ হওয়ার সময় তাঁর পরনে ছিল সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট। পরিবারের এই আকুতি এখন এলাকাবাসীর মধ্যেও চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। এরপরেই পরিবারের আবেদন, যদি কেউ রফিকুলের খোঁজ পান সেই সন্ধান দিলে নগদ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের নিখোঁজ হওয়া শুধু একটি পরিবারের নয়, সমাজেরও দায়িত্ব। সময় থাকতেই তাঁর সন্ধান পাওয়াটাই এখন পরিবারের একমাত্র আশা।

নিখোঁজ উজিরের পরিবার বলতে বৃদ্ধ মা-বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। কষ্টের সংসার। দিন আনে দিন খায়। আরও এক ভাই বিয়ে করে পরিবার ছেড়ে আলাদা থাকেন। কাজের সূত্রে দিল্লিতেই ভরসাম্যহীন ছেলেকে নিয়ে থাকতেন উজিরের বাবা-মা। ছেলে নিখোঁজ হওয়ায় প্রায় দিশাহীন পুরো পরিবার। নিখোঁজ রফিকুল ইসলামের বাবা বিশু শেখ পরিযায়ী শ্রমিক। ভারসাম্যহীন ছেলেকে ছোটবেলা থেকেই যত্নে মানুষ করেছেন। অর্থাভাব সংসারে লেগেই ছিল। তবে ছেলের নিখোঁজ হওয়া কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না বিশু শেখ। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েও হয়নি কোনও সুরাহা। তাই ছেলেকে ফিরে পেতে সামাজিক মাধ্যমে নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেন তিনি।

আবাসের কাজে দেরিতে তলব বিডিও অফিসে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বুনিয়াদপুর

প্রায় আড়াই মাস আগে বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন উপভোক্তারা। কিন্তু, এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি অনেকে। অথচ, প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পাওয়ার একমাসের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। লিনটেল পর্যন্ত কাজ শেষ হলে অবশিষ্ট ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। তাই, যাঁরা এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি, তাঁদের ডেকে পাঠানো হল বিডিও অফিসে। জানা গিয়েছে, বংশীহারীর ৪টি পঞ্চায়েতের ৮৮ জন উপভোক্তা বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও কাজ শুরু করেনি। সেকারণে মঙ্গলবার বংশীহারীর বিডিও তাদের ডেকে পাঠান। তবে, মাত্র ১১ জন উপভোক্তা মঙ্গলবার বিডিও অফিসে হাজির হন। এদিন ওই উপভোক্তাদের নিয়ে টাঙন সভাকক্ষে বৈঠকে বসেন বিডিও। বৈঠকে জানতে চান বাড়ির কাজ এখনও শুরু না করার কারণ। উত্তরে কেউ জানান, 'বাবার নামে টাকা তুলে নিলেও তিনি অন্য রাজ্যে কাজে গেছেন', কারও আবার বক্তব্য, 'স্বামীর চিকিৎসা করতেই টাকা শেষ হয়ে গেছে।' বৈঠকের শেষে বিডিও তাদের নির্দেশ দেন, এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করার। অন্যথায়, নচেৎ, নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এদিন বিডিও সুব্রত বল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'বাংলা আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি করার টাকা পেয়েও ৮৮ জন উপভোক্তা বাড়ি তৈরিতে হাত দেননি। সেজন্য আজ তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। নির্দেশ দিয়েছি এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি তৈরি করা শুরু করতে হবে। নয়তো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিডিওর দাবি, 'প্রত্যেকেই কথা দিয়েছেন, নির্দেশ মেনে এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি তৈরি শুরু করবেন।' যাঁরা আজ হাজির হননি, তাঁদের আবার ডেকে পাঠাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তপনে রাজ্য সড়কের ধারে আবর্জনার স্তূপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তপন

আবর্জনা জমতে জমতে তা স্তূপ হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন ধরে সেগুলি সাফাই করা হয় না। এতে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে আশপাশের এলাকায়। তপন লস্করহাট রুটে চৌরঙ্গি এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারে এমন আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে। পথচলতি জাহাঙ্গির মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, 'ওই এলাকায় অনেক মানুষের আনাগোনা থাকে। তবুও রাস্তার ধারে আবর্জনা পড়ে থাকছে। নিয়ম মতো সাফাই করছে না কর্তৃপক্ষ। ফলে সেগুলি থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে।' ওই এলাকায় রয়েছে ব্লক অফিস, ভূমি, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর, প্রাণীসম্পদ অফিস, ব্যাংক সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিস। এছাড়াও চৌরঙ্গি থেকে বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, করদহ, দাঁড়ালহাট যাওয়ার জন্য রাস্তা ভাগ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে চৌরঙ্গি এলাকাটি সবসময় জমজমাট থাকে। কিন্তু সেখানকার এমন অবস্থা হওয়ায় নাকে রুমাল দিয়ে পথ চলতে হচ্ছে সকলকে। তাড়াতাড়ি সাফাই সহ ওই এলাকায় ডাস্টবিন বসানোর দাবি উঠেছে। এলাকার এক বধূ মামণি রায়ের কথায়, 'আগে লস্কররুটে ডাস্টবিন ছিল। সবাই ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলতেন। কিন্তু বর্তমানে ডাস্টবিন না থাকায় যে যার মতো রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলছেন। ফের ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা উচিত কর্তৃপক্ষের।' তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মনের বক্তব্য, 'চৌরঙ্গির আশপাশ এলাকাজুড়ে নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। ওই কাজের জন্য কর্মী নিয়োগ করা রয়েছে। এলাকায় জমে থাকা আবর্জনা তাড়াতাড়ি সাফাই করা হবে।'

গণ আত্মাহুতির হুমকি মালদার শিক্ষকদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

পথ একটা। সেই পথ হল যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা দ্রুত প্রকাশ করা। না হলে গণআত্মাহুতির বার্তা দিলেন মালদার শিক্ষক প্রতাপ সাহা, পঙ্কজ রায়, মনতোষ সাহারা। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকেরা মঙ্গলবার কলকাতার এসএসসি ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান। সেই বিক্ষোভে শামিল ছিলেন মালদার শিক্ষক প্রতাপ সাহা, পঙ্কজ রায়েরা। তাঁদের দাবি, স্থায়ী নিয়োগই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। কেউ সদ্য বিয়ে করেছেন, কেউবা গড়তে চেয়েছিলেন স্বপ্নের বাড়ি। কারও মা-বাবার চিকিৎসা চলছে। এই পরিস্থিতিতে অস্থায়ী চাকরি তাঁদের কাছে অপমান ছাড়া কিছুই নয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে ফেরার বার্তা দেন। আশ্বাস দেন বেতনের। সেই বার্তা দেওয়ার পর কলকাতার এসএসসি ভবনে বিক্ষোভের আঁচ আরও ঝাঁঝালো হয়। একসময় এসএসসি ভবনের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। চেয়ারম্যানকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়, নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে যে তালিকা জমা দিয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য। তবে এসএসসি নিজে সেই তালিকা কেন প্রকাশ করছে না? মালদার আন্দোলনকারীদের কথায়, সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-এর দেওয়া যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা গ্রহণ করলেও এসএসসি এখনও তা মানতে চাইছে না। ওই তালিকায় তাদের নাম থাকার পরেও তাঁদের অস্থায়ীভাবে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষক হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হচ্ছে। এটা কোনওমতেই তারা মেনে নিতে পারছেন না। মানবেনও না। প্রতাপ সাহার কথায়, 'মালদা থেকে প্রায় তিনশো যোগ্য প্রার্থী আজ এখানে এসেছেন। কেবলমাত্র ন্যায়েরআশায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে রাজপথে নেমেছি। এসএসসি তাদের কারচুপি ঢাকতেই তালিকা প্রকাশে গড়িমসি করছে। আমরা যোগ্য হয়েও আজ অনিশ্চয়তায় ভুগছি। অস্থায়ী নয়, আমরা স্থায়ী নিয়োগ চাই'। একই বক্তব্য পঙ্কজ রায়েরও। পঙ্কজ বলেন, 'বছরের পর বছর লড়াইয়ের পর আদালত আমাদের 'যোগ্য' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাহলে সরকার, এসএসসি কেন তালিকা প্রকাশে দেরি করছে? কেন বারবার আমাদের সঙ্গে প্রহসন চলছে?' আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ না করা হয়, তবে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। দরকারে জীবন বলি দিয়ে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন দেখার, কত দ্রুত এই পরিস্থিতির নিষ্পত্তি হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়োগের পথ খোলে। এই প্রতিবাদ এখন শুধু চাকরি পাওয়ার লড়াই নয়, বরং ন্যায়ের জন্য একটা প্রজন্মের আর্তনাদ। প্রশাসন আর এসএসসির উপর চাপ বাড়ছে। তালিকা না প্রকাশ করলে পরিস্থিতি যে আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, তার আভাস এদিন পাওয়া গিয়েছে। এখন দেখার, সরকার কী পদক্ষেপ করে।

বালুরঘাটে ইলশেগুঁড়ি

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
বালুরঘাট

ঘন কুয়াশায় ঢাকল বালুরঘাটের সকাল। মঙ্গলবার সূর্য ওঠার আগে থেকেই কুয়াশায় ঘেরা আবহাওয়া দেখল শহরবাসী। ভোর নাগাদ শহরের বিভিন্ন জায়গা কুয়াশায় ভরে ওঠে। তার সঙ্গে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কম-বেশি হতে থাকে। এদিন দুপুর পর্যন্ত ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি চলেছে শহরজুড়ে। আবহাওয়াবিদদের মতে, বাতাস ১০০ ভাগ সম্পৃক্ত না হওয়ার জন্যই এমন কুয়াশার দেখা মিলেছে। বৈশাখ মাসের সকালে সচরাচর এমন আবহাওয়া প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মেলে না। কিন্তু এদিন গ্রীষ্মকালেই কুয়াশা দেখে খানিকটা হতবাক হয়েছেন অনেকেই। তবে বৃষ্টি থামতেই ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল হতে হয়েছে শহরবাসীকে।

পড়াশোনা লাটে ডোমকলের স্কুলে, শিক্ষকদের ফেরাতে পথ অবরোধ পড়ুয়াদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডোমকল

রাস্তায় বাঁশ ফেলে প্ল্যাকার্ড হাতে স্কুলের পড়াশোনা স্বাভাবিক রাখার দাবিতে মঙ্গলবার পথ অবরোধে শামিল হল পড়ুয়ারা। ঘটনার জেরে এদিন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার সাগরপাড়ায়। ওই এলাকার কাজিপাড়া হরিদাস বিদ্যাভবনের ৬ জন শিক্ষক ও ৩ জন শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। শিক্ষক সংকটের জেরে এই অবস্থার সমাধান চেয়ে পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হয় বিভিন্ন বয়সের পড়ুয়ারা। সাগরপাড়ার ওই স্কুলের পড়ুয়ারা পথ অবরোধের পাশাপাশি বিক্ষোভও দেখায়। কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে স্কুলের পড়ুয়ারা। অবরোধের জেরে জলঙ্গী-শেখপাড়া রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায়। যান চলাচল স্তব্ধ থাকে প্রায় ঘণ্টাখানেক। পড়ুয়াদের দাবি, কয়েক মাস পরেই অনেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। এছাড়া অন্যান্য ক্লাসের পরীক্ষা রয়েছে। এমন অবস্থায় শিক্ষকের অভাবে লাটে উঠেছে তাদের পড়াশোনা। দ্রুত শিক্ষকদের কাজে না ফেরালে তাদের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে। ওই স্কুলের ৬ জন শিক্ষক ও ৩ জন শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। আপাতত নিয়োগ জটিলতার কারণে তাঁরা স্কুলে আসছেন না। প্রধান শিক্ষক ফেরদৌস ওয়াহিদ সেলিম বলেন, 'আমাদের স্কুলে আড়াই হাজারের বেশি পড়ুয়া আছে। মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২১ জন। ৬ জনের চাকরি বাতিল হওয়ায় আপাতত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৫ জন। পড়াশোনা চালাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। এই ব্যাপারে অবরোধকারী পড়ুয়া সেলিম শেখ বলে, 'এই মুহূর্তে আমাদের বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের অবস্থা খুব শোচনীয়। কারণ বহু শিক্ষক নেই। গ্রামের পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছে। স্কুলে শিক্ষক কমে যাওয়া মানে, আমাদের পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে।'

পুরাতাত্ত্বিক স পদ রক্ষার দাবি মুর্শিদাবাদে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লালবাগ

রাজ্যের মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক সম্পদে ভরপুর জেলা মুর্শিদাবাদ। জেলার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় ২৫০ এর অধিক স্মৃতিসৌধ। এগুলির হাতেগোনা কয়েকটি সরকার অধিগ্রহণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করছে, কিন্তু বেশিরভাগ ধ্বংসের মুখে। সেইক্ষেত্রে এইসব ঐতিহাসিক নিদর্শন ও স্থাপত্যগুলির অধিগ্রহণ এবং সংরক্ষণের জোরালো দাবি তুলে এগিয়ে এল মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি সহ জেলায় আসা পর্যটকমহল। বাংলা, বিহার, ওড়িশার রাজধানী ছিল এই মুর্শিদাবাদ। ফলে নবাবি আমল তো বটেই সমৃদ্ধিশালী বাংলায় বাণিজ্য করতে এসেছিলেন ইংরেজ বণিক থেকে ডাচ, ওলন্দাজ এমনকি পর্তুগিজরাও। তবে বণিকরা বাণিজ্য বসতি গড়ার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তাদের নিজস্ব কিছু নিদর্শন রেখে যান। এছাড়া এই জেলায় শশাঙ্ক, সেন, গুপ্ত, পাল সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল। বর্তমানে ওইসব নিদর্শনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এইসব প্রাচীন এবং ঐতিহ্যশালী ইতিহাসখ্যাত সৌধগুলি কালের নিয়মে ভেঙে পড়ছে, নয়তো এর গুরুত্ব না বুঝে সাধারণ মানুষের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। আবার অনেক ঐতিহ্য মাটির নীচে চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার ঐতিহাসিক সৌধের এক একটি দেওয়ালকে ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে গৃহস্থের বাড়ি। দাবি উঠেছে সেইসব সৌধগুলি সংরক্ষণ করার। এদিকে সংরক্ষণের অভাবে ভেঙে যেতে বসা ফৌতি মসজিদ পুরাতত্ত্ব দপ্তরকে অধিগ্রহণের জন্য আবেদন করা হয়েছে, সেইসঙ্গে নৌশারু বেগমের মসজিদ, কিরীটেশ্বরী মন্দির, খেড়ুর মসজিদ, ত্রিপোলিয়া গেটের টিনের শেড সহ একাধিক স্থাপত্য পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। দাবি করা হচ্ছে হাজারদুয়ারি মিউজিয়ামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার। কাটরা মসজিদে আলোর ব্যবস্থা করা। প্রায় দেড় দশক থেকে অন্ধকারে পড়ে আছে প্রসিদ্ধ কাটরা মসজিদ। এদিকে জেলার পর্যটনকেন্দ্র নিয়ে মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে জেলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম ঘোড়া নাচ, আদিবাসী নৃত্য, ঢাক, অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উনি বলেন, 'আমাদের সংগঠন বছরভর রাজ্য পর্যটন দপ্তরের পাশাপাশি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (রায়গঞ্জ সার্কেল) সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করে চলেছে। আমাদের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করে জেলার অতীত ঐতিহ্য এবং গৌরব অটুট রাখা।'

উত্তরের কথা তুলে ধরবেন তিন শিল্পপতি, বাণিজ্য স পর্ক মজবুত করতে পেরুতে অর্থমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
শিলিগুড়ি

উত্তরের 'চাষ-কথা' এবার সুদূর পেরুতে। দক্ষিণ আমেরিকায় দেশটিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে এখানকার স্বর্ণশিল্পের হালহকিকত। দুই দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে ২৬-৩০ এপ্রিল পেরু সফর করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর তাঁর সঙ্গী হয়েই দক্ষিণ আমেরিকায় পা রাখতে চলেছেন উত্তরের তিন বাঙালি শিল্পপতি মান্না চৌধুরী, বিপ্লব ঘোষ ও বিশাল ঘোষ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হওয়ার আমন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মেলায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত তিনজন। কিন্তু তাঁদের নজরে উত্তরবঙ্গের কৃষি-শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে এখানকার আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। কৃষির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের জন্য শিল্পকে বেছে নিয়েছিল পেরু। যে কারণে এখন অনেক দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে পিছনে ফেলে দিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পেরু সফরের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব পাচ্ছে কৃষি এবং শিল্প। জানা গিয়েছে, সফরকালে ভারতের অর্থমন্ত্রী সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক মজবুত করতে আলোচনায় বসবেন পেরুর শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। পরিদর্শন করবেন পেরুর রাজধানী লিমার কয়েকটি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে। ভারতে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আলুর চাষ হলেও পেরুতে বছরের প্রতিটি ঋতুতেই তা হয়ে থাকে। অবশ্য তা গ্রিনহাউসের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় কথা, পেরু একমাত্র দেশ, যেখানে আলুর প্রতিটি প্রজাতি পাওয়া যায় এবং তা সংরক্ষিত থাকে। পটেটো চিপস তৈরির ক্ষেত্রেও পেরু টেক্কা দিয়েছে একাধিক দেশকে। ফলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে এখানে যেতে পারার সুযোগ মেলায় যারপরনাই খুশি উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট আলু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মান্না চৌধুরী। তিনি বলছেন, 'মূলত চাষ পদ্ধতি এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শিখতে যাচ্ছি। কিন্তু সুযোগ যখন মিলছে, তখন আমাদের এখানকার আলু চাষের পদ্ধতিও তুলে ধরব।' উত্তরবঙ্গে পটেটো চিপস হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। মান্নার বক্তব্য, 'পেরুর শিক্ষা এখানকার হাব তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।' তবে কীভাবে এখানকার জুয়েলারিশিল্প পেরুর বাজার ধরতে পারে, সেই চেষ্টা থাকবে স্বর্ণশিল্পপতি বিপ্লব ও বিশালের। বিপ্লবের কথায়, 'স্বর্ণশিল্পের ক্ষেত্রে পেরু অনেক এগিয়ে। কিন্তু ডিজাইনিং জুয়েলারির ক্ষেত্রে ভারত অগ্রগণ্য। যে কারণে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে ভারতীয় ডিজাইনিং জুয়েলারির যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাই কীভাবে সেখানকার বাজার আরও ভালোভাবে ধরা যায়, সেই চেষ্টা তো অবশ্যই থাকবে।' রপ্তানিতে নজর রয়েছে বিশালেরও। এই সফরে সুযোগ মিলেছিল কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গ জোনের প্রাক্তন চেয়ারনম্যান সঞ্জিত সাহার। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার জন্য পেরুর বিমানে ওঠা হচ্ছে না তাঁর।

পরিষেবায় 'গাফিলতি', নার্সিংহোম বন্ধের নির্দেশ

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
মালদা

আবারও স্বাস্থ্য পরিষেবায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল মালদায়। অভিযোগ উঠেছে এলাকার একটি নামী ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। মালদা জেলা প্রশাসন দুটি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। অপরদিকে, চাঁচল কোর্ট মোড়ে একটি হেলথ সেন্টারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানার পাশাপাশি সিই লাইসেন্স বাতিলের জন্য মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মালদা জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠে আসছে। গত কয়েক বছর ধরে ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের তৎপরতায় একাধিক নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিল করা হয়েছে। বেশ কিছু সংস্থার লাইসেন্স বাতিলের পাশাপাশি জরিমানাও করা হয়েছে। তারপরেও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠছেই। মাসখানেক আগেই জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছিলেন, 'কোনওভাবেই স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।' জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত ২৬ মার্চ ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের একটি প্রতিনিধিদল চাঁচলের ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানা দেয়। সেই সময় ওই নার্সিংহোমে কোনও আরএমওকে পাওয়া যায়নি। অপারেশন থিয়েটারে এক অযোগ্য, অদক্ষকে সাহায্য করতে দেখা যায়। এক্সরে রিপোর্টে এমন একজন ডাক্তারের সই রয়েছে, যে নামে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলে কোনও চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত নেই বলে অভিযোগ। গত ৮ এপ্রিল ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে শুনানির জন্য ডাকা হয়। অবশেষে গতকাল জেলা প্রশাসনের তরফে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিষেবা বন্ধ করার নোটিশ জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, চাঁচলের আরও একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হেলথকেয়ারে ওই একইদিনে হানা দেওয়া হয়। সেখানেও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের সার্টিফিকেট না থাকা, ল্যাবে রেজিস্ট্রার না থাকা, টেস্টের রিপোর্ট স্লিপ তৈরির মেশিন না থাকা, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে কারও সই না থাকা সহ একাধিক অসংগতি সামনে আসে। ডায়াগনস্টিক কর্তৃপক্ষকেও শুনানির জন্য ডাকা হয়। গতকাল ওই সেন্টারের সিই লাইসেন্স বাতিলের জন্য জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তাকে আবেদনের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ। অতিরিক্ত জেলা শাসক বলেন, 'জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগতমান সঠিক রাখতে প্রশাসনের তরফে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম জেলার বিভিন্ন প্রান্তের নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানা দিচ্ছেন। সম্প্রতি চাঁচলের ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও নার্সিংহোমে হানা দিয়ে একাধিক অংসগতি সামনে আসে। দুই সংস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

ভূমিক প কেঁপে উঠল তুরস্ক, আতঙ্কে রাস্তায় নেমে এলেন বাসিন্দারা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

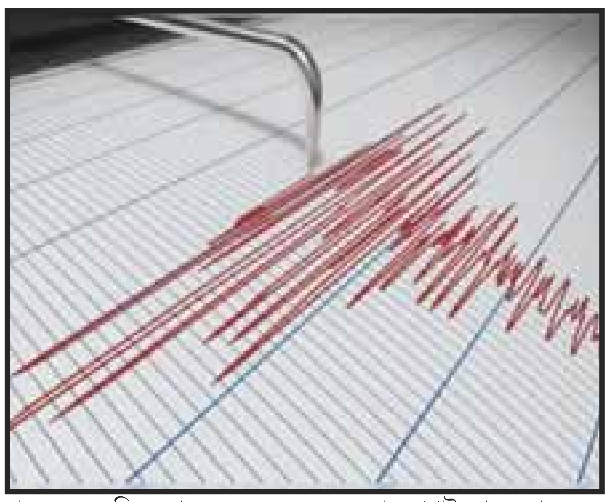

আফগানিস্তান, মায়ানমারের পর এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তুরস্ক। বুধবার দুপুরের দিকে হওয়া কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৬.২। প্রাথমিক ভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি। তবে কম্পনের আতঙ্কে বহু মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। এক ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে বারান্দা থেকেই লাফিয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে চোটআঘাত লেগেছে।কম্পনের উৎস ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে। এদিনের কম্পনে অনেকের মনেই ফিরে এসেছে ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির স্মৃতি। সেবার রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৮। কয়েক ঘণ্টা পরে ফের কেঁপে ওঠে তুরস্ক।

দুই কম্পনে তছনছ হয়ে যায় দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব তুরস্কের ১১টি প্রদেশ। সব মিলিয়ে প্রাণ হারান ৫৩ হাজার মানুষ। ভূমিকম্পের কবলে প্রতিবেশী দেশ সিরিয়ায় প্রাণ হারান ৬ হাজার জন। সেই ভয়ংকর স্মৃতিই এদিন ফিরিয়ে দিল এদিনের কম্পন।উল্লেখ্য, গত ২৮ মার্চ বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কবলে পড়েছিল মায়ানমার। ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কার্যত গুঁড়িয়ে যায় একের পর এক বহুতল, ব্রিজ। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল সেদেশের সাগাইং শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। ভূমিকম্পের ব্যাপক প্রভাব পড়ে মায়ানমারের প্রতিবেশী থাইল্যান্ডেও। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে মায়ানমারে মৃত্যু হয় ৩১০০ মানুষের। পরে কম্পন অনুভূত হয় আফগানিস্তানেও। উভয়ক্ষেত্রেই কাঁপুনি টের পায় ভারতও। এবার কাঁপল তুরস্কও।

সৌদি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক মোদীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে জেড্ডায় সৌদি আরবের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সৌদির যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সলমনের আমন্ত্রণে জেড্ডায় পৌঁছে তাঁদের আলোচনা হল প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি এবং জনসংযোগের মতো বিষয়ে। দু'দেশের মধ্যে ছ'টি চুক্তিপত্র সই আজ সৌদি সফররত মোদীকে বিশেষ সম্মান জানিয়েছে সে দেশের সরকার। আকাশে মোদীর বিমানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সে দেশের বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান। সে দেশের আকাশসীমায় ঢোকার পরেই মাঝ আকাশে মোদীর বিমানের দু'ধারে দেখা যায় সৌদি বায়ুসেনার বেশ কয়েকটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমানকে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই নিয়ে তৃতীয় বার সৌদি গেলেন মোদী। এর আগে ২০১৬ সালে এবং ২০১৯ সালেও সে দেশে

হওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি, হজ যাত্রীদের কোটা বাড়ানোর জন্যও সৌদি নেতৃত্বকে অনুরোধ করেছেন মোদী। মঙ্গলবার সকালে সফর শুরুর আগে মোদী বলেন, ‘‘আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে দুই দেশই বদ্ধপরিকর। ভারত সৌদি আরবের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে সম্মান করে। তা ছাড়া, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্কে আরও গভীরতা এবং গতি পেয়েছে।’’ জেড্ডায় পৌঁছে তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘এই সফর ভারত এবং সৌদি আরবের মধ্যে বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করবে। আজ এবং কাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছি’। গিয়েছিলেন তিনি। এই সফরে যে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক সই হবে তার মধ্যে রয়েছে মহাকাশ, স্বাস্থ্য, শক্তি, সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্র। ভারতের সর্বোচ্চ অপরিশোধিত তেল রপ্তানিকারী তিনটি দেশের মধ্যে একটি সৌদি আরব। পাশাপাশি, হজযাত্রা নিয়ে সৌদির যুবরাজের সঙ্গে বিশদে আলোচনা হবে প্রধানমন্ত্রীর। সৌদি আরবে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সুহেল আজাজ খান জানিয়েছেন, ‘হজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় কাজ, এবং ভারতের সরকার এটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখে’। আগামিকাল মোদী সৌদিতে একটি কারখানা পরিদর্শনে যাবেন।

মাঝআকাশে বিমানসেবিকার হাত ধরে টান, শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে এ কী করলেন ভারতীয় যুবক!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিমানযাত্রা কালে মাঝআকাশে বিমানসেবিকাকে শৌচালয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণের বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আগামী ১৪ মে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে বলে খবর। ২৮ ফেব্রুয়ারি ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গাপুরের এয়ারলাইন্সের চাঙ্গি বিমানবন্দরে।সিঙ্গাপুরের দৈনিক পত্রিকা ‘দ্য স্ট্রেটস টাইমস’ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন এক বিমানসেবিকা মহিলাযাত্রীকে শৌচালয়ে

যেতে সাহায্য করেন। শৌচাগারের সামনেই ছিলেন তিনি। মহিলা বেরিয়ে আসার পর একটি টিস্যু পেপার দেখতে পান সেবিকা। তিনি তা তুলতে নিচু হন। অভিযোগ, সেই সময় ভারতীয় বিমানযাত্রী রজত (পুরো নাম জানা যায়নি) বিমানসেবিকাকে ধাক্কা মেরে শৌচাগারে ঢুকিয়ে দেন। তারপর তিনিও সেখানে প্রবেশ করেন। শৌচাগারে যাওয়া বিমানযাত্রী ঘটনাটি দেখতে পেরে, বাকি কর্মীদের বিষয়টি জানান। নির্যাতিতাকে বাথরুম থেকে টেনে বার করা হয়।

এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। বিমানসেবিকা তরুণের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। গ্রেপ্তার করা হয় রজতকে। জানা গিয়েছে, তদন্তের পর

সোমবার রজতের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে। ১৪ মে রজতের দোষী কি না, তা জানাবে আদালত। যদি ভারতীয় তরুণ দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে তিনবছরের সাজা-সহ জরিমানা হতে পারে।বিমানবন্দর পুলিশ বিভাগের কমান্ডার, সহকারী কমিশনার এম মালাথি বলেন, দ বিমানসেবিকারা সকল যাত্রীর নিরাপত্তা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করেন। আমরা এই ধরনের অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখি।

পহেলগাঁওয়ের ধাঁচে আরও হামলার ছক! কাশ্মীরে ঘাঁটি ৫৬ বিদেশি জঙ্গির, গোয়েন্দা রিপোর্টে উদ্বেগ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পহেলগাঁওয়ে নারকীয় জঙ্গি হামলায় ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ২৬ জন পর্যটকের। হত্যার নেপথ্যে উঠে আসেছে পাক যোগের তত্ত্ব। তবে বিপদ এখনও কাটেনি। গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে নিরাপত্তাবাহিনীর রেকর্ড বলছে, জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে ৫৬ জন বিদেশি জঙ্গি। আরও স্পষ্টভাবে বললে পাক জঙ্গি। যার মধ্যে বেশিরভাগই লস্কর-ই-তইবার সদস্য।নিরাপত্তা বাহিনীর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে ৫৬ জন বিদেশি জঙ্গি। যাদের মধ্যে ৩৫ জনই লস্কর-ই-তইবার। এছাড়া জইশ-ই-মহম্মদের ১৮ জন, হিজবুল মুজাহিদিনের ৩ জন। এরা সকলেই পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ করে উপত্যকায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। এদের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের স্থানীয় জঙ্গি রয়েছে ১৭ জন। অর্থাৎ উপত্যকার স্থানীয় সন্ত্রাসীর তুলনায় বিদেশি জঙ্গির পরিমাণ অনেক বেশি। এই ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগের বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।উল্লেখ্য, পুলওয়ামার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার। বিকেলে পহেলগাঁওয়ে এক রিসর্টে পর্যটকদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। দাবি করা হচ্ছিল, পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় দেখে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্করের শাখা সংগঠন টিআরএফ বা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। জানা যাচ্ছে, এই হামলার সঙ্গে যুক্ত থাকা জঙ্গিদের বেশিরভাগই পাকিস্তানি। সূত্রের খবর, নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে আসা নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল জঙ্গিরা।এ প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন ডিজিপি এসপি বৈদ্য বলেন, তস্থানীয় জঙ্গিরা সাধারণত পর্যটকদের টার্গেট করে না। তাদের প্রথম টার্গেট লিস্টে থাকে সেনাবাহিনী। কারণ তারা জানে পর্যটকদের নিশানা করলে কাশ্মীরের রুজি-রুটি, পর্যটন শিল্প প্রভাবিত হবে।

এই হামলা পুরোপুরি পাকিস্তানে বসে থাকা হ্যান্ডেলারদের ষড়যন্ত্র। টিআরএফ একটি নাম মাত্র। গোটা পরিকল্পনার মাথা হল লস্কর ও পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই।দ বৈদ্য আরও বলেন, তএই হামলা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে পাকিস্তান চাইছে জম্মু ও কাশ্মীরের ভাবমূর্তি নষ্ট হোক এবং পর্যটন বন্ধ হোক। তাই পর্যটকদের উপর হামলা চালানো হয়েছে উপত্যকার অর্থনীতির মেরুদণ্ডে হামলা চালানো হয়েছে।দ

শেষকৃত্যে যেতে ‘উন্মুখ’ ট্রা প

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই মন্তব্যে বেজায় চটেছেন অনেকেই। বিশেষত বিশ্বের ১৪০ কোটি ক্যাথলিক খ্রিস্টান। কারণ যেখানে যাওয়ার জন্য ‘মুখিয়ে রয়েছেন’ ট্রাম্প, তা হল সদ্য প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠানটি শোকের আবহে মোড়া, তাতে অংশ নেওয়ার জন্য কেউ কেন ‘উন্মুখ’ হবেন, প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। দীর্ঘ রোগভোগের পরে গত কাল সকালে প্রয়াত হয়েছেন ৮৮ বছর বয়সি পোপ। আজ সকালে ভ্যাটিকানের তরফে ঘোষণা করা হয়, আগামী শনিবার পোপের শেষকৃত্য হবে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ব্রিটেনের যুবরাজ উইলিয়াম এবং আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই। পোপ তাঁকে ও তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ করুন।দ অভিবাসীদের প্রতি অমানবিক আচরণের মতো বিষয় নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে পোপের মতবিরোধ হয়েছিল। কিন্তু সদ্যপ্রয়াত কারও সম্পর্কে ট্রাম্পের এই অসংবেদনশীল মনোভাবের সমালোচনায় সরব হয়েছে নেট দুনিয়া। আড়ম্বরহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত পোপ ফ্রান্সিস তাঁর শেষ ইচ্ছায় উল্লেখ করেছিলেন, প্রথামাফিক সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার পরিবর্তে তাঁকে যেন সমাহিত করা হয় ‘পেপাল ব্যাসিলিকা অব সেন্ট মেরি মেজর’-এ। তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে পোপ লিখেছিলেন, তসারা জীবন আমি মা মেরির সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি। তাই সেন্ট মেরি মেজর ব্যাসিলিকায় আমাকে নশ্বর দেহ রাখার অনুরোধ করছি।দ তিনি আরও লিখেছেন, তসমাধির

ফ্রান্সিসের জন্মভূমি আর্জেন্টিনা। এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠান প্রসঙ্গেই আজ তাঁর নিজস্ব সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লেখেন, তপোপের শেষকৃত্যে অংশ নিতে আমি ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া রোমে যাব। ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য আমরা মুখিয়ে রয়েছি।দ কাল পোপের মৃত্যুর পরে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, তঈশ্বর স্থানটি যেন মাটিতে হয়, কোনও বাড়তি অলঙ্করণের প্রয়োজন নেই।দ আজ সকালে পোপের মরদেহের একটি ছবি প্রকাশ করেছে ভ্যাটিকান। সোমবার থেকেই পোপের দেহ শায়িত রয়েছে একটি ঢাকা খোলা কাঠের কফিনে, তাঁর বাসভবন সান্টা মার্টায়। দেশ-বিদেশ থেকে কার্ডিনালরা এসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যচ্ছেন।

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা, সৌদি সফরের মাঝপথে দেশে ফিরলেন মোদি!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জেরে সৌদি আরব সফর সংক্ষিপ্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, জেদ্দা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন মোদি। এদিন সৌদি সরকার আয়োজিত সরকারি নৈশভোজেও অংশ নেননি প্রধানমন্ত্রী।বেসরকারি হিসাব বলছে, পহেলগাঁও হামলায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। এখনও বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি। পহেলগাঁওয়ে রীতিমতো ধর্মীয় পরিচয় দেখে দেখে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। স্থানীয় সূত্রের দাবি, জঙ্গিরা এসেছিল সেনার পোশাক পরে। সব মিলিয়ে ৪০ রাউন্ড গুলি চলেছে। পুলওয়ামার পর এটাই ভারতের বুকে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলা। অন্তত মৃতের সংখ্যার নিরিখে। পুলওয়ামা যেমন গোটা ভারতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, এই ঘটনার ভয়াবহতাও কোনও অংশে কম নয়।এই পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থায় দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত

নিলেন প্রধানমন্ত্রী। এমনিতে প্রধানমন্ত্রীর সফর ছিল দুদিনের। সেই হিসাবে বুধবার রাতে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল মোদির। মঙ্গলবার রাতে সরকারি নৈশভোজ-সহ একাধিক কর্মসূচি ছিল তাঁর। কিন্তু সবটা বাতিল করে জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফিরলেন তিনি। বস্তুত পহেলগাঁওয়ে হামলার খবর প্রধানমন্ত্রীকে বিচলিত করেছে। ইতিমধ্যেই ওই হামলা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, তজম্মু-কাশ্মীরের জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারালেন, তাঁদের জন্য সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। এই জঘন্য কাজে জড়িত কাউকে ছাড়া হবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আরও শক্তিশালী হবে।দ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কাশ্মীর পৌঁছেছেন। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

পহেলগাঁওয়ে ২৬ পর্যটকের হত্যাকারীরা!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ইতিমধ্যে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার সঙ্গে জড়িত তিন জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করেছে এনআইএ। এবার সামনে এল চার জঙ্গির ফটোগ্রাফ বা ছবি। গোয়েন্দা সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, গতকাল পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন পর্যটককে গুলি করে খুন করেছে এই জঙ্গিরাই। ছবি প্রকাশ্যে আসা চার জঙ্গি লস্করের সদস্য। এদের মধ্যে দু'জন পাক নাগরিক বলেও জানা গিয়েছে।মঙ্গলবার দুপুরে গোটা দেশ শিউরে ওঠে পহেলগাঁওয়ের রিসর্টে জঙ্গি হামলার খবরে। বুধবার সকালে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শ্রদ্ধা জানান প্রয়াতদের। এরপরই এক্স হ্যান্ডলে হুঙ্কার দেন, ‘ভারী হৃদয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছি পহেলগাঁও হামলার নিহতদের। ভারত সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার করবে না। রেহাই পাবে না এই নৃশংস জঙ্গি হামলার অপরাধীরা।’পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী লস্করের ‘ছায়া সংগঠন’ দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা টিআরএফ গতকালই এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। আগেই এনআইএ যে ছবি প্রকাশ্যে এনেছে সেই তিন জঙ্গির নাম আসিফ ফুজি, সুলেমান শাহ ও আবু তালহা। এরা সকলেই লস্করের ছায়া গোষ্ঠী ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’-এর সদস্য।এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, ৫-৬ জন জঙ্গি কুর্তা-পাজামা পরে মঙ্গলবার দুপুরে হাজির হয় ওই রিসর্টে। তাদের হাতে ছিল একে-৪৭। সেই বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারান অসংখ্য পর্যটক। এখনও পর্যন্ত অন্তত ২৬ জন জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। জখম আরও কয়েকজন।

উল্লেখ্য, পুলওয়ামার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার। বিকেলে পহেলগাঁওয়ে এক রিসর্টে পর্যটকদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। ধর্মীয় পরিচয় দেখে দেখে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।

সব মিলিয়ে ৪০ রাউন্ড গুলি চলেছে। এই হামলার সঙ্গে পাক যোগের বিষয়টি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মনে করা হচ্ছে, হামলাকারীদের মধ্যে পাক জঙ্গিরাও ছিল। তারা কয়েকদিন আগেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রের দাবি। ভয়ংকর এই জঙ্গি হামলার মূল চক্রী সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি। সইফুল্লা লস্করের অন্যতম শীর্ষনেতা।

ভরতের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ তালিকায় থাকা হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত।

মেধা পাটেকরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা! পুরনো মামলায় বিপাকে সমাজকর্মী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন-সহ একাধিক সামাজিক আন্দোলনের মুখ মেধা পাটেকরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি আজকের দিল্লির লেফ্টেন্যান্ট গভার্নর ভিকে সাক্সেনা। সেই সময় গুজরাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চালাতেন সাক্সেনা। নিম্ন আদালতের বিচারপতি বিশাল সিং বছর সত্তরের মেধাকে দোষি সাব্যস্ত করেন বছর খানেক আগেই। দেননি মেধা।

এরপরই আদালত অবমাননার অভিযোগে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।উল্লেখ্য, গত মে মাসে বর্তমান মামলায় মেধাকে দোষী সাব্যস্ত করেন দায়রা আদালতের বিচারপতি রাঘব শর্মা।

করল দিল্লির একটি কোর্ট। মানহানির মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পাশাপাশি ১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে এই সমাজকর্মীকে।মেধার বিরুদ্ধে বছর তেইশ আগে মামলা করেন ৬ মাস কারাদণ্ডের শাস্তি হয় তাঁর। যদিও ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল সমাজকর্মীকে। বুধবার প্রবেশন বন্ড জমা দেওয়ার জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। যদিও আদালতে হাজিরা ২০০০ সাল থেকে আইনি লড়াই চলছিল মেধা এবং সাক্সেনার মধ্যে। নর্মাদা বাঁচাও আন্দোলন এবং মেধার বিরুদ্ধে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার অভিযোগ উঠেছিল সাক্সেনার বিরুদ্ধে।

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়
২৪ এপ্রিল ২০২৫, বৃহস্পতিবার

দায়বদ্ধতা কার কাছে

তিরিশ ন বর তুঘলক ক্রেসেন্ট। দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার সরকারি বাসভবন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ওই বাড়ির স্টোররুমে আগুন লাগে। ছুটে আসে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। স্টোররুমে অচিরেই আগুন নেবানো গেলেও ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যায়, বস্তা-বস্তা অর্ধদগ্ধ নোটের বান্ডিল সেখানে উদ্ধার হয়েছে। দিল্লির পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় অরোরা যদিও প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছিলেন, শুধু কিছু কাগজপত্র পুড়েছে।১৪ মার্চের ঘটনার এই ভিডিয়ো দেশের মানুষকে হতচকিত করেছে, ধরে নেওয়া যায়। বিভিন্ন পেশাদার, ব্যবসায়ী, আমলাতন্ত্র স পর্কে নানা অভিমত থাকলেও এখনও বেশির ভাগ মানুষ বিচারপতিদের প্রকৃত অর্থে 'ধর্মাবতার' মেনে শ্রদ্ধা করেন। তাই বিচারব্যবস্থার উপর দেশবাসীর আস্থা আজও অটুট রয়েছে। বিচারপতি বর্মা এই পোড়া-নোটের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলেছেন। ওই স্টোররুমে নাকি তাঁর কর্মচারী ও রক্ষীরা ছাড়া কেউ যেতেন না। সুতরাং, এই ঘটনা তাঁকে নিন্দিত করার জন্যেই 'ষড়যন্ত্র' ছাড়া কিছু নয়। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশে বিভিন্ন হাই কোর্টের তিন বিচারপতির তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জাস্টিস বর্মাকে তাঁর পুরনো কর্মস্থল ইলাহাবাদ হাই কোর্টে বদলি করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় এজেন্সির স্ক্যানারে এই নোট-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে এক সুপরিচিত 'রিয়াল এস্টেট ডেভলপার' আর জনৈক আইনজীবীর পরিচয় ধরা পড়েছে। বড় আকারের বেআইনি আর্থিক লেনদেনে যুক্ত কুখ্যাত 'ফিক্সার-গ্যাং'এর সঙ্গে ওই ডেভলপারের যোগসাজশের সম্ভাবনাও এজেন্সি খতিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যে পোড়া-নোটের তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সংসদ। সংসদের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে গত কয়েকদিন ধরে সভার ভিতরে ও বাইরে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা স পর্কে বিবিধ মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে; যদিও এই ঘটনা স পর্কে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলেননি তিনি। এমনকি সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা রক্ষায় সাংসদদের ভূমিকাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। খবরে প্রকাশ, রাজ্যসভায় দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেও তিনি এই বিষয়ে তাঁর মতামত জানাচ্ছেন। আবার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কী করণীয়, সে বিষয়ে তিনি নাকি অন্যদের কথা শুনছেন। কিন্তু নিজে কিছু বলছেন না। রাজধানীর রাজনীতির খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁরা বলছেন, জাস্টিস বর্মা-র বাসভবনে নোট-কাণ্ডকে ঘিরে সরকার হয়তো কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে। কী কী পদক্ষেপ সরকার করতে পারে তা নিয়ে জল্পনারও শেষ নেই। যেমন, রাজ্যসভায় সরকারি প্রস্তাব পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে পুরো ঘটনার তদন্ত করানো যেতে পারে। প্রাথমিক তদন্তে বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে গুরুতর সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেলে দুর্নীতি নিরোধক আইনে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য এমন কোনও সরকারি প্রস্তাব ঐকমত্যের ভিত্তিতে রাজ্যসভার অনুমোদন পাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাই এত ঘন ঘন আলাপ-আলোচনা চলছে।প্রসঙ্গত বলা যাক, কে বীরস্বামী বনাম কেন্দ্রীয় সরকার (১৯৯১)-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল; হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা অবশ্যই সরকারি কর্তাব্যক্তি, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে ব্যবস্থা করতে হলে উপযুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি আবশ্যক। সুতরাং, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আগাম অনুমোদন পেলে তবেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে। আবার সংসদের আনাচেকানাচে এমনও শোনা যাচ্ছে, রাজ্যসভায় ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাশ করিয়ে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারণের পথে সরকার নাকি যেতে আগ্রহী। সংবিধানে 'ইমপিচমেন্ট' শব্দটি নেই।কিন্তু ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচে ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতের সংবিধানে বিচারপতিদের 'অপসারণ' পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তা অত্যন্ত বিলম্বিত প্রক্রিয়া। যার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে গিয়ে যে অধিবেশনে প্রস্তাব পেশ হবে, সেই অধিবেশনের সময়কালের মধ্যেই তার অনুমোদন পাওয়া কার্যত অসম্ভব। তাই সমালোচকদের মতে, বিচারপতিদের 'দুর্ব্যবহার' ও 'অক্ষমতা' (যা সংবিধানে অপসারণের ভিত্তি হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে) প্রমাণ করার সংসদস মত সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আরও বড় সমস্যা, ভারতে সুপ্রিম কোর্ট নিজস্ব রায়দানের মাধ্যমে 'কলেজিয়াম' প্রথা (যা সংবিধানে নেই) চালু করে বিচারপতিরাই হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করেন। এমনকি, তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি বা অন্য গুরুতর অভিযোগের তদন্তও সর্বোচ্চ আদালত নিযুক্ত অভ্যন্তরীণ কমিটিই করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, পৃথিবীর কোনও দেশে এমন অস্বচ্ছ ব্যবস্থা নেই ।ঘটনাপ্রবাহ যে দিকে বইছে তা শেষ পর্যন্ত যদি সরকার, সংসদ বনাম বিচারব্যবস্থার মধ্যে সংঘাতের পরিবেশ সত্যিই তৈরি করে, তা হলে ক্ষমতার পৃথকীকরণের যে ব্যবস্থা সংবিধানে নির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা বিপর্যস্ত হবে। কারণ, সংসদের যেমন সার্বভৌম ক্ষমতা বা সরকারের নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করার দায়িত্ব রয়েছে, তেমনই বিচারব্যবস্থারও নিরপেক্ষবিচারের অধিকার রয়েছে। ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ আদালত বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতাবলে সংসদে তৈরি নানা আইন, এমনকি সংবিধান সংশোধনী আইনও খারিজ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায়ে ঘোষণা করেছে, সংসদ আইন প্রণয়ন করবে, সংবিধানও সংশোধন করবে; কিন্তু সংবিধানের মূল কাঠামোকে কোনও ভাবে পাল্টাতে পারবে না।সংবিধানের মূল কাঠামো স পর্কে সর্বোচ্চ আদালত অনেকগুলি সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থার দিঙ্ নির্ণয়ও করছে। সুতরাং, কোনও প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব লক্ষ্মণরেখা লঙ্ঘন আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মান্যতা পেতে পারে না।কিন্তু দুর্নীতি? দুর্নীতির বিষয়ে শাসক, বিরোধী, আমলাতন্ত্র বার বার দেশের মানুষের নজরে এসেছে। অনেকে শাস্তিও পেয়েছেন। বিচারব্যবস্থায় কি দুর্নীতির ছায়া কখনও পড়েনি? আইনজগতের সঙ্গে যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে যুক্ত, তাঁরা বিস্তর অভিযোগ শুনেছেন। কিন্তু নানা বিধিনিষেধ ও আইনি-সাংবিধানিক জটিলতার কারণে সেই অভিযোগের হয়তো সুরাহা হয়নি। তবু সিজারের পত্নীকেতো সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতেই হবে।স প্রতি জাস্টিস বর্মা-র বাসভবনের নোট-কাণ্ড প্রসঙ্গে এক বর্ষীয়ান স্বনামধন্য আইনজীবী মন্তব্য করেছেন, অসূর্যোদয়ই হচ্ছে একমাত্র জীবাণুনাশক।দ অতএব প্রকৃত ঘটনার পর্দা ফাঁস হওয়া অবশ্যই জরুরি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেউ আইন ও বিচারের ঊর্ধ্বে নয়। লেখক ঃ সুখেন্দুশেখর রায়। সৌজন্যে ঃ আনন্দবাজার ডট কম।

প্রতিদিন খোঁজ নিতেন গাজার !

প্রয়াত ব্যাতিক্রমী সংবেদনশীল পোপ ফ্রান্সিস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রথম জেসুইট পোপ ফ্রান্সিস বরাবর বিশ্বের দরিদ্র, উদ্বাস্তু এবং সুবিধাবঞ্চিতদের মানুষদের সমর্থনে কথা বলে এসেছেন।ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কর্মকাণ্ড গুলিয়ে না দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছিলেন ফ্রান্সিস।প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস। সোমবার সকাল ৭৩৫ নাগাদ, ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন রোমের বিশপ। অ্যাপোস্টোলিক চেম্বারের ক্যামেরলেঙ্গো কার্ডিনাল কেভিন ফারেল, কাসা সান্তা মার্টা থেকে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর ঘোষণা করেছেন। বেশ কয়েক মাস ধরে ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত ছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। চলতি বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি অ্যাগোস্টিনো জেমেলি পলিক্লিনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। ক্রমেই পোপ ফ্রান্সিসের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারি নিউমোনিয়া ধরা পড়ে তাঁর। হাসপাতালে ৩৮ দিন যুদ্ধের পর পোপকে কাসা সান্তা মার্টায় তাঁর ভ্যাটিকান বাসভবনে ফিরে আনা হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি আর। শারীরিক এই বিড়ম্বনার শিকড় অবশ্য পোপের যুবক অবস্থা থেকেই। ১৯৫৭ সালে ফ্রান্সিস অর্থাৎ জর্জ মারিও বার্গোগ্লিওর বয়স যখন ২০-র কাছাকাছি, তখন তাঁর শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর সংক্রমণের ফলে ফুসফুসের একটি অংশ বাদ দিতে জন্মস্থান আর্জেন্টিনায় এক হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পোপ ফ্রান্সিসের শ্বাসকষ্টের অসুস্থতা প্রায়ই বাড়তে থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ফুসফুসের প্রদাহের কারণে ২০২৪ সালের নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পরিকল্পিত সফর বাতিল করতে হয় তাঁকে।

গত ২৩ মার্চ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে গুড ফ্রাইডের পরের রবিবার জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিত হন তিনি। ইস্টার উপলক্ষ্যে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে জড়ো হওয়া মানুষের সঙ্গে সামান্য কথাও বলেন তিনি। এর আগে, রোমের রেজিনা কোয়েলি কারাগারে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি, তারও আগে সাধারণ পোশাকেই সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় হঠাৎ করেই চলে গিয়েছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। ক্যাথলিকদের কাছে নম্র স্বভাবের পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। গত বছরই একজন পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পালিত আচার আচরণের সরলীকরণ ঘটিয়েছিলেন তিনি। আগেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, রোমের এসকুইলিনো এলাকার ব্যাসিলিকা সান্তা মারিয়া ম্যাগিওরে তাঁর সমাধি হোক। পোপদের সাধারণত ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার নীচেই অনেক ধুমধাম করে সমাহিত করা হয়।ইতিমধ্যেই কে ফ্রান্সিসের উত্তরসূরি এবং ক্যাথলিক গির্জার ২৬৮ তম প্রধান হবেন তা নিয়ে ভ্যাটিকানে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সিসের মৃত্যুর আগেই সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে নাম উঠে আসে মাত্তেও জুপ্পি, পিয়েত্রো প্যারোলিন, লুইস আন্তোনিও ট্যাগলের নাম। পোপ হিসেবে এক যুগ অতিবাহিত করা কালীন প্রথম জেসুইট পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বের দরিদ্র, উদ্বাস্তু এবং সুবিধাবঞ্চিতদের মানুষদের সমর্থনে কথা বলে এসেছেন। কর্পোরেট লোভী পুঁজিবাদী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে চিরকালই কঠোর সমালোচনা করে গিয়েছেন ফ্রান্সিস। ভ্যাটিকানের মধ্যেও আতিশয্য এবং বিশেষাধিকারের সমালোচনা করেছিলেন। গির্জার নেতাদের নম্র হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সিসের বিরোধীও ছিলেন বহু মানুষ। বহু কার্ডিনাল এবং প্রভাবশালী ভ্যাটিকান কর্মকর্তারা ফ্রান্সিসের এহেন বক্তব্যে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। গির্জার প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংশোধন করার জন্য ফ্রান্সিস যা যা প্রচেষ্টা করতেন, তাতে বাধা দেওয়ার বহু চেষ্টা হয়েছে। তবে সহানুভূতি এবং মানবতা দিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের মন জয় করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে জন্মগ্রহণ করেন জর্জ মারিও বার্গোগ্লিও। ২০১৩ সালের মার্চ মাসে পোপ নির্বাচিত হন তিনি। পোপ হয়েও পোপের নির্দিষ্ট গাড়ির পরিবর্তে বাসে করে যাতায়াত করতেন তিনি। ভ্যাটিকান গেস্টহাউসে যাওয়ার আগে যে হোটেলে ছিলেন তার বিল মিটিয়ে যান। প্রথম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন 'দরিদ্র গির্জা এবং দরিদ্রদের জন্য গির্জার' ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।ৠ

দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে বারেবারেই পুঁজিবাদকে 'শয়তানের গোবর' বলে উল্লেখ করেছিলেন ফ্রান্সিস। পরিবেশের উপর ১৮০-পৃষ্ঠার একটি এনসাইক্লিক্যাল জারি করে বিশ্বের ধনী দেশগুলিকে তাদের 'গুরুতর সামাজিক ঋণ' দরিদ্রদের জন্য পরিশোধ করার দাবি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জলবায়ু সংকট ক্ষ্মআগামী দিনে মানবতার প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি। উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি এবং উদারতার আহ্বান জানিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন, শরণার্থীদের দাবার বোড়ের মতো ব্যবহার করা হয়। গ্রিক দ্বীপ লেসবস পরিদর্শন করার পর, তিনি ১২ জন সিরিয়ানকে ভ্যাটিকানে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দেন। বন্দি এবং আধুনিক কালের ক্রীতদাসত্ব এবং মানব পাচার নিয়েও সোচ্চার ছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। সম্প্রতি হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন গাজার হোলি ফ্যামিলি চার্চে ফোন করেছিলেন ফ্রান্সিস। ২০২৩ সালের ৯ অক্টোবর থেকে প্রতি রাতে ফোন করে গাজার খবর নিতেন তিনি। ফ্রান্সিসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল চার্চের যাজকদের যৌন নির্যাতন এবং গির্জার যাজক এবং বিশপদের সংঘটিত অপরাধগুলিকে ঢেকে রাখার চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই। পোপ হওয়ার প্রথম কয়েক বছরেই, নানা কেলেঙ্কারির খবর আসতে থাকে সামনে। অভিযোগ ওঠে, ফ্রান্সিস এই সঙ্কটের মাত্রাকেই বুঝছেন না। তা সামলাতেও তিনি ব্যর্থ। এই সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিশ্বজুড়ে বিশপদের ২০১৯ সালে রোমে ডেকেছিলেন ফ্রান্সিস।

পরে তিনি আদেশ জারি করেছিলেন যাতে যাজক এবং সন্ন্যাসীনিদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ গির্জার কর্তৃপক্ষ অবধি পৌঁছয় এবং অভিযোগের পরে তাঁদের সুরক্ষার নিশ্চয়তাও দিতে হবে। এছাড়াও ক্যাথলিক চার্চের প্রধান হিসাবে তাঁর মেয়াদকালে, ফ্রান্সিস সন্ত্রাসবাদ এবং নিপীড়নের প্রতিবাদও জানিয়েছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে। বলেছিলেন, সত্যিকারের ধর্মের হিংসায় কোনও ভূমিকাই নেই। ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কর্মকাণ্ড গুলিয়ে না দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছিলেন ফ্রান্সিস। ২০১৬ সালে ফ্রান্সে একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজকের হত্যার পর তিনি বলেছিলেন, আমি মনে করি হিংসার সঙ্গে ইসলামকে যুক্ত করা ঠিক নয়। আমি মনে করি, প্রায় সব ধর্মেই একটি ছোট মৌলবাদী গোষ্ঠী থাকে, আমাদেরও (ক্যাথলিকদের) আছে। সমকামী ধর্মযাজকদের সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে ফ্রান্সিস বলেছিলেন, আমি বিচার করার কে?বিশ্বজুড়ে হিংসার মাঝে এমন সংবেদনশীল ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রয়াণ শুধু এক স্নেহশীল যুগের সমাপ্তি নয়, ধর্মের জগতে ভেদাভেদের সেই দুয়ারের আগল নড়বড়ে হয়ে যাওয়াও।

পালাতে পালাতে ক্লান্ত গাজাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এপ্রিলের গোড়ার দিকের কথা। গাজার পূর্বাঞ্চল থেকে কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিকে শহর ছাড়ার নির্দেশ দেয় ইসরাইলি বাহিনী। চলতি মাসে আরও কয়েকবার স্থানচ্যুতির নির্দেশ দিয়েছে ইসরাইলের বর্বর সেনাবাহিনী। যার মধ্যে শুজাইয়া, জেইতুন এবং তুফাহ অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গত ১৮ মাসে অন্তত কয়েকশবার এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরাইল। সকালে উত্তর থেকে দক্ষিণ, বিকালেই আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ- দানব বাতাসের তাণ্ডবে দলবেঁধে আছড়ে পড়ছে সৈকতে, পরক্ষণেই আবার ফিরছে নিজ ঠিকানায়! একই দশা এখন গাজাবাসীরও। ছোট্ট একটা নোটিশ; এলাকা ছাড়ো! অমনি প্রাণ হাতে নিয়ে ছুট! কিন্তু আর কত? ছুটতে ছুটতে সবাই ক্লান্ত! বিরক্তি এসে গেছে জীবনের প্রতি! রুখে দাঁড়াচ্ছে অনেকেই; আর স্থানচ্যুতি নয়! যাওয়ার জায়গাটাই বা আর কোথায়; ঘুরেফিরে সেই তো গোলকধাঁধায় ফেরা। ইসরাইলের উচ্ছেদ আদেশে প্রতিবারেই শহর ছেড়ে পালানোর হিড়িক পড়লেও এবার সেই আদেশ অমান্য করে নিজ বাড়িতেই থাকছেন গাজাবাসী। কারণ বর্বর

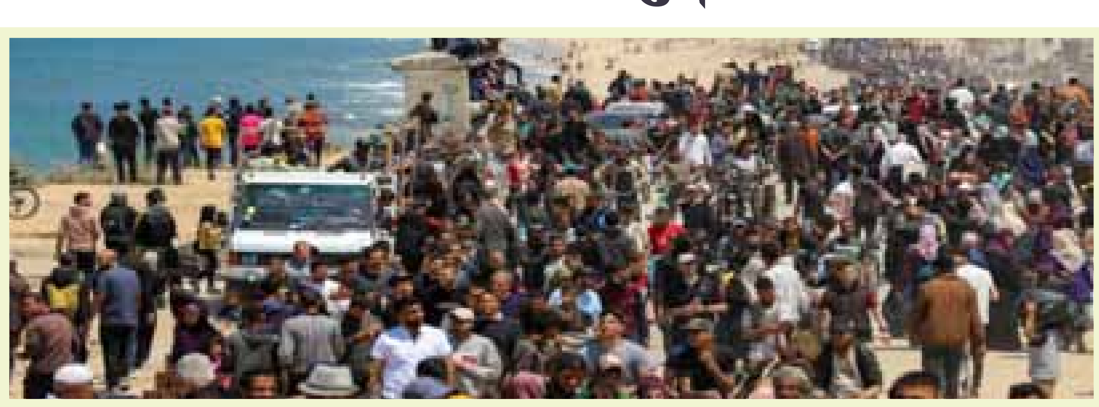

সেনাদের নির্মম অত্যাচারে দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তারা। আদেশ না মানলে বোমার আঘাতে যেকোনো সময় ছিন্নভিন্ন হতে পারে দেহ। তবুও বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরিবর্তে নিজের বাড়িতে থেকে ইসরাইলের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াকেই বেছে নিচ্ছেন গাজাবাসী। দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে নতুন করে হারানোর আর ভয় নেই তাদের। আল-জাজিরা। গাজায় যুদ্ধের দেড় বছর পর প্রায় ৭০ শতাংশ ভূখণ্ড এখন খালি করার নির্দেশে রয়েছে। ১৮ মার্চ থেকে গাজার বিভিন্ন শহরে কমপক্ষে চব্বিশটি বাস্তুচ্যুতির আদেশ জারি করেছে ইসরাইল। যার মধ্যে বেইত হানুন, বেইত লাহিয়া, গাজা সিটি, দেইর আল-বালাহ, আল-নুসাইরাত এবং খান ইউনিসও রয়েছে। ৩১ মার্চ ইসরাইল দক্ষিণতম প্রদেশ রাফাহতেও একটি আদেশ জারি করে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে, শুধু ১৮ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিলের মধ্যে প্রায় ৪ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তবে কয়েকটি অঞ্চলের বাসিন্দারা বাস্তুচ্যুতির আদেশের পরও নিজ শহরেই থাকছেন। বাড়ি ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন তারা। ৪৩ বছর বয়সি পাবলিক স্কুলের শিক্ষক আদেল মুরাদ বলেছেন, ইসরাইলের তীব্র বোমাবর্ষণ থেকে বাঁচতে তার পরিবারের ৯ সদস্যকে নিয়ে শুজাইয়া থেকে পশ্চিম আল-নাসরপাড়ায় পালিয়ে যান তিনি। কিন্তু জায়গার অভাবে তারা সেখানে বেশিক্ষণ থাকেননি। পরের দিনই ইসরাইলি আদেশ অমান্য করে বাড়িতে ফিরে আসেন তারা। মুরাদ বলেছেন, আমি বাস্তুচ্যুতিতে বিরক্ত, বাস্তুচ্যুতি হলো অপমান। কোথাও থাকার জায়গা নেই। আমাকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থাকতে হলেও আমি আর আমার বাড়ি ছেড়ে যাব না।ইসরাইলি সেনাবাহিনীর বাস্তুচ্যুতির আদেশ অমান্য করে ৪৮ বছর বয়সি মাহমুদ সারহানও তার ছয় সন্তানকে নিয়ে থাকছেন জেইতুন অঞ্চলে। তিনি বলেছেন, আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই। আমি আমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আর পালিয়ে যাব না।ইসরাইলের পাশাপাশি গাজা খালি করার জন্য মরিয়া যুক্তরাষ্ট্রও। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক পরিকল্পনাও করেছে দেশটি। সম্প্রতি হামাসকে গাজা ছাড়ার লোভনীয় প্রস্তাবও দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। গোপনে গাজা ত্যাগ ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগঠনটিকে দুই বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দেয়। পরিবারসহ নিরাপদে দেশত্যাগের মতো সুবিধাও ছিল সেই প্রস্তাবে। তবে একবাক্যে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন হামাসের শীর্ষ নেতারা। এদিকে গাজায় ইসরাইলের বিমান হামলা নিরলসভাবে চলছেই। জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার জানিয়েছেন, ১৮ মার্চ থেকে ৯ এপ্রিলের মধ্যে বাস্তুচ্যুতদের আবাসিক ভবন এবং তাঁবুতে ইসরাইলি হামলার প্রায় ২২৪টি ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছেন অনেকেই। যাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু। সোমবার পর্যন্ত গত এক ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৩৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরাইলি হামলায় ৫১ হাজার ২৪০ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ১৬ হাজার ৯৩১ জন আহত হয়েছেন।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আরামবাগ

এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করল আরামবাগ থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম অয়ন পণ্ডিত, বয়স ২৩। বাড়ি আরামবাগ পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনাটি ঘটেছে, আরামবাগের দিঘীরপাড় এলাকায়। জানা গেছে, দিঘির পাড়েতে একটি গাছের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই যুবককে ঝুলতে দেখেন এলাকাবাসীরা। এরপরই এলাকাবাসীরা আরামবাগ থানার পুলিশকে খবর দেয়। সাব ইন্সপেক্টর চিরঞ্জিত বিশ্বাস সহ পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। কি কারণে আত্মহত্যা করল ওই যুবক, তদন্ত করছে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়।

দুর্ঘটনা এড়াতে মাইকিং

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

দুর্ঘটনা এড়াতে মাইকিং করে এলাকায় জরুরী ঘোষণা করল আরামবাগ থানার পুলিশ। জানা গেছে, কৃষকরা জমিতে ধান কাটার কাজ শুরু করেছে। কৃষকরা জমিতে ধান কাটার মেশিন ও ট্রাক্টর নিয়ে এলাকার পিচ রাস্তা ও ঢালাই রাস্তা দিয়ে ধান তোলার কাজ শুরু করেছে জমি থেকে। রাস্তা দিয়ে ধান কাটা মেশিন ও ট্রাক্টর যাওয়ার কারণে রাস্তায় কাদা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। রাস্তায় কাদা পড়ে থাকায় সাধারণ মানুষজনদের যাতায়াত করতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। তার পাশাপাশি রাস্তায় কাদা পড়ে থাকায় দুর্ঘটনা কবলেও পড়তে হচ্ছে মানুষজনদের। তাই, আরামবাগ থানা ও মায়াপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এলাকাতে মাইকিং করা হয়। চাষীদের, টাক্টরের মালিক ও ধান কাটার মালিকদের উদ্দেশ্যে জানানো হয় গাড়িগুলি পিচ ও ঢালাই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় প্রচুর পরিমাণে কাদামাটি রাস্তার উপড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের চলাচল এবং যানবাহনের দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। যাতে ওই কাদামাটি সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর জন্য এদিন মাইকিং করে সকলকে জানানো হয়।

ফায়ার আওয়ারনেস প্রশিক্ষণ হাসপাতালে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বুধবার ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ফায়ার আওয়ারনেস প্রোগ্রাম কর্মসূচির আয়োজন করা হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। বিভিন্ন সময় আগুন লেগে যাওয়ায় সকলে দমকল বিভাগের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। সেই আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া না জেনে থাকলে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই সমস্যা যাতে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে না দেখা দেয়, তার কারণেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে ফায়ার ব্রিগেডের সহযোগিতায় ফায়ার আওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সমস্ত স্টাফ ও নার্স, চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করেন। আগুন লেগে গেলে তা কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, তার প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেওয়া হয়।

এরফলে হঠাৎ আগুন লেগে গেলে যাতে নিজেরাই প্রাথমিকভাবে সেই আগুন নিভিয়ে ফেলতে পারে, তার জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

বৈবাহিক অনুষ্ঠানে পরিবেশ বার্তা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কেশিয়াড়ী

২২ এপ্রিল ছিল বসুন্ধরা দিবস। সারা বিশ্বে এই দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ছাড়াও সরকরি ও বেসরকারি উদ্যোগে এই দিনটি পালন করা হয়েছে। এই বছরের থিম 'আমাদের শক্তি, আমাদের গ্রহ'। এই থিম নিয়ে পরিবেশবিদরা নানাভাবে পালন করেছেন এই বিশেষ দিনটি। একটু আলাদাভাবে পালন করা হলো এক সামাজিক অনুষ্ঠানে দিনটিকে। ২২ এপ্রিল মঙ্গলবার ছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীর বাসিন্দা পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ সতীশ পাল ও সহধর্মিনী শেফালী পালের একমাত্র পুত্র হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সায়ন্তন পাল এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলের অন্তর্গত বহড়াদাঁড়ি গ্রামের বাসিন্দা স্বাস্থ্যকর্মী মানস কুমার দে'র একমাত্র কন্যা ভূগোল বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরতা মেদিনীপুর কলেজের ছাত্রী পৌলমী দে'র বৈবাহিক অনুষ্ঠান। এমন এক দিনের কথা মাথায় রেখে সামাজিক অনুষ্ঠানে 'বসুন্ধরা দিবস'- পালনের উদ্যোগ নেন দুই শিক্ষক। একজন বেলিয়াবেড়া কেসিএম হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক তথা 'শিক্ষারত্ন' প্রাপক শিক্ষক সুব্রত মহাপাত্র। অপরজন এলাহিয়া হাই মাদ্রাসার শিক্ষক নরসিংহ দাস। দুজনেই ভূগোল বিষয়ের শিক্ষক। সুব্রত মহাপাত্র সায়ন্তনের মামা। নরসিংহ সায়ন্তনের মাসতুতো জামাইবাবু। দুজনেই বিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রিত ও সকাল থেকেই উপস্থিত ছিলেন। বৈবাহিক অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা দিবসকে আলোকপাত করার কথা প্রথম মাথায় আসে নরসিংহ-এর। সম্পর্কে মামা শ্বশুর সুব্রত মহাপাত্রকে নরসিংহ বিষয়টি জানানোর পর উনি উনার দুই ভাগ্নে জয়দীপ প্রধান ও সৌমাল্য প্রধান এবং ভাগ্নে বৌ শিক্ষিকা রীনা মাজি (প্রধান) কে সঙ্গী করে নেন। ২২ এপ্রিল দিনটির গুরুত্ব বজায় রাখতে বরযাত্রীর পক্ষ থেকে ২২টি চারাগাছ নিয়ে হাজির হোন কনে যাত্রীর বাড়ি বহড়াদাঁড়িতে। ১০টি মেহগনির চারা, ১০টি ফুলের চারা ও দুটি বিশেষ ফুল গাছের চারা তুলে দেন মানস বাবুর হাতে। সামাজিক অনুষ্ঠানে চারাগাছ প্রদান ও বসুন্ধরা দিবস পালনের এই বার্তাকে সাধুবাদ জানান বৈবাহিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

কয়লার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ব্যাক্তির, উত্তেজনা

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জী
লাউদোহা

মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাতটা নাগাদ লাউদোহার নাকড়াকোন্দা এলাকায় পাণ্ডবেশ্বর-লাউদোহা রাস্তার ওপর কয়লার গাড়ির ধাক্কায় মৃত নরেশ রুইদাস নামে বছর ৩৫-এর এলাকারই এক ছোট গাড়ির চালক। ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা। মৃতদেহ রাস্তায় রেখে চলে স্থানীয়দের বিক্ষোভ। এলাকায় বারবার বেপরোয়া ভাবে কয়লার গাড়ি যাতায়াতের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে, তবুও উদাসীন প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দা প্রণব রুইদাস জানান, যেভাবে এই এলাকার রাস্তার উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত বেপরোয়া ভাবে কয়লার গাড়ি যাতায়াত করে তাতে এই রাস্তা সবসময় দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে। তিনি জানান, এলাকারই বাসিন্দা একটা ছোট গাড়ি চালক সেদিন তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা পার করছিল।

হঠাৎ একটা বেপরোয়া কয়লা বোঝায় গাড়ি তাকে সরাসরি ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। মৃত্যুর খবর ছড়াতেই এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতদেহ রাস্তায় রেখে চলে বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে পুলিশকে মৃতদেহ তুলতে বাধা দেয় স্থানীয় বিক্ষোভকারি জনতা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত রাস্তার উপর থেকে মৃতদেহ তুলতে দেয়নি স্থানীয় জনতা পুলিশকে বলে জানা যায়। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভকারি-রা মৃতদেহ পুলিশকে নিয়ে যেতে দেয়।

বিকট বিস্ফোরণ, ঝলসে গেল যুবক

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। ঝলসে গেল যুবক। বুধবার ইস্পাত নগরীতে ঘটে গেল ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ঝলসে যাওয়া যুবকের নাম সজল দেবনাথ(৩০)। আশঙ্কাজনক যুবককে ভর্তি করা হলো দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়ালো দুর্গাপুর থানার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর নিউটন রোডের ১৭ নম্বর স্ট্রিটে। ঘটনাস্থলে যায় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সজল দেবনাথ ৭ নং স্ট্রিটের মাটির বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়ি থেকেই বিকট শব্দ শোনা যায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ছুটে এসে দেখেন কাতর আর্তনাদ করছে সজল। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। স্থানীয়রা এবং দুর্গাপুর থানার পুলিশ মিলে সজলকে প্রথমে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে, তারপর শোভাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে না মাটির ঐ বাড়িতে মজুদ ছিল বিস্ফোরক? ঘটানার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির বারান্দায় বারুদ নিয়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করছিলো ঐ যুবক, তা থেকেই বিস্ফোরণের ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

খনির সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখালো জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া ফাঁড়ির অন্তর্গত জয়নগর গ্রামের শতাধিক মানুষ। গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, এলাকার যুবকদের নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে এদিন খনিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষজন। বুধবার সকাল থেকেই খনির সমস্ত কাজ সহ খনির যন্ত্রাংশ বন্ধ করে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। এদিন বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে আসে খনি কর্তৃপক্ষ এবং জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আশ্বাস দেয়, এরপরই বিক্ষোভ তুলে নেয় জামুড়িয়ার জয়নগর গ্রামের মানুষ। বিক্ষোভকারীরা জানান, দু'দিনের মধ্যে তাদের সমস্যা সমাধানের কোনরকম ব্যবস্থা না নেওয়া হলে, ফের আরও বড় আকারের আন্দোলন হবে। বিক্ষোভকারীরা আরও জানান, ৩০০-৩৫০ পরিবার আছে জয়নগর গ্রামে। তাদেরকে খনি কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল খনিতে নিয়োগ করা হবে, কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে যাবার পরও খনি কর্তৃপক্ষ জয়নগর গ্রামের কোন পরিবার থেকে কাউকে কাজে নিয়োগ করেনি, এমনকি খনি কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের সাথে কোনরকম যোগাযোগও করেনি। অবশেষে পুলিশ ও খনি কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে এদিন বিক্ষোভ ওঠে।

টু'হুইলার পার্কিং ও নিউজ পেপার কর্নারের উদ্বোধন থানায়

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

আরামবাগ থানায় উদ্বোধন হয়ে গেল গাড়ি রাখার গ্যারেজ ও পেপার কর্নার। এই দুটি উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার সহ আরো অনেকে। জানা গেছে, সাধারণ মানুষের মোটরবাইক ছাড়া অন্যান্য গাড়ি রাখার গ্যারেজ সেইরকম ভাবে ছিল না আরামবাগ থানায়।

সাধারণ মানুষ থানায় আসলে তাদের গাড়ি রাখতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেই কথা ভেবে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আরামবাগ থানায় একটি গ্যারেজ ও তার পাশাপাশি বয়স্ক থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ যাতে খবরের কাগজ পড়তে পারেন, তাদের সুবিধার্থে থানার পক্ষ থেকে একটি নিউজ পেপার কর্নার তৈরি করা হয়। এদিন নতুন এই দুটি'র উদ্বোধন করেন আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন থানার আইসি রাকেশ সিং ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, থানার মধ্যে টু'হুইলার রাখার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। বিভিন্ন প্রয়োজনে থানায় বহু মানুষ আসেন টু'হুইলার নিয়ে, তাদের পার্কিং-এর সমস্যা ছিল। মানুষের সুবিধার্থে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে টু'হুইলার পার্কিং তৈরি করে দেওয়ায় উপকৃত হবে সকলেই। নিউজ পেপার কর্নার প্রয়োজন ছিল, তারও আজ উদ্বোধন করা হল।

ক্লাব সদস্যদের চাহিদা না মেটানোয়, বন্ধ কমিউনিটি টয়লেটের কাজ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আরামবাগ

সরকারি প্রকল্পের কমিউনিটি টয়লেটের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ হয়ে গেল কাটমানি না দেওয়ার জন্য বলে অভিযোগ। অভিযোগ উঠছে এলাকার ক্লাব সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার ব্যাপক চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়। বিডিও সহ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন ঠিকাদার। জানা গেছে, আরামবাগ থানার কাষ্টদহী এলাকায় সরকারি প্রকল্পের কমিউনিটি টয়লেট তৈরির কাজ টেন্ডার মারফৎ পান ঠিকাদার শংকর চ্যাটার্জি। অভিযোগ, এলাকায় কাজ করতে গেলে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা ঠিকাদার শংকর চ্যাটার্জিকে বলে তাদের ক্লাবের ছাদটি করে দিতে হবে, নইলে অর্থ দিতে হবে। ঠিকাদার তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় কমিউনিটি টয়লেটের ছাদ ঢালাই-এর কাজ স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা বন্ধ করে দেয়। ঠিকাদার শংকর চ্যাটার্জি বলেন, কাষ্টদহী এলাকায় একটি ক্লাবের পাশেই কমিউনিটি টয়লেট তৈরির টেন্ডার পেয়েছি। সেখানে কাজ করতে গেলে একটি ক্লাবের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট ও সদস্যরা তাকে হুমকি দেয়। বলা হয় তাদের ক্লাবের ছাদ ঢালাই করে দিতে হবে, নইলে কাজ করতে দেওয়া যাবে না। মঙ্গলবার তিনি টয়লেটের ছাদ ঢালাই-এর জন্য মিস্ত্রী, সিমেন্ট, রড এলাকায় নিয়ে গেলে কাজ না করে তাকে ফিরে আসতে হয়। তিনি গোটা বিষয়টি বিডিও, কর্মাদক্ষ ও সদস্যদের লিখিত ভাবে জানান। তবে সম্পূর্ণ ঘটনা অস্বীকার করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

জম্বু-কাশ্মীরে ঘটনায় তৃণমূলের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আরামবাগ

জম্বু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ঘটনার আঁচ পড়লো হুগলীর আরামবাগে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করে তৃণমূলের বিক্ষোভ। বুধবার আরামবাগের তৃণমূল কংগ্রেস ফেস্টুন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি জানান। আরামবাগে নেতাজি স্কোয়ার এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্বে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ সিংহ রায়, আরামবাগ পঞ্চায়েত সহ-সভাপতি কাকুলি রায় ব্যানার্জি, আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শেখ বেলাল ছাড়াও অন্যান্য নেতাকর্মীরা। আরামবাগ-তারকেশ্বর রোড তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানোর ফলে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

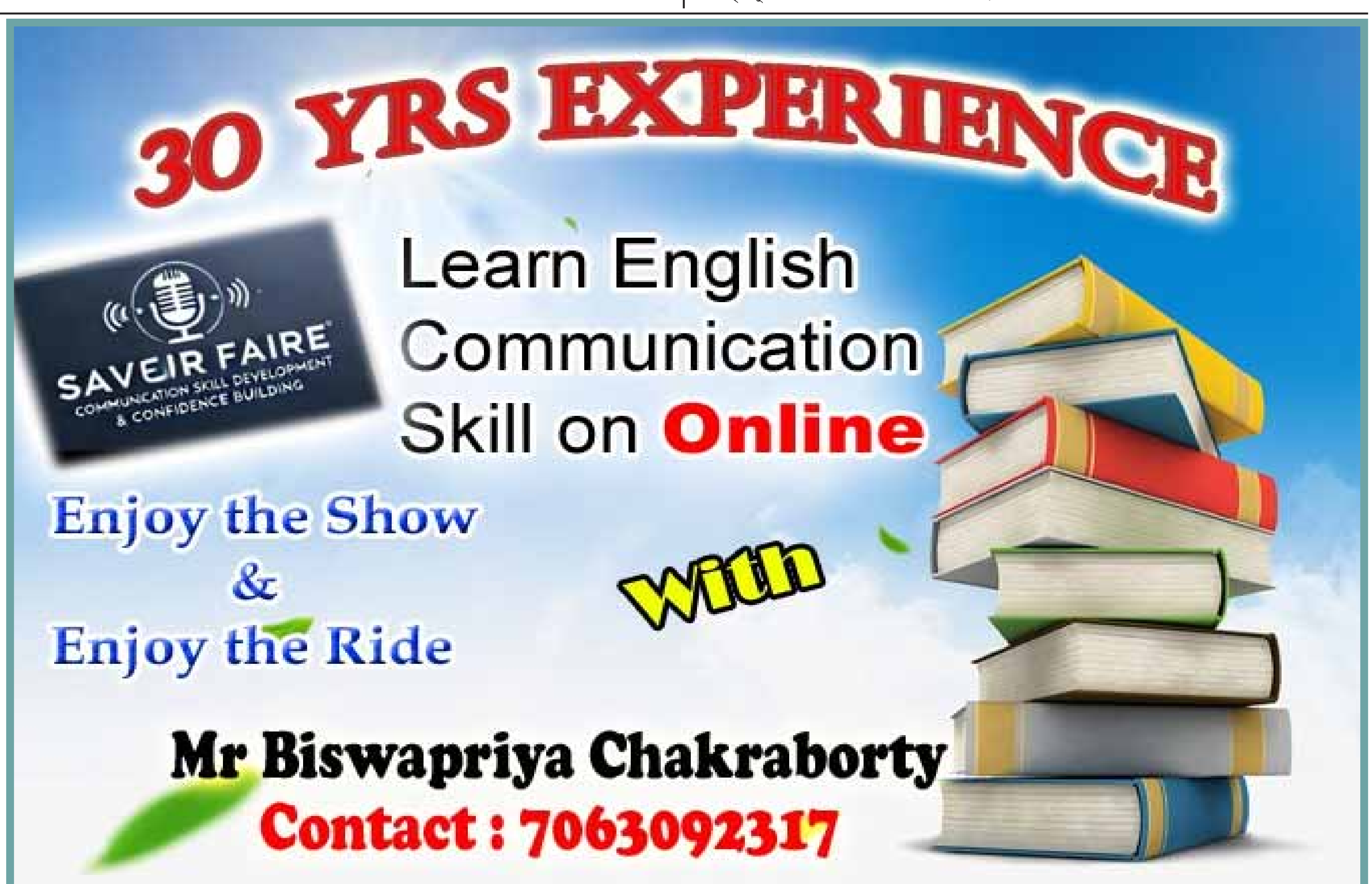

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ছিনতাই হওয়া ফোন উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বারাসাত

বারাসাত থানার পুলিশ এক মহিলার ছিনতাই হওয়া ফোন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল। এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, দু'দিন আগে বারাসাতের হৃদয়পুর এলাকায় এক মহিলা সাইকেলে করে যাওয়ার সময় দুটি বাইকে করে আসা দুষ্কৃতী তার হাত থেকে ফোন ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।

এরপরই ওই মহিলা বারাসাত থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করলে অভিযোগের ভিত্তিতে বারাসাত থানার পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ ছিনতাই হওয়া ফোনটি উদ্ধার করে এবং এই ঘটনায় জড়িত দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের এই পদক্ষেপে খুশি ছিনতাইয়ের শিকার হওয়া মহিলা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিরিয়ানির দোকানে উদ্ধার বিপুল মদ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

অশোকনগর

বিরিয়ানির দোকানে পুলিশি হানায় উদ্ধার বিপুল পরিমাণে দেশীয় এবং বিদেশি মদ। গ্রেফতার দোকানের মালকিন সহ এক কর্মচারী। অশোকনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে অশোকনগর স্টেশন লাগোয়া যশোর রোডের পাশে একটি বিরিয়ানির
দোকানে হানা দেয়। বিরিয়ানির দোকান থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে দেশীয় এবং বিদেশী মদ। গ্রেফতার করা হয় দোকানের মালকিন সবিতা রায় সাহা ওরফে পায়েল সাহা, বলরাম দে নামে দোকানের এক কর্মচারীকে। বিরিয়ানির
দোকানের আড়ালে অবৈধভাবে মদের ব্যবসা চালানোর অপরাধে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃত দুজনকে বুধবার বারাসাত আদালতে পাঠানো হয়।

আধার নাম্বার সংযুক্তিকরণ, শেষ দিনে কৃষকদের লম্বা লাইন

সকালের শিরোনাম
বাইজিদ মন্ডল

ডায়মন্ড হারবার

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক বন্ধু প্রকল্পে আধার নাম্বার সংযুক্ত করার শেষ দিনে ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লক কৃষি বিভাগ সহ কৃষি অধিকার্তার করণে লম্বা লাইন দেখা গেলো। কৃষক বন্ধু প্রকল্প হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই কৃষক বন্ধু প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে চালু করেছিল যা কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। কৃষি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে চাষযোগ্য জমির মালিক বছরের দুইটি সময় কৃষকরা প্রতি বছর ১০,০০০ টাকা বা এক একরের কম জমি থাকলে ৪,০০০ টাকা পেয়ে থাকেন। আধার সংযুক্তকরণ প্রক্রিয়া বর্তমানে এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আধার নম্বর সংযুক্ত না করলে কৃষকরা তাদের আর্থিক সহায়তা পেতে পারবে না। তাই, এদিন বুধবার সকাল ১০টা থেকে ডায়মন্ড হারবার কৃষি বিভাগ সহ কৃষি অধিকর্তার করণ(কৃষি দপ্তরের) শেষ দিনে অনেক কৃষক তাদের আধার নম্বর সংযুক্ত করাতে ভিড় করে। এই কারণে, কৃষি দপ্তরগুলিতে লম্বা লাইন দেখা যায় এবং কিছু কৃষক তাদের আধার নম্বর সংযুক্ত করতে না পেরে হতাশ হন। সরকারের উচিত এই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কৃষক বন্ধু প্রকল্প কি? সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা পরিচালিত কৃষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন প্রকল্প হলো কৃষক বন্ধু প্রকল্প। অর্থাৎ এই প্রকল্প শুধুমাত্র কৃষকদেরকে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের যত কৃষক আছে সকলেই এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবে। তবে অবশ্যই এই প্রকল্পের কিছু নিয়মাবলী রয়েছে, সেগুলো মানতে হবে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা করতে পারলেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে। বর্তমানে কৃষকদেরকে টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কৃষক বন্ধু প্রকল্পে আবেদন করতে শুধুমাত্র ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, জমির খতিয়ান, মোবাইল নম্বর প্রয়োজন হয়। এই প্রকল্পে আবেদন করার সময়ে বা আবেদন জমা করার সময় লাইভ ফটো তোলা হয়, আবেদন করার পূর্বে অবশ্যই ব্যাংকঅ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ড লিংক ও সিডিং দুটোই করানো বাধ্যতামুলক, না হলে পরবর্তিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

ষষ্ঠ সিন্ধু জয়, বাড়ি ফিরল সায়নি

সকালের শিরোনাম
রাজকুমার ঘোষ

কালনা

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম কোনো মহিলা হিসাবে ষষ্ঠ সিন্ধু জয় করার খেতাব অর্জন করে মঙ্গলবার রাতে আঠারো দিন পর বাড়ি ফেরে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার বারুইপাড়া এলাকার বাসিন্দা সাঁতারু সায়নী দাস। মাত্র তিন ঘন্টা একান্ন মিনিটে স্পেনের জিব্রাল্টার প্রণালী জয় করে সদ্য ষষ্ঠ সিন্ধু পার করার মুকুট মাথায় উঠেছে সায়নীর। এরপর তার পরবর্তী লক্ষ্য জাপানের সুগারু চ্যানেল জয়। তাহলেই সপ্তসিন্ধুর সাতটি সিন্ধু জয় করার খেতাব অর্জন করবে সায়নী। এদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পরেই তাকে শুভেচ্ছা সংবর্ধনায় ভরিয়ে দেয় এলাকাবাসী এবং তার আত্মীয় পরিজনেরা। সায়নী জানিয়েছে, এত কম সময়ে এই চ্যানেল জয় করতে পারবে সেটা সে আগে ভাবেনি। তারা তিনজন সাঁতার কাটতে নামলেও দুজন এই চ্যানেল জয় করতে সক্ষম হয়। আপাতত কয়েকদিন রেস্টের পরই আবার সুগারও চ্যানেলের প্রস্তুতি শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন সায়নী। তার এই সাফল্যে গর্বিত তার দিদি ও জামাইবাবু। তারাও সংবর্ধিত করে সায়নী দাসকে। ১৮ দিন পর সায়নী বাড়ি ফেরায় খুশি এলাকার মানুষ সহ তার মা রুপালি দাস। তিনি জানিয়েছেন, সায়নী কালনার গর্ব। তার ষষ্ঠ সিন্ধু জয় করার খবর শোনার পর থেকে তিনি আনন্দে আত্মহারা। সেদিন থেকেই মেয়ের অপেক্ষায় ছিলেন।

এবিভিপি'র বিক্ষোভ কর্মসূচি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষা দুর্নীতির ফলে সুপ্রিম কোর্টে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা জমা না দিতে পারায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি এখন কার্যত অথৈ জলে। এই শিক্ষা দুর্নীতির ফলে বর্তমানে চাকরি খুইয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকারা। এমনই অভিযোগ এবিভিপির। সেই সঙ্গে হিন্দু নিপীড়ন শুরু হয়েছে রাজ্যে, এরই প্রতিবাদে বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। যদিও জেলা শাসকের দপ্তরের ভেতরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। এবিভিপি'র কার্যকর্তা অরুনাভ দত্ত বলেন, এবিভিপি মুখে যা বলে, কাজেও তা করে দেখায়। আমরা উনার সাথে দেখা করে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা বলেছিলাম, সেই মতই জেলাশাসক আমাদেরকে সময় দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু এখানে এসে উনি আমাদের সাথে দেখাও করলেন না ও স্মারকলিপিও জমা নিলেন না। আমরা সোজাভাবে, সোজা পথেই এসেছিলাম, উনি তাও গ্রহণ করলেন না। আমরা বর্ণপরিচয় এনেছিলাম, জেলাশাসক না দেখা করলেও উনারই কোন এক আধিকারিকের হাতে আমরা দিয়ে এসেছি। সেই সঙ্গে সরকারি আধিকারিকদেরকে কার্যত এক হাত নিতে দেখা গেল এই এবিভিপি কার্যকর্তাকে। তিনি বলেন চাটুকারিতা করুন, তবে একটু ভেবেচিন্তে! আইএএস, আইপিএস-এর মানদন্ডকে বজায় রেখে। এই মেদিনীপুরের মাটিতে বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবির পাশেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা কি ধরনের অসভ্যতা। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে তিনি বলেন, এবার হিন্দুরা জাগুন, না হলে পশ্চিম বাংলায় পরবর্তীকালে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বর্ষায় ফের জলবন্দীর সম্ভবনা, ঠিকাদারদের নিয়ে সেচ দপ্তরের বৈঠক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

তমলুক

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ সোয়াদিঘী ও গঙ্গাখালি খাল দু'টি খনিজ দপ্তরের অধীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলাপমেন্ট ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড সংস্কার করছে। সম্প্রতি পায়রাটুঙি খাল সংস্কারে হাত দিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। প্রায় তিন মাস ঠিকাদার সোয়াদিঘী খাল সংস্কারে হাত দিলেও দেখা যাচ্ছে, তিন কিলোমিটার তো দূরের কথা, এক কিলোমিটার অংশও পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হয়নি। শুধু তাই নয়, খাল সংস্কার শুরুর পর ১৪-১৫টি মেশিন সংস্কারে কাজ করলেও বর্তমানে চালু সেই মেশিনের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮-১০টি। অথচ বর্ষা আসতে আর মাত্র দেড় মাস বাকি। প্রায় ১৯ কি.মি. দীর্ঘ সোয়াদিঘী খাল কবে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। আসলে খাল সংস্কারের বিশাল পরিমাণ মাটি একসাথে বিক্রি না হওয়ায় ঠিকাদার কাজের গতি বাড়াতে পারছে না। অন্যদিকে গঙ্গাখালি ও পায়রাটুঙি খাল সংস্কারের কাজের গতিও অনুরূপ। অবিলম্বে খাল সংস্কারের কাজের গতি বাড়িয়ে আগামী বর্ষার পূর্বেই সমস্ত নিকাশী খালগুলি পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দাবীতে সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি ও সোয়াদিঘী খাল সংস্কার সমিতি জেলাশাসক ও জেলা সেচ দপ্তরে স্মারকলিপি দেয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেচ দপ্তরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত সরকার বুধবার ঠিকাদার সংস্থার লোকজনদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জুন মাসের মধ্যে ঠিকাদারের প্রতিনিধিদের সোয়াদিঘী থেকে রামতারক পর্যন্ত অংশ পূর্নাঙ্গ সংস্কারের নির্দেশ দেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও সোয়াদিঘী খাল সংস্কার সমিতির সম্পাদক মধুসূদন বেরার অভিযোগ, এইভাবে খাল সংস্কারের কাজ চলতে থাকলে আগামী বর্ষার পূর্বে সোয়াদিঘী থেকে রামতারক পর্যন্ত অংশ সংস্কার হবে কিনা সন্দেহ। ফলস্বরূপ আগামী বর্ষায় এলাকার মানুষজনদের আবার জলবন্দী পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে। মুখ থুবড়ে পড়বে নো কষ্ট পদ্ধতিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তথা রাজ্যের এই 'পাইলট' প্রকল্প। আসলে তমলুক মহকুমার সোয়াদিঘী-গঙ্গাখালি- পায়রটুঙি-টোপা সহ বেশ কয়েকটি খাল একসঙ্গে সংস্কার করার পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল পরিমাণ মাটি জপমা হয়েছে, যা একসাথে বিক্রি না হওয়ায় ঠিকাদার কাজের গতি বাড়াতে পারছে না, জানা যায় ঠিকাদার সূত্রে।

হেরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার পাচারকারী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মুর্শিদাবাদ

বাংলাদেশে পাচারের আগে ভগবানগোলা থানার চরবাবুপুর পূর্বপাড়া থেকে প্রচুর পরিমাণে হেরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতের নাম সন্তু শেখ। বুধবার তাকে সাতদিনের পুলিস হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বহরমপুরে এনডিপিএস আদালতে পাঠানো হয়। ভগবানগোলা এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন, ধৃত পাচারকারী মাদক কারবারের ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করত। গোপন সূত্রের খবর মারফত বাংলাদেশে পাচারের আগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ৩ কেজি ২০০ গ্রাম হেরোইন এবং ৩০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্যের বাজারমূল্য প্রায় চার কোটি টাকা। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কয়েকজন মাদক কারবারির নাম উঠে এসেছে। খুব শীঘ্রই তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে। ভগবানগোলা থানার পুলিস জানিয়েছে, স্থানীয় সোর্স মারফত খবর ছিল মঙ্গলবার রাতে চরবাবুপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে মাদক দ্রব্য পাচার হবে। খবর মোতাবেক ভগবানগোলা থানার পুলিসের একটি টিম সন্ধ্যার পর থেকে চরবাবুপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ওঁত পেতে ছিল। রাত দেড়টা নাগাদ পুলিস অন্ধকারে কয়েকজনকে হেঁটে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে যেতে দেখে। পুলিস তাদের পাকড়াও করতে পিছু নেয়। পুলিসের উপস্থিতি বুঝতে পেরে পাচারকারীরা ছুটতে শুরু করে। তাদের পিছু ধাওয়া করে পুলিস মাদকদ্রব্য সহ সন্তু শেখকে পাকড়াও করলেও বাকিরা অন্ধকারে গাঢাকা দেয়।

অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় আহত বৃদ্ধা ও নাতি

সকালের শিরোনাম
সুদেষ্ণা মন্ডল

পাথরপ্রতিমা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা বাসস্ট্যান্ডে বাসে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধা সহ তার নাতিকে দ্রুতগতিতে বেপরোয়া ভাবে আসা একটি খালি এম্বুলেন্স ধাক্কা মারে। থানায় গাড়ি চালকের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। আহতের নাম লক্ষ্মী বালা দাস (৫৮)। তার অভিযোগ, সকালে যখন তিনি তার নাতিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন পাথরপ্রতিমা বাসস্ট্যান্ডে, তখনই হঠাৎ একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রচন্ড গতিতে এসে তাদেরকে ধাক্কা মারে। তিনি এবং তার নাতি ছিটকে পড়ে যান। মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকলে অ্যাম্বুলেন্স কোন কিছু না দেখে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পথ চলতি মানুষজন তাদের উদ্ধার করে মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন তার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি দেখায়নি অ্যাম্বুলেন্সর চালক বা মালিক। এরপরই দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে পথারপ্রতিমা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই বৃদ্ধা।

কচিকাঁচাদের সাথে মন্ত্রী শ্রীকান্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শালবনি

প্রচন্ড গরমের জন্য সাত সকালেই মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলার প্র্যাকটিস করার জন্য হাজির হয়ে যায় কচিকাঁচারের দল। বুধবার সাত সকলেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের আসমানচক চকতারিনী ফুটবল মাঠে হাজির হয়েছিলেন এলাকার কচিকাঁচারা। ঠিক সেই সময় মাঠে গিয়ে হাজির হন শালবনির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো। তিনি মাঠে গিয়ে কচিকাঁচাদের সাথে কথা বলেন, তাদের ফুটবল প্র্যাকটিস করতে এবং মাঠে দৌড়াতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তাও জানার চেষ্টা করেন এবং আগামী দিনে ফুটবল খেলার জন্য তাদের কি কি প্রয়োজন তা জানার চেষ্টা করেন।

এভাবে কাছে মন্ত্রীকে পেয়ে খুশি মাঠে আসা কচিকাঁচা ফুটবলের দল। রাজ্যের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী
শ্রীকান্ত মাহাতো বলেন, কচিকাঁচাদের ফুটবল খেলায় উৎসাহিত করার জন্য তিনি বুধবার সকালেই ওই মাঠে গিয়েছিলেন।

শ্লীলতাহানি, ৫ বছর সাজা অভিযুক্তর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শান্তিপুর

এক শিশু কন্যাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছরের সাজা ঘোষণা করলো আদালত। শান্তিপুর থানার অন্তর্গত হরিপুর পঞ্চায়েত এলাকার নৃসিংহপুর বাজার পাড়ার বাসিন্দা গোপাল চক্রবর্তী নামে এক বয়স্ক ব্যক্তির বিরুদ্ধে
এলাকারই এক সাড়ে ৪ বছর বয়সী শিশুকন্যা কে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ২০২২ সালে। ধৃতর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ। আদালতে পাঠালে মামলাটি বিচারাধীন ছিল। রানাঘাট এডিজে কোর্ট তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। ধৃতর সাজা ঘোষণা করে আদালত।
আদালতের বিচারপতি অভিযুক্তের পাঁচ বছরের জেল এবং কুড়ি হাজার টাকা আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দেয়। তবে এই মামলার তদন্তের গতিবিধি অতি দ্রুততা করায় খুশি নির্যাতিতার পরিবার।

জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে মিছিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

কাশ্মীরের পাহেলগাঁওতে নিরীহ পর্যটকদের ওপর মঙ্গলবার বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বুধবার ঝাড়গ্রাম শহরে ঝাড়গ্রাম কুমুদ কুমারী ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তনী
সংসদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। ঝাড়গ্রাম কুমুদ কুমারী ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে ইনস্টিটিউশনের মূল গেট থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়।
প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই মিছিলের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রতিবাদ জানানো নয়, বরং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। মিছিলটি কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশনের মেন গেট থেকে শুরু হয়ে পাঁচমাথার মোড়, মধুবন মোড় ও কলেজ মোড় ঘুরে আবার কুমুদ কুমারী ইনস্টিটিউশনের মেন গেটে গিয়ে শেষ হয়।
ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। প্রতিবাদ মিছিলে সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা এবং ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন সমাজের মানুষজন সামিল হয়েছিলেন। প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা, পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যানার।

দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপি সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাদুড়িয়া

বিজেপির সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার। অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি সভাপতির দাবি, চক্রান্ত করছে তৃণমূল। হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিজেপির দুর্নীতি বিরুদ্ধে পোস্টারের ঘটনায় ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই, ফের বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে পোস্টার পড়লো। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা অর্জুন দে ও বিশ্বজিৎ পাল নাম ও ছবি দিয়ে পোস্টার পরলো। বাদুড়িয়া বিধানসভা এলাকায় বাজার চাতরা, বাজিতপুর সহ একাধিক জায়গায় ছবি দিয়ে পোস্টার পরেছে। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আবার পোস্টের লেখা আছে বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার নবাগত সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিধানসভায় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আর্থিক তছরুপ অভিযোগ রয়েছে সেই পোস্টারে। লেখা রয়েছে, সন্দেশখালির টাকা তোলার দায়িত্ব ছিল বিকাশ সিং, বাদুড়িয়ায় অর্জুন দে, বিশ্বজিৎ পাল, টাকি পৌরসভায় সুজিত বিশ্বাস এদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল টাকা তোলার জন্য। এই দুর্নীতি নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাট মহকুমা জুড়ে। বসিরহাট বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন, এগুলো তৃণমূল চক্রান্ত করে পোস্টার ফেলছে। আমাদের মধ্যে কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইতিমধ্যে বেশকিছু জায়গায় পোস্টার ছিড়ে ফেলা হয়েছে। গত ৪৮ ঘন্টা আগে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির পোস্টার পরেছিল বিভিন্ন এলাকায়। বসিরহাট সাংগঠনিক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সমিক রায় অধিকারী বলেন, উজালা গ্যাসের নাম করে টাকা তোলা আবার কখনো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামের অর্থ এরকম আমরা দেখেছি। নিজেদের বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঠেকাতে হয়তো তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে।

বিপিএল কলোনির আবাসনে আগুন

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল,

আসানসোল

আসানসোল পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের রেলপারের বেলডাঙ্গা এলাকার বিপিএল কোয়ার্টারের তৃতীয়তল আবাসনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো। বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ আচমকাই এই আগুন লাগে। এই আবাসনে বাস করেন আসানসোল পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মী রাজু হরি। আগুনে আবাসনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যার মধ্যে রয়েছে নগদ টাকা, আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবই সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু নথি। খবর দেওয়ার প্রায় দেড় ঘন্টা পরে আসানসোল দমকল বাহিনীর কর্মীরা ইঞ্জিন নিয়ে এলাকায় আসেন। যা নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলর আশা প্রসাদও এলাকায় দেরি করে আসেন বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ কোনমতে পরিস্থিতি সামাল দেয়। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে রাজু হরি নামে আসানসোল পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মী বিপিএল কলোনির তিন তলার আবাসনে তালা লাগিয়ে কাজে বেরিয়ে যান। ঘরের তালা বন্ধ থাকা অবস্থায় দুপুর দেড়টা নাগাদ আশেপাশের লোকজন ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দেন। পাশাপাশি নিজেরাই আগুন নেভাতে শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ছোট ছোট বাচ্চারা আগুন নেভাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু দমকল কর্মীরা আসতে অনেক সময় নেন। যার ফলে ঘরের জিনিসপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আশা প্রসাদ এলাকায় পৌঁছালে স্থানীয় লোকজন তাকে ঘিরে ধরে ব্যাপক প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, আশা প্রসাদ এলাকায় কোনও কাজ করেন না। তিনি এখানকার মানুষকে কোনও পরিষেবা দেন না। আজও যখন আগুন লেগেছিল, তখন তিনি অনেক দেরিতে পৌঁছান। পরিস্থিতি এমন তৈরি হয় যে আশা প্রসাদ এবং তার স্বামীকে পুলিশ নজরদারিতে এলাকা ছেড়ে যেতে হয়। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে দমকল কর্মীরা জল দিয়ে আগুন নেভান। পুর কর্মী রাজু হরি বলেন, আবাসনের তালা বন্ধ করে সকালে হটন রোডে কাজ করতে চলে যাই। দুপুরে এলাকার বাসিন্দারা ফোন করে আগুন লাগার কথা বলায় দৌড়ে আসি।
দেখি আগুনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি না, কি করে আগুন লাগলো। দমকল বাহিনীর কর্মীরাও বলতে পারেননি যে তিনতলার আবাসনে কি করে আগুন লাগলো।

পাকিস্তানের পতাকায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

হাবরা

বুধবার সন্ধ্যায় হাবরা স্টেশন লোগোয়া বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে কাশ্মীরের ঘটনার প্রতিবাদে পাকিস্তানের পতাকায় আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। বিক্ষোভের ফলে যানজট সৃষ্টি হয় যশোর রোডে। কাশ্মীরে যেভাবে পর্যটকদের ওপরে জঙ্গীরা গুলি করে খুন করেছে, তারই প্রতিবাদে মূলত এই বিক্ষোভ বলে জানান বিক্ষোভকারীরা। পাকিস্তানের মদতে কাশ্মীরে হামলা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে পাকিস্তানের পতাকায় আগুন জ্বালিয়ে রাস্তার উপর ফেলে পা দিতে দেখা যায় বিজেপি কর্মীদের।

জঙ্গি হানায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানালো প্রাথমিক বিদ্যালয়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কাটোয়া

মঙ্গলবার কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২৭ জনের। রক্তাক্ত হয়েছেন একাধিক জন। কাশ্মীরের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান বহু পর্যটক। কাশ্মীরের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৭ জনের। কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা সভার আয়োজন করে কাটোয়ার চরপানুহাট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান। নিহত পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরক বিশ্বাস। নিহত পর্যটকদের আত্মার শান্তি কামনায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। মানুষ মানুষের জন্য শীর্ষক বক্তব্য রাখেন শিক্ষিকা শুচীস্মিতা রায়। সন্ত্রাস মুক্ত ভারত চাই, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব ও একতা রক্ষায় নাগরিকদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা, প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন প্রধান শিক্ষক হীরক বিশ্বাস। এরপর নিহত পর্যটকদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরক বিশ্বাস বলেন, শিশুদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, একাত্মবোধ, সহানুভূতি, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের বিদ্যালয়ে এটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কাশ্মীর গিয়েছেন বেড়াতে, পাহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর চিন্তিত গোটা পরিবার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিম মেদিনীপুর

জানা গিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের জামনা থেকে তিন ব্যাক্তি খোকন প্রধান, বাবলু ভুঁইয়া, সুমঙ্গল দাস কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে বেড়াতে গিয়েছেন। প্রথমদিকে সবই ঠিকঠাক ছিল, এরপর মঙ্গলবার যখন দেশজুড়ে কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় নৃশংস খুনের খবর ছড়িয়ে পড়ে, তারপর থেকেই পিংলার জামনা গ্রামে রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত ওই তিন ব্যক্তির পরিবার পরিজনেরা। আরো জানা গিয়েছে নারায়ণগড় ব্লকের মদনমোহনচক এলাকায় এক রেলকর্মীও এই পর্যটক দলে রয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে পর্যটক সুমঙ্গল দাস নামে এক পর্যটকের স্ত্রী অনন্যা ঘোষ দাস জানান, গত ১৬ এপ্রিল ট্যুর প্যাকেজ নিয়ে প্রায় ৩০-৪০ জনের মতো একটি পর্যটক দল পাঞ্জাব হয়ে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। জামনা এলাকা থেকে তিনজন গিয়েছেন। মঙ্গলবার কাশ্মীরের ঘটনা শোনার পরেই আমরা ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি, রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ কথা হয়েছে। যে এলাকায় জঙ্গি হামলা হয়েছে সেখান থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে আপাতত তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছেন। তবে তারা যতক্ষণ না বাড়ি ফিরে আসছেন একটা ভয় ও দুশ্চিন্তা গ্রাস করছে। আমরা রাজ্য, কেন্দ্রীয় সরকারকে কাতর আবেদন করি যাতে তারা সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে আসতে পারেন। অন্যদিকে সুমঙ্গল দাস নামে এক পর্যটক কে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, আমরা গত পরশুদিন পহেলগাঁও থেকে বেরিয়ে এই মুহূর্তে জম্মু কাশ্মীরে রয়েছি। যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে সেখান থেকে আমরা আপাতত একশো কিলোমিটার দূরে রয়েছি। নৃশংস এই ঘটনার জন্য গোটা এলাকায় আপাতত হাই এলার্ট রয়েছে। রীতিমত ভয়-ভীতির মধ্যেই রয়েছে তারা। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন যে, ভারতীয় সেনার পোশাক আশাক, যারা ভারতীয় সেনা রয়েছেন তাদের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে বাজারে এমন পোশাক আশাক নিষিদ্ধ উচিত। সাধারণ মানুষ সেনার পোশাক পরে আধার কার্ড, সহ নাম পরিচয় জানতে চাইছে। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি না সে ভারতীয় সেনাবাহিনী নাকি জঙ্গি! কেন্দ্রীয় বা প্রশাসনিক স্তর থেকে এই বিষয়টি অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও আলোকপাত করা দরকার। তিনি আরো জানিয়েছেন, কলকাতা, মেদিনীপুর, হলদিয়া, মেচেদা সহ প্রায় ৩৫ জন পর্যটক তাদের দলে রয়েছেন।

আসানসোল পুরনিগমের মাসিক বোর্ড বৈঠক

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল

আসানসোল

আসানসোল পুরনিগমের পুর কাউন্সিলরদের এপ্রিল মাসের বোর্ড বৈঠক বুধবার অনুষ্ঠিত হয় পুর ভবনের কনফারেন্স হলে। এই বোর্ড সভায় পৌরহিত্য করেন চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়, ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক ও অভিজিৎ ঘটক, মেয়র পারিষদ, বোরো চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলররা। সবার প্রথমে সম্প্রতি প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর পুর এলাকার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এদিনের বৈঠকে পানীয়জলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গরম আসার সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকায় পানীয়জলের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। জল সরবরাহ সুষ্ঠু রাখার জন্য পুর কতৃপক্ষ ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু এই বছর গ্রীষ্ম খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব বেশি সময় ধরে এসেছে, তাই জলের উৎস শুকিয়ে গেছে। এর ফলে জল সরবরাহে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি পুরনিগম কতৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য জনগণের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, পানীয়জল অপচয় রোধ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবেই পুরনিগমের সকলের কাছে সুষ্ঠুভাবে পানীয়জল সরবরাহ করতে পারবে। তিনি সকল রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় সংগঠনকে অনুরোধ করেন যে, তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য লাগানো ব্যানার বা পোস্টারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে পুর এলাকার যে ব্যানার বা পোস্টার লাগানো হয়েছিল সেখান থেকে সেই ব্যানারগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে। তিনি বলেন, পুর এলাকা পরিষ্কার করার জন্য পুর কতৃপক্ষ এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়াও, যারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ব্যানার লাগিয়েছেন তাদের আগামী ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে সেই ব্যানারগুলি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, পুর কতৃপক্ষ জরিমানা লাগু করতে চায় না। কিন্তু যদি সেই ব্যানারগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে নেওয়া না হয়, তাহলে পুর কতৃপক্ষ জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হবে। এদিনের বৈঠকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাণিজ্যিক হোক বা আবাসিক, যদি কোনও জমিতে কোনও হাইরাইজ বিল্ডিং বা ভবন নির্মিত হয়, তবে সেই ভবনটি তখনই তৈরি করা যেতে পারে যখন সেই জমিতে কোনও পুর কর বকেয়া থাকে না। তিনি বলেন, যদি সেই জমিতে কোনও পুর কর বকেয়া থাকে, তাহলে প্রথমে সেই কর দিতে হবে। তারপরেই সেখানে একটি ভবন নির্মাণ করা যাবে। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আশা করা হচ্ছে যে এই সিদ্ধান্ত রাজস্ব আদায় বা পরিশোধে সহায়তা করবে। মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, এদিনের বৈঠকে আসানসোল পুরনিগম এলাকার উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পানীয়জল সরবরাহ কিভাবে সুষ্ঠু রাখা যায়, তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

গাঁজা সহ পুলিশের জালে দুই মহিলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রায়না

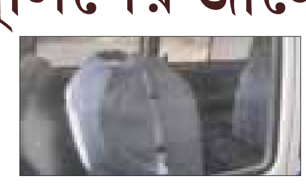

বুধবার ভোরে পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার পুলিশ শ্রীধর এলাকা থেকে দুই সন্দেহভাজন মহিলাকে আটকে তাদের সাথে থাকা দুটি ব্যাগ তল্লাশি করে উদ্ধার হয় ৪৬ কেজি গাঁজা। পরবর্তী সময়ে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে রায়না থানার পুলিশ। ধৃতদের পেশ করা হয় বর্ধমান আদালতে। ধৃত দুই মহিলা বর্ধমান থানার গোলপুকুর রাজা বাগান এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের নাম মানু বিবি ও আদুরী যশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ওই এলাকায় টহল দেওয়ার সময় দুই মহিলাকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। এরপর তাদের আটকে তাদের তল্লাশি করে গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও ওই গাঁজা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় পাচার করা হতো, সেই বিষয়ে কিছু জানা যায় নি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জঙ্গি হামলায় বিতানের মৃত্যু, শোক দুর্গাপুরেও

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি

দুর্গাপুর

পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বাঙালি পর্যটক বিতান অধিকারীর। বর্তমানে বিতান কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। কর্মসূত্রে ফ্লোরিডায় থাকেতেন, কিন্তু তার সঙ্গে জুড়ে আছে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরেরও নাম। জন্ম থেকে পড়াশোনা বেড়ে ওঠা, বিতানের সব স্মৃতি আগলে রেখেছে এই শহর। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর হর্ষবর্ধন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তারপর শিবাজী রোড বয়েজ উচ্চ বিদ্যালয় পড়াশোনা বিতানের। বিতানের বাবা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় চাকরি করতেন। ২০০০ সালে অবসর নেন তিনি। বিতান দুর্গাপুরের ডাঃ বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করে। পড়া শেষ করে বিতান'রা কলকাতায় চলে যায়। কর্মসূত্রে বিতান আমেরিকার ফ্লোরিডায় স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে কলকাতায় আসে বিতান। স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল। মঙ্গলবার পাহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারায় বিতান। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে শোকের পরিবেশ দুর্গাপুরেও। বুধবার বিকেলে দুর্গাপুরের ডাঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তাদের প্রাক্তন ছাত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।

পালিত ধরিত্রী দিবস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শালবনি

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের গোদাপিয়াশাল এম জি এম হাইস্কুলের এন এস এস ইউনিটের পক্ষ থেকে পালিত হলো ধরিত্রী দিবস। এই উপলক্ষ্যে বসে আঁকো ও আন্তঃবিদ্যালয় কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। পাশাপাশি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিবেশী স্কুলের ছাত্রছাত্রীও অংশ নেয় এদিনের অনুষ্ঠানে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীদের রুপোর মেডেল, মানপত্র ও চারাগাছ দেওয়া হয়। কর্মসূচি আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন চককুমার এ্যাসোসিয়েশন ও মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এদিনের কর্মসূচির মধ্য দিয়েই এনএসএস-এর সাতদিনের স্পেশাল ক্যাম্প শুরু হয়। সাতদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে নানান কর্মসূচী। প্রোগ্রাম অফিসার শিক্ষক মনিকাঞ্চন রায়ের নেতৃত্বে এদিনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের পক্ষে শুভেন্দু বিকাশ রায়, সুদীপ্তা দাস এনএসএস-এর তদারকি কমিটির মেম্বার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি সচেতনতা দপ্তরের আধিকারিক মহম্মদ মূর্তজা ও চককুমার এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ত্রিদীপ চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

হাঁসখালি

অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আবারও বিশেষ অভিযান জেলা পুলিশের। পুলিশের জালে গ্রেফতার ৩ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সহ এক ভারতীয় দালাল। জানা যায় ধৃত বাংলাদেশিদের নাম আলামিন এস কে, মাক ছুদুল মোল্লা ও আদরি শেখ। এছাড়াও গ্রেফতার হওয়া ভারতীয় দালালের নাম আমির হোসেন। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় ওই দালাল চক্রের আওতায় রয়েছে তিন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। সেইমতো ঘটনাস্থলে হানা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করে নদীয়ার হাঁসখালি থানার পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে ওই তিন অনুপ্রবেশকারী ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে নদীয়া জেলার হাঁসখালি থানা এলাকায় দালাল চক্রের মধ্যে দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেই মোতাবেক পুলিশ আবারও বিশেষ অভিযান চালায়। জানা গেছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে নদীয়ার রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে পাঠানো হয়। পাশাপাশি তদন্তর স্বার্থে ভারতীয় দালাল চক্রের সাথে জড়িত ধৃত যুবককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

মধুচক্র, গ্রেফতার চার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাণাঘাট

ঘন বসতি এলাকায় মধুচক্র চালানোর অভিযোগে এক মহিলা ও বাড়ির মালিক সহ চার জনকে গ্রেফতার করলো রানাঘাট থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে রানাঘাট পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় রানাঘাট থানা পাড়া এলাকার একটি বাড়িতে মধু চক্রের আসর চলছে। এরপরই রানাঘাট পুলিশের পেট্রোলিং ভ্যান অভিযান চালিয়ে থানা পাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে ১ মহিলা সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে। বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আরও দুই যুবতী। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাইরে থেকে বিভিন্ন মহিলাদের নিয়ে এসে মধু চক্রের আসর চালাতেন ওই ধৃত মহিলা। অন্যদিকে ধৃত তিন যুবকের মধ্যে এক জন ওই বাড়ির মালিক। যদিও বাড়িতে মধুচক্রের আসর বসানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে বাড়ির মালিক। বুধবার, ধৃতদের রানাঘাট আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে উদ্ধার হওয়া দুই যুবতীর গোপন জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন বিচারক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ।

উদযাপিত বিশ্ব বই দিবস

সকালের শিরোনাম
সুমিত চক্রবর্তী
হাওড়া

২৩ এপ্রিল বুধবার, বিশ্ব বই দিবস। ১৯৯৫ সালের ২৩ এপ্রিল, ইউনেস্কো প্রথমবার বিশ্ব বই দিবস উদযাপন করে। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। তারই অঙ্গ হিসাবে, হাওড়ার, জেবিপুর, গোবিন্দপুর সুপারিতলায়, ঐতিহ্যবাহী গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরীর আয়োজনে উদযাপিত হলো বিশ্ব বই দিবস। গত রবিবার থেকেই অনুষ্ঠানের সূচনা বিশেষ যোগা প্রশিক্ষণ শিবিরের মধ্য দিয়ে হয়। বুধবার গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে আবৃত্তি প্রতিযোগীতা, সঙ্গীত পরিবেশন সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১২ জানুয়ারি রবিবার, জাতীয় যুব দিবসের দিনে একালার সকল জ্ঞান অন্বেষণ পিপাশু মানুষের স্বার্থে এই লাইব্রেরী নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এদিনের এই বিশ্ব বই দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর দিলীপ কুমার বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বি আর আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সম্পাদক কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দা বেগম। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি আব্দুল করিম, শিক্ষক ও সাহিত্যিক স্বপন কুমার ধাড়া, সমাজসেবী বিনীত চক্রবর্তী সহ একঝাঁক কবি সাহিত্যিকবৃন্দ। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এই গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতি প্রশান্ত দত্ত, সহকারী সভাপতি শিক্ষক হাসিবুল মল্লিক, সম্পাদক শিক্ষক মদন হাজরা, সহ-সম্পাদক দীপঙ্কর ধাড়া, কোষাধ্যক্ষ মলয় দাস, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সৌমাল্য সাধুখাঁ, হিসাব পরীক্ষক সমীর মাজী, লাইব্রেরীর সক্রিয় সদস্য অনন্যা সাধুখাঁ সহ সকল শিক্ষা প্রেমী ও বই প্রেমী মানুষ।

জেলার বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ শিক্ষন চালু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি পড়ুয়াদের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে জেলার বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষন চালু করল ইউনিসেফ ও সমগ্র শিক্ষা মিশনের যৌথ উদ্যোগ। ইতিমধ্যে জেলার ২০টি বিদ্যালয়ে ওই প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও বিদ্যালয় ওই সুযোগ পেতে পারে বলে জানা গিয়েছে। আমরা বাড়িতে বোতলের জল কিনে খাই, কিংবা টিউবওয়েলের জল পান করি। কিন্তু ওই জল কতটা বিশুদ্ধ অথবা ওই জলে কোনও ক্ষতিকারক পদার্থ আছে কিনা, তা নিজেই পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারবে পড়ুয়ারা। কৃষিজীবী বাবা কোন মাটিতে কোন ফসল ফলালে বেশি ফলন পাবেন, মাটি পরীক্ষা করে তা নির্ধারন করে দেবে ঘরের স্কুল পড়ুয়া ছেলেটা। সাইকেলের যে কোনও সমস্যা সমাধান করবে সেই পড়ুয়াই। পাঠ্য বিষয় কে পড়ুয়াদের মধ্যে আকর্ষনীয় করে তুলতে এস টি ই এম অর্থাৎ (সাইন্স টেকনলজি ইন্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিতের বিষয় গুলিকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হবে এই প্রকল্পে। ইউনিসেফ ও সমগ্র শিক্ষা মিশনের পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে রাজ্যের মধ্যে জেলার প্রথম চালু করা হয়েছে এই শিক্ষন পদ্ধতি।

ইতিমধ্যে জেলার ১০০টি বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করে প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের দু'জন শিক্ষক কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ওই সব শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেনীর পড়ুয়াদের এই শিক্ষা দেবেন। এই বিষয়ে লালগোলা এম এন একাডেমির পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক জাহাঙ্গীর মিঞা বলেন, গতানুগতিক পড়াশোনার বাইরে পড়ার বিষয়কে পড়ুয়াদের মধ্যে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এই শিক্ষন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতা সহ বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে। পড়াশোনার একঘেয়েমি কাটাতে একটা মস্তবড় ভুমিকা পালন করেছে এস টি ই এম পরিকল্পনা, এমন মন্তব্য করে বেলডাঙ্গা নওপুকুরিয়া জে জে হাই স্কুলের গণিতের শিক্ষক মহম্মদ তৌসিফ বলেন, হাতের নাগালে পাওয়া যায় এই রকম অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে কম দামের জিনিসপত্র দিয়ে যে ভাবে পাঠ্য বিষয়ের বিষয় গুলিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণে বাস্তব মুখি করে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, তা খুব সহজেই বাচ্চাদের বোধগম্য হচ্ছে। ফলে আগ্রহ তো বাড়বেই। বেলুনের মধ্যমে নিউটনের গতি সূত্র, সাইকেলের পাংচার সারানো, মাটি পরিক্ষা এই রকম একাধিক বিষয়ে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের সন্ধ্যান পেয়ে খুশি স্কুল পড়ুয়া সৃঞ্জয় কর্মকার, মহম্মদ জুনায়েদ, দেবাঞ্জন মন্ডল, মারুফ মোস্তফা। এদিকে স্টার্স ফোরাম প্রোগ্রাম অফিসার মুরশেলিম বলেন, এক বছরের জন্য রাজ্যে প্রথম পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই শিক্ষন জেলাতে চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলার ২০টি বিদ্যালয়ে এই শিক্ষন পদ্ধতি চালু করা গিয়েছে। আগামী দিনে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার বিস্তার করা হবে।

বিডিও'র চেম্বারে দাদাগিরি, গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা সহ তিনজন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

আউশগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায় মঙ্গলবার দুপুরে। সরকারি অফিসে ঢুকে বিডিও-কে প্রকাশ্যে গালিগালাজ, মারধরের হুমকি, এমনকি 'চামড়া তুলে নেওয়া'র মতো ভয়ঙ্কর ভাষায় হুমকির অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে আউশগ্রাম থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম, আউশগ্রামের তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন ব্লক কার্যকরী সভাপতি অরূপ মির্ধা। তার সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছে আবদুর শুকুর শেখ ও আশারুল হক মণ্ডল ওরফে হীরা। জানা গিয়েছে, অরূপের বাড়ি ভাল্কী গ্রামে, শুকুর ভুয়েরা এবং হীরা পুবার গ্রামে থাকেন। বুধবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পাটানো হয়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে আউশগ্রাম-২ ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস তাঁর চেম্বারে বসে এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন ভাল্কি অঞ্চলের উপপ্রধান শেখ সাদিরুল ও কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সঙ্গে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ করেই চেম্বারে ঢুকে পড়ে অরূপ মির্ধা, শুকুর ও হীরা তাঁদের দলবল নিয়ে। অভিযোগ, অরূপ মির্ধা এবং তার অনুগামীরা

বিডিও'কে কটাক্ষ করে, ভয় দেখায় এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে। এমনকি চেম্বারেই উপপ্রধান সাদিরুলকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। চড়া ভাষায় বিডিও'কে হুমকি দিয়ে অরূপ বলে, তমেরে চামড়া খুলে নেব।দ এরপর বিডিও-কে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার পরেই বিডিও চিন্ময় দাস লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আউশগ্রাম থানায়। পুলিশ ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তআমাদের দল কোনও অবস্থাতেই গালিগালাজ বা হুমকিকে প্রশ্রয় দেয় না। অরূপ মির্ধা বারবার সীমা অতিক্রম করেছে, তাই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আমি রাজ্য নেতৃত্বকে সব জানিয়েছি।দ অরূপ মির্ধার বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ভোটের সময় পুলিসকে হুমকি, ব্লক সভাপতিকে হেনস্থা এবং সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গেও অভব্যতা। সব মিলিয়ে তার 'দাদাগিরি' আউশগ্রামে নতুন কিছু নয়। এই ঘটনার জেরে প্রশ্ন উঠছে শাসকদলের নৈতিক অবস্থান নিয়ে। বিশেষ করে যখন ধৃত অরূপ মির্ধা নিজেই আদালতে যাওয়ার সময় বলে ওঠেন, তআমার উপর অনুব্রত মণ্ডল আর বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার আছেন।দ বিরোধীদের দাবি, একজন জনপ্রতিনিধি কীভাবে এই ধরনের দুষ্কৃতমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত নেতাকে প্রশ্রয় দেন। আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও, তিনি ফোন ধরেননি। এই ঘটনায় নিন্দায় মুখর সাধারণ মানুষও। প্রশাসনের অফিসে ঢুকে এক সরকারি অফিসারকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, তা রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর উপরই বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাড়োয়া

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিণহুলা গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকাবাসীরা দেখতে পায় বিদ্যাধরি নদীতে একটি দেহ ভেসে আসে নদীর চরে। তারপর হাড়োয়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ওই দেহটি উদ্ধার করে। ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তার বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, দেহটি পচন ধরেছে। ইতিমধ্যে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। দেহটি কোথা থেকে এলো এবং কার দেহ কিভাবেই বা এল বিদ্যাধরী নদীতে, পুরো বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ।

বীরভূমে ফের আক্রান্ত পুলিশ

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বীরভূম

অনুব্রত গড় হিসেবে পরিচিত বোলপুরে বীরভূম জেলা পুলিশ আক্রান্ত। বোলপুর থানা কর্তব্যরত তিনজন পুলিশ অফিসার এবং দুইজন পুলিশ কনস্টেবল আক্রান্ত। বোলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয় আক্রান্ত পুলিশ কর্মীদের। একটি ঘটনায় তদন্ত করতে গিয়ে বোলপুরের রায়পুর সুপুর অঞ্চলের সাবিরগঞ্জ গ্রামে আক্রান্ত হয় পুলিশ। গ্রেফতার চারজন। চাষ জমির মাটির নিচ দিয়ে যাবে ইন্ডিয়ান ওয়েলের পাইপ। স্বাভাবিকভাবে ক্ষতি হতে পারে ফসল ফলানোর জমির। তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে গ্রামবাসীদের বিবাদ তৈরি হয়। অভিযোগ যায় বোলপুর থানায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তদন্ত প্রক্রিয়ার জন্য বোলপুর থানা থেকে পুলিশের একটি টিম বোলপুরের সাবিরগঞ্জে গিয়ে পৌঁছয়। সূত্রের খ

বর, সেই সময় গ্রামবাসীরা ঘিরে ধরে পুলিশকর্মীদের। মারধর করার অভিযোগ ওঠে। আক্রান্ত হন পুলিশ কর্মীরা। এরপর জখম পুলিশ কর্মীরা চিকিৎসার জন্য বোলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। গভীর রাত্রে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় বোলপুর থানার পুলিশ কর্মীদের। হাসপাতাল সূত্রে খবর, পাঁচজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। কারোর পায়ে, কারোর আবার পিঠে, এবং মাথায় জখম হয়েছে। চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জখম পুলিশ কর্মীদের মধ্যে তিনজন পুলিশ অফিসার। দু'জন সাব ইন্সপেক্টর আবু খের, রাহুল গোঁসাই, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর লায়েক আমির। দুজন কনস্টেবল উজ্জ্বল ঘোষ ও আরো একজন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, কৃষকদের চাষ জমির নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তেলের পাইপ। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফসল ফলানো জমির মাটি। ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি জানানো হয়েছিল। পুলিশকে মারধরের কোন প্রশ্ন আসে না।

নারকীয় হত্যাকাণ্ডে কেউ রেহাই পাবে না - সুকান্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝালদা

যারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা কেউ রেহাই পাবে না। কঠোর থেকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কাশ্মীর জঙ্গি হামলায় নিহত ঝালদার বাসিন্দা মনীষ রঞ্জন মিশ্রের বাড়ির পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার মর্মান্তিক এই ঘটনার পর বুধবার বিকেলে নিহত গোয়েন্দা আধিকারিকের ঝালদার বাড়িতে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। ঝালদা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনীষ রঞ্জন মিশ্র, কাজের সূত্রে হায়দরাবাদে থাকতেন। সম্প্রতি স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় পাহাড়ঘেরা এক উপত্যকায়, পরিবারের সামনেই আতঙ্কবাদীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান তিনি। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানান সুকান্ত মজুমদার। এদিন সুকান্ত মজুমদার পাশাপাশি পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো ও স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো নিহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। বুধবার বিকেলে তাঁর মরদেহ পৌঁছানোর কথা, শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দেহ বৃহস্পতিবার সকালে ঝালদায় আনা হবে। আগামীকাল সৎকারের সময় উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও একাধিক রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীরা। শহিদের মা আশা মিশ্র কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ক্ষ্মআমার ছেলে দেশের জন্য জীবন দিল, আমরা তার গর্ব করি। কিন্তু যারা ওকে কেড়ে নিল, তাদের যেন বিচার হয়।ক্ষ্ম মনীষের ভাই বিনীত মিশ্র বলেন, ক্ষ্মভাইয়ের এমন পরিণতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। ও সবসময় দেশের কথা ভাবত।ক্ষ্ম শহিদ মনীষের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ঝালদার মানুষ। বৃহস্পতিবার তাঁর মরদেহ পৌঁছালে শোক ও শ্রদ্ধার আবহে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সম্মানজনক বিদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিবাদ সভা

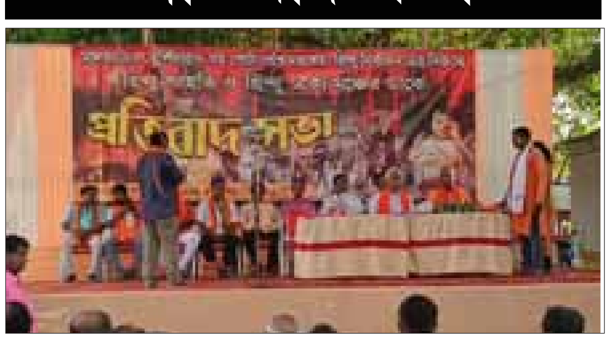

সকালের শিরোনাম
রাজকুমার ঘোষ
পূর্বস্থলি

মতুয়া ও হিন্দু ঐক্য মঞ্চের ডাকে বুধবার বিকেলে পূর্বস্থলীর জামালপুর বুড়োরাজ মন্দির প্রাঙ্গনে মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু নির্যাতন এবং কাশ্মীরে জঙ্গিদের দ্বারা অবিচারে গুলি চালিয়ে নিশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার সভা শুরুর আগে কাশ্মীরে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিরবতা পালনের পর সভা শুরু হয়। কর্মসূচির বিষয়ে সদস্য দীপঙ্কর পাল জানান, মালদা এবং মুর্শিদাবাদের যেভাবে হিন্দুদের প্রতি আক্রমণ করা হয়েছে। তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সকল হিন্দুকে একত্রিত হওয়ার ডাক দিচ্ছেন তারা। কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা সভাপতি খোকনলাল বিশ্বাস জানান, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় নেমে হিন্দুদের উপর যে তান্ডব লীলা চলাচ্ছে

একটা সম্প্রদায়ের মানুষ তারই প্রতিবাদে এই প্রতিবাদ সভা। হিন্দুদের রক্ষা করতে সকল হিন্দুকে এক জোট হওয়ার আহবান করা হয়েছে। হিন্দুরা একজোট হলে তবেই হিন্দুদের উপর অত্যাচার, আক্রমণ বা হামলা রোখা যাবে।

মধুচক্রের পর্দা ফাঁস

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বীরভূম

বীরভূমের বোলপুরে সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়িতে নাবালিকা ছেলে-মেয়েদের আনাগোনা। মধুচক্রের করবার চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এদিন হাতেনাতে ধরে এলাকাবাসীরা। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার অন্তর্গত কাশিমবাজারে। বীরভূমের বোলপুর পৌরসভার কাশিমবাজারে রাস্তার পাশে একটি ফুটপাত হোটেল মালিকের বাড়ির অন্তরালে সরকারি তৈরির আবাস যোজনার বাড়িতে দুই নাবালিকা ও দুই নাবালকের উপস্থিতিকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। জানা যায়, ওই চার নাবালক-নাবালিকা পয়সার বিনিময়ে ঘন্টা খানেকের জন্য হোটেল ভাড়া করে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার ওই হোটেলে দেহ ব্যবসার অভিযোগ আসছিল তাদের কাছে।

এদিন এলাকাবাসী ও ওই ওয়ার্ড কমিটির লোকজনেরা হোটেল মালিকের বাড়িতে হানা দিলে দেখা যায়, সরকারি আবাস যোজনার বাড়ির রুমের ভেতরে দুই নাবালক ও নাবালিকা রয়েছে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই ভিড় জমতে থাকে ওই হোটেল চত্বরে। উত্তেজিত জনতা হোটেলের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, হোটেল মালিক হিরালাল সাউ-এর ছেলে ভিকি সাউ সিভিক ভলেন্টিয়ার হওয়ার প্রভাব খাটিয়ে খাবারের হোটেলের অন্তরালে দীর্ঘদিন ধরে এই দেহ ব্যবসা চালাচ্ছে নিজের বাড়িতে। অল্পবয়সী স্টুডেন্টরা খাবার খাওয়ার নাম করে ওই হোটেলের রুমে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটাতো। ঘন্টা প্রতি ভালই আয় হতো হোটেল মালিকের। কিন্তু জনসমক্ষে এই ঘটনা চলে আসায় আজ জনতা হাতেনাতে তাদেরকে ধরে ফেলে। যদিও নাবালিক হওয়ার কারণে মানবিক জনতা ছেড়ে দেয় ওই চার নাবালক ছেলে-মেয়েদের। এই ঘটনায় যদিও এখনো পর্যন্ত পুলিশে কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি।

ধিক্কার সভা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে বুধবার আসানসোলে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলমের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের সদস্য অমিত সরকার বলেন, মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক ঘটনার নিন্দা করা যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করার অজুহাতে যেভাবে হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করা হয়েছে। তাদের হত্যা করা হয়েছে। তাদের দোকানপাট লুট করা হয়েছে। এই ঘটনার পরে তাদেরকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। তা সকলেই দেখেছেন। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদের ঘটনা এবং মঙ্গলবারের কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরে সন্ত্রাসীরা হিন্দুদের পরিচয় জানার পর তাদের হত্যা করেছে। কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়া হিন্দু পর্যটকদের সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে। এর নিন্দা যতই হোক না কেন যথেষ্ট হতে পারে না। তিনি বলেন,

আজকের স্মারকলিপির মাধ্যমে তারা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন যে এই ঘটনার পিছনে যারাই থাকুক না কেন, তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে হিন্দুরা সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। তারা বাধ্য হয়ে মালদহ অথবা পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে আশ্রয় নিয়েছেন।

আলোচনা সভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কল্যাণী

নদীয়ার কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে এবং পূর্বস্থলী শ্রীরামপুর সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরিমন্ডলের সহযোগীতায় ও সাহেবধনী সম্প্রদায়ের যাদুবিন্দু ও কুবীর গোঁসাই এবং তাদের পরম্পরা বিষয়ক এক দিনের রাজ্যস্তরীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। বুধবার এই আলোচনা সভার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বিদ্যাসাগর সভাগৃহ ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র সভাকক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল এদিন। বুধবার এই আলোচনা সভায় এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মোমবাতি জ্বালিয়ে শোক পালন

সকালের শিরোনাম
শংকর সিং
গোপীবল্লভপুর

বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর একাকায় গোপীবল্লভপুর ১ ও ২ রামনবমী উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার কাশ্মীরের পহেলগাঁও এলাকায় পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ২৬ জন পর্যটক খুন হয়, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোমবাতি জ্বালিয়ে শোক পালন ও মানববন্ধন

করা হয় গোপীবল্লভপুর বাজারে। এই কর্মসূচিতে এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন সামিল হয়েছিলেন। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ঘটনায় জড়িত জঙ্গিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। মৃত পর্যটকদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানানো হয় এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে। জঙ্গি হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়।

পুরুলিয়া জেলা পুলিশকে নপুংসক বললেন সুকান্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলা পুলিশকে নপুংসক বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক হিংসা ও চাকরি দুর্নীতির প্রতিবাদে পুরুলিয়া প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করেছিল বিজেপি। এদিন সেই বিশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন মিছিল জেলাশাসক দপ্তরের পৌঁছাতেই জেলা পুলিশের মহিলা পুলিশ কর্মীদের সামনে রেখে ওই মিছিল আটকানো চেষ্টা করা হয় বলে বিজেপীর দাবি। এদিন কেন বিজেপি মিছিল আটকানো জন্য মহিলা পুলিশ কে সামনে সারিতে রাখা হলো? তা নিয়ে পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু

হয়। বিজেপির দাবি, মহিলা পুলিশদের ঢাল করে তাঁদের মিছিল আটকানো চেষ্টা হয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তপুরুলিয়া জেলা পুলিশ নপুংসক হয়ে গেছে। তাই মহিলা পুলিশদের আগেভাগে পাঠিয়ে বিজেপিকে রোখার চেষ্টা চলছে। এটা তৃণমূলের ব্যাংকক্রাফটের প্রমাণ।দ এদিন এই ধস্তাধস্তি জেরে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী ও পুলিশ আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিদ্যুতের কেবলে আগুন, এলাকায় আতঙ্ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

কুলটির নিয়ামতপুর নূর নগরে ইলেকট্রিক কেবলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় গোটা এলাকা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে কুলটি বিধানসভার আসানসোল পুরনিগমের ৫৯ নং ওয়ার্ডের নিয়ামতপুরের নূরনগরে বুধবার বিকেল পাঁচটার সময়। সেখানে ইলেকট্রিক বা বিদ্যুতের দুটি কেবলে হটাৎ আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। আগুন লাগার পরে বিকট শব্দ হতে থাকে। কিছুক্ষনের মধ্যে কেবল দুটি কেটে নিচে পড়ে যায়। যে এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে সেই জায়গা যথেষ্টই জনবহুল। যে কারণে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় গোটা এলাকা। কেবল দুটি নিচে পড়ে যাওয়ার পর একটি কেবলে আগুন জ্বলতে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।

ফুল-কাণ্ড-বীজ, পদ্মের প্রতি অংশে আশ্চর্যজনক উপকারিতা! পুরুষেরা বিশেষ ভাবে ব্যবহার করুন ফুলটি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি,

পদ্মের কাজ কেবল প্রকৃতির শোভাবৃদ্ধি নয়, শরীর-মন-ত্বক, সবের উন্নতিতেই বড় ভূমিকা পালন করে এই ফুল, ফুলের কাণ্ড এবং বীজ। কিছুই ফেলনা নয়। ভারতীয় রন্ধনশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রেখেছে পদ্ম। একাধারে সুস্বাদু, সুদৃশ্য, সুগন্ধি এবং স্বাস্থ্যকর। ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণায় লেখা হয়েছে, তপদ্মের সমস্ত অংশে এমন কিছু যৌগ রয়েছে, যেগুলি মানব শরীরে বিভিন্ন ভাবে কাজে ৫টি উপকারিতা। গর্ভধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি নাগপুরের পুষ্টিবিদ ঐশ্বর্যা ফ্যাটিংয়ের দাবি, পদ্মের বীজ (মাখনা) গর্ভধারণে সাহায্য করে। এগুলি ভিটামিন বি কমপ্লেক্সে ভরপুর। এ ছাড়াও জরায়ুতে রক্তপাত হলে, সেই চিকিৎসার জন্যেও কার্যকরী পদ্ম। যৌন ইচ্ছার বৃদ্ধি পদ্মের বীজ যৌন উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুরুষ হোন বা মহিলা, সঙ্গমের ইচ্ছা বাড়িয়ে তোলার ক্ষমতা রাখে এই ফুলের বীজ। জননাঙ্গে রক্ত চলাচল উন্নত করে। শুক্রাণুতে পুষ্টি জোগায় পদ্মের বীজ। সে কারণে পুরুষদের জন্য পদ্মের উপকারিতা বিপুল। ভ্রূণের বৃদ্ধি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের জন্য পদ্মফুলের উপযোগিতা পায়েস, মাখানা ভাজা, পদ্মের ডাঁটির তরকারি বা পদ্মের ডাঁটি ভাজাও খেতে পারেন। এতে উপকারিতা প্রচুর। সৌন্দর্য বৃদ্ধি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের গুরুত্বপূর্ণ উৎস পদ্ম। ফলে এই ফুলের দৌলতে ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল হয়। চটজলদি মুখে বয়সের ছাপ পড়ে না। কালো দাগ-ছোপ দূর করে ঔজ্জ্বল্য আনতে পারে চেহারায়। আয়ুর্বেদের নিয়ম মেনে পদ্ম দিয়ে তৈরি হয় ফেসিয়াল অয়েল বা মুখের তেল। সেটি মেখে ত্বকের যত্ন নেওয়া যেতে পারে। এমনিতে ডায়েটে পদ্ম-জাত খাবার যুক্ত করলেও উপকার মিলবে। মনকে শান্ত করে পুষ্টিবিদ ঐশ্বর্যা বলেন, ‘‘আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে, পদ্ম এমন

আসে। অ্যান্টি-অক্সিডেটিভ, অ্যান্টি-ডায়াবিটিক, অ্যান্টি-ইসকিমিক, অ্যান্টি-ভাইরাল, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটবি, অ্যান্টি-অ্যালার্জিক নানা ঔষধি এবং উপকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে পদ্মে।দ পুষ্টিবিদ ঐশ্বর্যা ফ্যাটিং পদ্ম ফুলের উপকারিতা সম্পর্কে সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন। জেনে নিন, পদ্মের অপরিসীম। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করে পদ্মের বীজ এবং পদ্মের ডাঁটি বা কাণ্ড। ভিটামিন সি, ভিটামিন বি, সোডিয়াম, জিঙ্ক, ফলিক অ্যাসিড, ম্যাঙ্গানিজের মতো উপাদানে ভরপুর পদ্মফুল। এ ছাড়াও প্রোটিন ও ফাইবার রয়েছে এতে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা পদ্মের বীজ অর্থাৎ মাখানার একটি ভেষজ, যেটির মধ্যে আশ্চর্যজনক শীতলকরণ বৈশিষ্ট্য আছে।’’ আর সেই বৈশিষ্ট্যের কারণেই শরীর ও মনকে শান্ত করতে পারে পদ্ম। শরীরের উত্তাপ কমানোর জন্যেও পদ্মের ব্যবহার হয়। আয়ুর্বেদে বলা হয়, পদ্মফুল ঘরে রাখলে প্রশান্তি আসে মনে। মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হতে পারে।

বাজারে এখন মেলে ‘গ্লুটেন ফ্রি’ চিপস, সাধারণ চিপসের সঙ্গে এর ফারাক কী?

স্বাস্থ্যের সঙ্গে যদি আপস করা না যায়, তবে স্বাদের সঙ্গেই বা যাবে কেন? ঠিক সে কারণেই মুখরোচক, ভাজাভুজি সব খাবারই বিক্রি হচ্ছে অন্য মোড়কে, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করে। অন্তত তেমনটাই দাবি করছেন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি। যেমন তেলে ভাজা মুচমুচে আলুর চিপ্‌স এখন স্বাস্থ্যসচেতনদের কাছে ব্রাত্য। বদলে স্বাস্থ্যকর তালিকায় নাম জুড়েছে রাগি, মিলেট, বিটের টর্টিলা চিপ্‌স অনেক সময় আটারও হয়। সেটি কিন্তু গ্লুটেন-মুক্ত নয়। তাই গ্লুটেনে অ্যালার্জি থাকলে খাবারের মোড়ক ভাল করে পড়ে নেওয়া দরকার। ‘গ্লুটেন-মুক্ত খাবার’ অনেক সময় মোড়কে আলাদা করে লিখে দেওয়া থাকে। আলুর চিপ্‌সে কি গ্লুটেন থাকে? মশলাবিহীন আলুর চিপ্‌সে গ্লুটেন থাকার ভয় নেই। তবে এখন স্বাদবৃদ্ধিতে নানা রকম পরত থাকে চিপ্‌সে। মল্ট ভিনিগার

চিপ্‌সের। আইসক্রিমও এখন মিলছে কম ক্যালোরির। নুডল্‌সে ময়দার বদলে ব্যবহার হচ্ছে আটা কিংবা মিলেট। ঠিক তেমনই অনলাইনে খোঁজ করলে মিলছে ‘গ্লুটেন ফ্রি’ চিপ্‌স। কিন্তু কী এটি? কারাই বা খাবেন? এ ক্ষেত্রে জানা দরকার গ্লুটেন কী? এটি হল এক ধরনের প্রোটিন, যা মূলত গমের আটা, ময়দা, বার্লি, রাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। অনেকেরই আটা বা ময়দায় থাকা গ্লুটেন হজমে সমস্যা হয়। যে কারণে কারও কারও রুটি খেলে অম্বল, বদহজম হয়ে যায়। পুষ্টিবিদ রামিয়া বি বলছেন, ‘‘সেলিয়াক ডিজিজ বা গ্লুটেনে অ্যালার্জি থাকলে, তাঁদের গ্লুটেন-মুক্ত খাবার খাওয়া দরকার।’’ কর্ন, আলু, চালের চিপ্‌স খেতে পারেন তাঁরা। টর্টিলা চিপ্‌স গ্লুটেন ফ্রি? ইদানীং টর্টিলা চিপ্‌সও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনকোনা মুচমুচে চিপ্‌স ছোটরা তো বটেই, বড়দেরও অনেকে খান। টর্টিলা চিপ্‌স কর্ন দিয়ে বানানো হলে সেটি গ্লুটেন ফ্রি। ভুট্টার দানার গুঁড়ো দিয়ে এই ধরনের চিপ্‌স তৈরি হয়। তবে (বার্লি থেকে তৈরি), আটা-মশলার পরত, সয়া সস্‌-সহ অনেক কিছু চিপ্‌সে মেশানো হয়। সেটি কিন্তু তখন আর গ্লুটেন-মুক্ত থাকে না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে যদি আপস করা না যায়, তবে স্বাদের সঙ্গেই বা যাবে কেন? ঠিক সে কারণেই মুখরোচক, ভাজাভুজি সব খাবারই বিক্রি হচ্ছে অন্য মোড়কে, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করে। অন্তত তেমনটাই দাবি করছেন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি। যেমন তেলে ভাজা মুচমুচে আলুর চিপ্‌স এখন স্বাস্থ্যসচেতনদের কাছে ব্রাত্য। বদলে স্বাস্থ্যকর তালিকায় নাম জুড়েছে রাগি, মিলেট, বিটের চিপ্‌সের। আইসক্রিমও এখন মিলছে কম ক্যালোরির। নুডল্‌সে ময়দার বদলে ব্যবহার হচ্ছে আটা কিংবা মিলেট। ঠিক তেমনই অনলাইনে খোঁজ করলে মিলছে ‘গ্লুটেন ফ্রি’ চিপ্‌স। কিন্তু কী এটি? কারাই বা খাবেন? এ ক্ষেত্রে জানা দরকার গ্লুটেন কী? টর্টিলা চিপ্‌স গ্লুটেন ফ্রি? ইদানীং টর্টিলা চিপ্‌সও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনকোনা মুচমুচে চিপ্‌স ছোটরা তো বটেই, বড়দেরও অনেকে খান।

ক্যাস্টর অয়েল চুলের জন্য ভাল, কিন্তু ওই তেল মাথায় কী ভাবে ব্যবহার করবেন?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি,

লম্বা আর ঘন চুল বহু মেয়েরই স্বপ্ন। প্রতি মুহূর্তে ছুটতে থাকা জীবনে সেই চুলের যত্ন নেওয়া কষ্টকর জেনেও, এক ঢাল ঘন চুলের আকাঙ্খা থাকে, থাকবেও। কিন্তু মুশকিল হল এ যুগের দূষণ, খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম, চুলের অযত্ন এবং অপুষ্টির সমস্যা সামলে নিয়েও তেমন চুল পান না অনেকেই। ক্যাস্টর অয়েল সেই স্বপ্নপূরণে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু মাথায় ক্যাস্টর অয়েল মাখবেন কী ভাবে? রূপচর্চা শিল্পীরা জানাচ্ছেন, ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহারের তিন উপায়। ১। দুই শ্যাম্পু করে নিন। ৩। ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে রোজমেরি অয়েল মিশিয়েও মাথায় মাখা যেতে পারে। তাতে চুল ঘন হওয়ার পাশাপাশি, চুলে আসবে স্বাস্থ্যকর ঔজ্জ্বল্য। ভাল ভাবে মাথায় লাগিয়ে নিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। ৪। মেথিগুঁড়োর সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে মাথার ত্বকে মাসাজ করে রেখে দিন রাত ভর। ঠান্ডা লাগার সমস্যা থাকলে অবশ্য দীর্ঘ ক্ষণ রাখবেন না। বদলে কয়েক ঘণ্টা রেখে তার পরে শ্যাম্পু করে নিন। ৫। পেঁয়াজের রসের সঙ্গে সমপরিমাণ ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে মাথায় মাথলেও তা মাথার ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখে।লম্বা আর ঘন চুল বহু মেয়েরই স্বপ্ন। প্রতি মুহূর্তে ছুটতে অয়েল ব্যবহারের তিন উপায়। ১। দুই টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে সম পরিমাণ কাঠবাদামের তেল মিশিয়ে নিন। এর পরে ওই তেল মাথার ত্বকে ভাল ভাবে মাসাজ করুন। তার পরে তেল লাগিয়ে নিন চুলের ডগা পর্যন্ত। ঘণ্টা খানেক রাখুন। তার পরে শ্যাম্পু করে নিন। ২। সমপরিমাণ ক্যাস্টর অয়েল এবং টি ট্রি অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিন। কয়েক ঘণ্টা ওই ভাবেই থাকতে দিন। তার পরে শ্যাম্পু করে নিন। ৩। ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে রোজমেরি অয়েল মিশিয়েও মাথায় মাখা যেতে পারে। তাতে চুল ঘন হওয়ার পাশাপাশি, চুলে আসবে স্বাস্থ্যকর ঔজ্জ্বল্য। ভাল

টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে সম পরিমাণ কাঠবাদামের তেল মিশিয়ে নিন। এর পরে ওই তেল মাথার ত্বকে ভাল ভাবে মাসাজ করুন। তার পরে তেল লাগিয়ে নিন চুলের ডগা পর্যন্ত। ঘণ্টা খানেক রাখুন। তার পরে শ্যাম্পু করে নিন। ২। সমপরিমাণ ক্যাস্টর অয়েল এবং টি ট্রি অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিন। কয়েক ঘণ্টা ওই ভাবেই থাকতে দিন। তার পরে থাকা জীবনে সেই চুলের যত্ন নেওয়া কষ্টকর জেনেও, এক ঢাল ঘন চুলের আকাঙ্খা থাকে, থাকবেও। কিন্তু মুশকিল হল এ যুগের দূষণ, খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম, চুলের অযত্ন এবং অপুষ্টির সমস্যা সামলে নিয়েও তেমন চুল পান না অনেকেই। ক্যাস্টর অয়েল সেই স্বপ্নপূরণে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু মাথায় ক্যাস্টর অয়েল মাখবেন কী ভাবে? রূপচর্চা শিল্পীরা জানাচ্ছেন, ক্যাস্টর ভাবে মাথায় লাগিয়ে নিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। ৪। মেথিগুঁড়োর সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে মাথার ত্বকে মাসাজ করে রেখে দিন রাত ভর। ঠান্ডা লাগার সমস্যা থাকলে অবশ্য দীর্ঘ ক্ষণ রাখবেন না। বদলে কয়েক ঘণ্টা রেখে তার পরে শ্যাম্পু করে নিন। ৫। পেঁয়াজের রসের সঙ্গে সমপরিমাণ ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে মাথায় মাথলেও তা মাথার ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখে।

বিনোদন শিরোনাম

‘চুপ, ক্যামেরা বন্ধ করুন’, অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারাকে নিয়ে সিড হাসপাতালে যেতেই ঘটল কোন বিপত্তি?

খুব শীঘ্রই মা হতে চলেছেন কিয়ারা আডবাণী। সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন অভিনেতা। গাড়ির ভিতরে ঢিলেঢালা পোশাকে কিয়ারা। সিদ্ধার্থ মলহোত্রর পরনে প্যান্ট ও টিশার্ট। স্ত্রীকে হাসপাতাল নিয়ে বেরাবেন রাস্তা আটকে দিলেন ছবিশিকারিরা। গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হলেন সিদ্ধার্থ। কপালে হাত দিয়ে ভিতরে বসে কিয়ারা। ছবিশিকারিদের দৌরাত্ম্যে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় তারকাদের। প্রতিটি মুহূর্ত যেন ক্যামেরাবন্দি করতে চান ছবিশিকারির দল। একটা মুহূর্তে বাদ দেওয়া যাবে না। শরীরচর্চা কেন্দ্র থেকে রেস্তরাঁ কিংবা হাসপাতাল; কোথাও নিস্তার নেই তারকাদের। নিয়মমাফিক পরীক্ষার জন্য অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে যেতেই তাঁদের ছবি তোলার জন্য একেবারে গাড়ির সামনে এসে পড়েন ছবিশিকারিরা, আটকে দেন পথ। তাতেই মেজাজ হারান অভিনেতা। গাড়ি থেকে নেমে বলেন, ‘‘চুপ, একদম সরুন এখান থেকে। পিছনে সরুন। ক্যামেরা বন্ধ করুন। মাথা গরম করাবেন না একদম।’’ আপতদৃষ্টি ঠান্ডা মাথার মানুষ বলেই মনে হয় সিদ্ধার্থকে, মিতভাষী। কিন্তু বুধবার তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেললেন ছবিশিকারিদের দৌরাত্ম্যের জেরে। গত ফেব্রুয়ারি মাসেই সুখবর দিয়েছেন সিদ্ধার্থ মলহোত্র ও কিয়ারা আডবাণী, এ বার দুই থেকে তিন হতে চলেছেন তাঁরা। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তারকা দম্পতি জানিয়েছেন, তাঁদের সংসারে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। এই মুহূর্তে নতুন কোনও কাজ হাতে নেননি সিদ্ধার্থ। গোটা সময়টাই স্ত্রী কিয়ারাকে দিতে চান। খুব শীঘ্রই মা হতে চলেছেন কিয়ারা আডবাণী। সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন অভিনেতা। গাড়ির ভিতরে ঢিলেঢালা পোশাকে কিয়ারা। সিদ্ধার্থ মলহোত্রর পরনে প্যান্ট ও টিশার্ট। স্ত্রীকে হাসপাতাল নিয়ে বেরাবেন রাস্তা আটকে দিলেন ছবিশিকারিরা। গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হলেন সিদ্ধার্থ। কপালে হাত দিয়ে ভিতরে বসে কিয়ারা। ছবিশিকারিদের দৌরাত্ম্যে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় তারকাদের। প্রতিটি মুহূর্ত যেন ক্যামেরাবন্দি করতে চান ছবিশিকারির দল। একটা মুহূর্তে বাদ দেওয়া যাবে না। শরীরচর্চা কেন্দ্র থেকে রেস্তরাঁ কিংবা হাসপাতাল; কোথাও নিস্তার নেই তারকাদের। নিয়মমাফিক পরীক্ষার জন্য অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে যেতেই তাঁদের ছবি তোলার জন্য একেবারে গাড়ির সামনে এসে পড়েন ছবিশিকারিরা, আটকে দেন পথ। তাতেই মেজাজ হারান অভিনেতা। গাড়ি থেকে নেমে বলেন, ‘‘চুপ, একদম সরুন এখান থেকে। পিছনে সরুন। ক্যামেরা বন্ধ করুন।

‘বয়কট বাণী কপূর’! পহেলগাঁওয়ের পর নীরব কেন? রোষের মুখে পাক অভিনেতা ফওয়াদ খানের নায়িকা

‘আবির গুলাল’ ছবি দিয়ে বলিউডে আবারও অভিনয় করলেন পাক অভিনেতা ফওয়াদ খান। এই নিয়ে চাপা অসন্তোষ ভারতীয় রাজনৈতিক মহল, বলিউড-সহ কিছু দেশবাসীর মনে ছিলই। সেই অসন্তোষে ঘি ঢেলেছে পহেলগাঁওয়ের ঘটনা। আর ছবির নায়িকা বাণী কপূরের নীরবতা। নিজের দেশে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, তবু তাঁর মুখে কোনও কথা নেই! বাণী ব্যস্ত তাঁর আগামী ছবির প্রচার নিয়ে। পাশে পাক অভিনেতা ফওয়াদ। দেখতে দেখতে সমাজমাধ্যমে বাণী কপূরকে ‘বয়কট’-এর ডাক অনুরাগীদের। কাশ্মীরে রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়ে সারা দেশ মুখর। সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ক্ষোভ জানিয়েছেন বলিউডের তাবড় তারকা। শাহরুখ খান, সলমন খান, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া থেকে সকলেই। হত্যাদৃশ্য দেখে কান্না আটকাতে পারেননি অনেকেই। অনুরাগীদের দাবি, কেবল কোনও হেলদোল নেই বাণীর! তিনি এত বড় কাণ্ডের পরেও নিজের ছবির প্রচার করেই যাচ্ছেন। এমন দিনেও তাঁর পাশে পাকিস্তানি অভিনেতা। যদিও পড়শি দেশ এই হত্যাকাণ্ডের দায় নেয়নি। ছবিটি ঘোষণার পর থেকেই ‘আবির গুলাল’ ভারতে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন। মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার নেতা অমেয় খোপকার রাজ্যের প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি যাতে না দেখানো হয়, তার জন্য হল মালিকদের আগাম সতর্ক করেছেন। মুম্বই কিছুতেই ফওয়াদ খানের প্রত্যাবর্তন সহ্য করতে পারছে না। এই কারণেই ছবির যাবতীয় প্রচার দুবাইয়ে সারছেন প্রযোজক। ৯ মে ভারতে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। তখনও কি গোটা দেশ ছবিটি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে? প্রযোজক-পরিচালক সব কিছুই সময়ের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন। ‘আবির গুলাল’ ছবি দিয়ে বলিউডে আবারও অভিনয় করলেন পাক অভিনেতা ফওয়াদ খান। এই নিয়ে চাপা অসন্তোষ ভারতীয় রাজনৈতিক মহল, বলিউড-সহ কিছু দেশবাসীর মনে ছিলই। নিজের দেশে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, তবু তাঁর মুখে কোনও কথা নেই! বাণী ব্যস্ত তাঁর আগামী ছবির প্রচার নিয়ে। পাশে পাক অভিনেতা ফওয়াদ।

একে ভরা গরমে জন্মদিন, এ বছর তাতে

পর্যটকদের রক্তের দাগ! কোনও উদ্‌যাপনে নেই স্বস্তিকা

যতই গ্রীষ্মে জন্ম হোক তাঁর, হাঁসফাঁস করতে করতে প্রতি বছর আগের রাত থেকে উদ্‌যাপন শুরু। যতই মা-বাবাকে অনুযোগ করুন, তআমায় তো শীতকালেও আনতে পারতে! মন খুলে হুল্লোড়ে মাততাম।দ তবু আনন্দ, উল্লাস হয়েই থাকে। এ বছর স্বস্তিকা দত্তের জন্মদিনে নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যুর ক্ষত। পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদের চেহারা দেখে মনখারাপ তাঁর। আনন্দবাজার ডট কমকে অভিনেত্রী জানালেন, মঙ্গলবার রাতে তাঁর চোখে ঘুম নামেনি। বুধবার জন্মদিনের আনন্দ ম্লান গুলির শব্দ, পর্যটকদের আর্তচিৎকারে। মঙ্গলবার অভিনেত্রীর মঞ্চানুষ্ঠান ছিল। ইদানীং অনুরাগীরা তাঁদের পছন্দের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্মদিন নিয়েও সজাগ। এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাই মঞ্চেই কেক কাটার আয়োজন থাকে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর হাত ভরে ওঠে নানা উপহারে। তআমার ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয়নি। কারণ, নিজের জন্মদিন পারতপক্ষে কাউকে জানাই নাদ, বললেন স্বস্তিকা। মঞ্চানুষ্ঠান করতে করতেই কানে এসেছে হত্যালীলার কথা। তখন থেকেই অন্যমনস্ক তিনি। জন্মদিনে তাই এ বছর সে রকম কোনও উপহার নেননি। মা চেয়েছিলেন মেয়েকে নিজের হাতে পাঁঠার মাংস রেঁধে খাওয়াবেন। তাতেও বাদ সেধেছেন অভিনেত্রী। দুপুরে তাঁর পাতে ছিল ভাত, মুরগির মাংসের পাতলা ঝোল আর পায়েস। বুধবার কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। এটুকুই যা ব্যতিক্রম। তআর কয়েক দিন পরে হইচই ওয়েব প্ল্যাটফর্মের নতুন

সিরিজ ‘আতঙ্ক’-এর শুটিং শুরু হবে। তার আগে তাই এক দিন ছুটি নিলামদ, বক্তব্য স্বস্তিকার। যতই গ্রীষ্মে জন্ম হোক তাঁর, হাঁসফাঁস করতে করতে প্রতি বছর আগের রাত থেকে উদ্‌যাপন শুরু। যতই মা-বাবাকে অনুযোগ করুন, তআমায় তো শীতকালেও আনতে পারতে! মন খুলে হুল্লোড়ে মাততাম।দ তবু আনন্দ, উল্লাস হয়েই থাকে। এ বছর স্বস্তিকা দত্তের জন্মদিনে নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যুর ক্ষত। পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদের চেহারা দেখে মনখারাপ তাঁর। আনন্দবাজার ডট কমকে অভিনেত্রী জানালেন, মঙ্গলবার রাতে তাঁর চোখে ঘুম নামেনি। বুধবার জন্মদিনের আনন্দ ম্লান গুলির শব্দ, পর্যটকদের আর্তচিৎকারে। মঙ্গলবার অভিনেত্রীর মঞ্চানুষ্ঠান ছিল। ইদানীং অনুরাগীরা তাঁদের পছন্দের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্মদিন নিয়েও সজাগ। এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাই মঞ্চেই কেক কাটার আয়োজন থাকে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর হাত ভরে ওঠে নানা উপহারে। তআমার ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয়নি। কারণ, নিজের জন্মদিন পারতপক্ষে কাউকে জানাই নাদ, বললেন স্বস্তিকা। মঞ্চানুষ্ঠান করতে করতেই কানে এসেছে হত্যালীলার কথা। তখন থেকেই অন্যমনস্ক তিনি। জন্মদিনে তাই এ বছর সে রকম কোনও উপহার নেননি। মা চেয়েছিলেন মেয়েকে নিজের হাতে পাঁঠার মাংস রেঁধে খাওয়াবেন। তাতেও বাদ সেধেছেন অভিনেত্রী।

পহেলগামেঁ সন্ত্রাসী হামলা,শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আইপিএল ম্যাচে বুধবার বন্ধ চিয়ারলিডার-আতশবাজি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আইপিএলে আজ শুধু খেলাই হবে। কেউ হয়তো ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, খেলাই তো হওয়ার কথা। আর কী হওয়ার ছিল ?আইপিএলে দুটি দল ব্যাট-বলে লড়াই করে। মাঠে আসা দর্শকদের আসল বিনোদন খেলোয়াড়েরাই দেন। তবে সেই বিনোদনের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে গ্যালারির সামনে থাকেন চিয়ারলিডার, ইনিংস বিরতিতে ও ম্যাচ শেষে ফোটানো হয় আতশবাজি।তবে প্রতিদিনের মতো আজ আইপিএলে চিয়ারলিডার থাকছে না। ফোটানো হবে না আতশবাজিও। বরং পুরো ম্যাচের শুরু, শেষ মিলিয়ে থাকবে শোকের আবহ। আজ আইপিএলে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। এই ম্যাচে চিয়ারলিডার ও আতশবাজি না থাকার বিষয়ে জানিয়ে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র হিন্দুস্থান টাইমসকে বলেন, 'সিদ্ধান্ত হয়েছে, আজকের ম্যাচে চিয়ারলিডার বা আতশবাজি থাকবে না। খেলোয়াড় ও আম্পায়াররা কালো বাহুবন্ধনী পরবেন। খেলা শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হবে।' একই খবর দিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া ও বার্তা সংস্থা পিটিআই।আইপিএল ম্যাচে চিয়ারলিডার ও আতশবাজি না রাখার কারণ কাশ্মীরে হামলায় আক্রান্তদের সঙ্গে সহমর্মিতা জ্ঞাপন। মঙ্গলবার ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, এ হামলায় ২৬ জন মারা গেছেন। হামলার নিন্দা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়াসহ অনেকেই। হামলায় শোক প্রকাশের অংশ হিসেবে আইপিএলে এক দিনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে বিসিসিআই। এর মধ্যে থাকবে ম্যাচের শুরুতেই এক মিনিটের নীরবতা পালন, যা স্টেডিয়ামের মাইকে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। টসের সময় এ নিয়ে কথা বলবেন হায়দরাবাদ ও মুম্বাইয়ের অধিনায়ক।খেলোয়াড় ও আম্পায়ারদের পাশাপাশি ম্যাচ অফিশিয়ালস, ধারাভাষ্যকার ও সাপোর্ট স্টাফদেরও কালো বাহুবন্ধনী পরতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া ধারাভাষ্যকারদের বলা হয়েছে, তাঁরা যেন পেহেলগাম হামলা এবং কালো বাহুবন্ধনীর বিষয়ে দর্শকদের অবহিত করেন।

সিলেট টেস্টে মাত্র চার দিনেই জিম্বাবুয়ের কাছে লজ্জার হার টাইগারদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃষ্টি আসার মতন পরিস্থিতি হলেও আসেনি বৃষ্টি। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আলোকস্বল্পতায় চতুর্থ দিনের খেলা বন্ধ হতেও হতেও হয়নি! আর তাতে সিলেট টেস্টে জিম্বাবুয়ের কাছে চার দিনের মধ্যেই হেরে গেল বাংলাদেশ। টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষ বিকেলে আঁধারে ঢেকে যাওয়া মাঠে ফ্লাডলাইটের কৃত্রিম আলোর নিচে জিম্বাবুয়ের কাছে ৩ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ।দ্বিতীয় ইনিংসেও ৫ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। সেই মিরাজকে রিভার্স সুইপে বাউন্ডারি মেরে জিম্বাবুয়েকে জিতিয়ে দেন ওয়েসলি মাধেভেরে। ২০২১ সালের পর এটিই জিম্বাবুয়ের প্রথম টেস্ট জয়।বাংলাদেশের দেওয়া ১৭৪ রানের লক্ষ্য জিম্বাবুয়ে ছুঁয়েছে ৭ উইকেট হারিয়ে, যা জিম্বাবুয়ের টেস্ট ইতিহাসে রেকর্ড রান তাড়া করে জয়। আগের রেকর্ডটা ১৬২। ১৯৯৮ সালে পেশোয়ার পাকিস্তানের দেওয়া ১৬২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে জিতেছিল দলটি।চতুর্থ ইনিংস হলেও সিলেটের উইকেটে ১৭৪ রান ছোঁয়া খুব কঠিন কিছু ছিল না। সেটা টেস্টের চতুর্থ দিন হলেও। তবে জিম্বাবুয়ের এত রান করে জেতার অতীত রেকর্ড না থাকায় বাংলাদেশের অনেক সমর্থকই আশা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু ওপেনিং জুটিতে জিম্বাবুয়ে ৯৫ রান তুলে ফেলায় শেষ দিকে বাংলাদেশ ভালো করলেও ম্যাচ জেতা সম্ভব হয়নি। এই ইনিংসেও ফিফটি পেয়েছেন জিম্বাবুয়ের ওপেনার ব্রায়ান বেনেট। আরেক ওপেনার বেন কারেন করেছেন ৪৪ রান। দুজনকেই ফিরিয়েছেন মিরাজ। ওপেনিং জুটি ভাঙার পর মিরাজ-তাইজুল নিয়মিত বিরতিতে উইকেট নিয়েছেন। তবে দলকে জয় এনে দিতে পারলেন না তাঁরা। টেস্ট ক্যারিয়ারে তৃতীয়বার ১০ উইকেট নেওয়াটাই হয়ে রইল মিরাজের সান্ত্বনা। তবে হাতে আর কিছু রান বেশি থাকলে কী হতো কে জানে! দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের স্কোরে যে আরও কিছু রান যোগ হলো না, তার দায় ব্যাটসম্যানদের।সিলেটে আজ বাংলাদেশ দিন শুরু করে অধিনায়ক নাজমুলের ভুলে। ব্লেসিং মুজারাবানির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। চতুর্থ দিনের প্রথম বলটা ইয়র্কার দিয়ে নাজমুলকে অপ্রস্তুত করে ফেলেন মুজারাবানি। অপ্রস্তুত নাজমুলকে পরের বলটিতে মুজারাবানি দেন বাউন্সার। ব্যস! উইকেটে এসেই পুল খেলতে গিয়ে ক্যাচ দেন নাজমুল। গতকাল ধৈর্যের পরীক্ষায় পাস করে ৬০ রানে অপরাজিত থাকা নাজমুলের ইনিংস শেষ তাতে।

বাংলাদেশের ব্যাটিং ইনিংসের বাকি সময়েও ছিল ভুলের প্রাধান্য। মিরাজ এদিনও ছিলেন ব্যর্থ। এক চার ও এক ছক্কায় ইনিংস শুরু করা মিরাজ ফেরেন মুজারাবানির বলে গালিতে ক্যাচ দিয়ে।ভুল খুঁজলে ফিফটি করা জাকের আলীর ব্যাটিংয়েও পাওয়া যাবে। ২১৩ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর যেভাবে বোলার হাসান মাহমুদকে ওভারের পর ওভার স্ট্রাইক দিয়েছেন, সেটাও দৃষ্টিকটুই লেগেছে। হ্যাঁ, হাসান ৫৮ বল খেলেছেন। জাকেরের সঙ্গে ৩৫ রানের জুটিতে তাঁর অবদান ছিল ১২ রানের। তবু হাসানের মতো টেলএন্ডারের ব্যাটসম্যানদের ভুল করার সম্ভাবনা বেশিই থাকে। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ওয়েলিংটন মাসাকাদজার বলে ছক্কা মারতে গিয়েই ফিরেছেন তিনি। আরেক পেসার খালেদ আহমেদ ফিরেছেন প্রথম বলেই। তাতে ৭ উইকেটে ২৪৮ থেকে মুহূর্তেই ৯ উইকেটে ২৪৮ হয়ে যায় বাংলাদেশ। এরপর বাংলাদেশ যোগ করতে পারে আর ৭ রান। মরিয়া জাকের লিড বাড়াতে গিয়ে ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হয়ে যান ব্যক্তিগত ৫৮ রানে। এ নিয়ে ক্যারিয়ারের প্রথম ৪ টেস্টেই ফিফটি পেয়েছেন জাকের। বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে এ কীর্তি গড়লেন উইকেটকিপার,ব্যাটসম্যান। তবে এটি নিশ্চিত সান্ত্বনা হতে পারছে না জাকেরের। জাকেরকে ফিরিয়ে ইনিংসে ষষ্ঠ উইকেট পেয়ে যান জিম্বাবুইয়ান পেসার মুজারাবানি। টেস্ট ক্যারিয়ারে তৃতীয়বার ইনিংসে ৬ উইকেট পেলেন দীর্ঘদেহী এই পেসার। ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও হয়েছেন তিনি। ১১ টেস্টের ক্যারিয়ারে এই প্রথম এক ম্যাচে ৯ উইকেট পেলেন মুজারাবানি।

পহেলগাঁওকাণ্ডের জের ? নীরজের প্রতিযোগিতায় খেলতে ভারতে না আসার সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের আর্শাদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আগামী ২৪ মে নিজের নামাঙ্কিত জ্যাভলিন প্রতিযোগিতা 'এনসি ক্লাসিক' আয়োজন করছেন নীরজ চোপড়া। সেই প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে। কিন্তু প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী পাকিস্তানের খেলোয়াড় নাদিম বুধবার জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ভারতে আসবেন না। মঙ্গলবার দুপুরে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার পরেই বুধবার নাদিম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ভারতে আসবেন না। ঘটনা হল এই জঙ্গি হামলার জেরে বুধবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের নাগরিকদের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে না। নীরজের প্রতিযোগিতায় খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত নাদিম তার কয়েক ঘণ্টা আগে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, আগে থেকেই অন্য এক দেশে খেলতে যাওয়ার কথা দিয়ে ফেলায় ভারতে আসতে পারবেন না। পাকিস্তানের নাদিম এ দিন বলেছেন, তএনসি ক্লাসিক প্রতিযোগিতা হবে ২০ মে (আসলে ২৪ মে)। তবে ২২ মে কোরিয়ায় চলে যাচ্ছি আমি। ওখানে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেব। এ বছরের অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতার সূচি আগে থেকেই ঠিক করা হয়ে গিয়েছে। তাই নতুন কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জায়গা আর নেই।দ আমন্ত্রণের জন্য নীরজকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন নাদিম।

নাদিম যদি নীরজের প্রতিযোগিতায় খেলতে আসতে চাইতেন, তা হলে তিনি আদৌ তা পারতেন কি না, তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন থাকত। কারণ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পাকিস্তানের কোনও নাগরিককেই ভারতে আসার অনুমতি দেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, গত সোমবার জানা গিয়েছিল, নীরজের আয়োজিত প্রতিযোগিতা হরিয়ানার পঞ্চকুলা থেকে সরে বেঙ্গালুরুতে হবে। সে দিনই নীরজ জানিয়েছিলেন, প্রতিযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে নাদিমকে।

আইপিএলে অবাক কান্ড,আবেদন করল না দল-ওয়াইড দিতে গিয়ে আউট দিল আ পায়ার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আইপিএলে অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে নিজের উইকেট হারিয়েছেন ইশান কিষান। বোলিং করা দলের আবেদন ছাড়াই আঙুল তুলে দিয়েছেন আম্পায়ার! অথচ, শুরুতে ওয়াইড দিয়েছিলেন তিনি!হায়দরাবাদে বুধবার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মধ্যকার ম্যাচের তৃতীয় ওভারে ঘটে এই কাণ্ড।টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা হায়দরাবাদের তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিজে যান কিষান।

দিপাক চাহারের করা ওই ওভারের প্রথম ডেলিভারিটি ছিল লেগ সাইডে। কিষানের ব্যাট ও প্যাড ফাঁকি দিয়ে কিপারের গ্লাভসে জমা পড়ে বল।বল ধরে কোনো আবেদন করেননি মুম্বাইয়ের উইকেটরক্ষক রায়ান রিকেলটন। মুম্বাইয়ের কোনো ফিল্ডারকেও আবেদন করতে দেখা যায়নি।

বোলার চাহার অবশ্য আম্পায়ার ভিনোদ সেশানের ওয়াইডের জন্য হাত উঠাতে দেখে সামান্য আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু ওয়াইডের জন্য হাত তোলার পর কি মনে করে যেন আঙুল তুলে দেন আম্পায়ার। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকফোর কমেন্ট্রিতে লেখা হয়েছে, 'সম্ভবত কিষানকে হেঁটে যেতে দেখে আউট আঙুল তুলে দিয়েছেন আম্পায়ার।'ব্রডকাস্টের ফুটেজে ফিল্ডিং দলের যাদের দেখা গেছে, তাদের কেউ আউটের আবেদন করেননি। উইকেট উদযাপনের জন্য একত্রিত হওয়া মুম্বাইয়ের খেলোয়াড়দের দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছিল। তবে মুম্বাই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া সতীর্থদের যেন বোঝাতে চাইছিলেন, তিনি (বা অন্য কেউ) আবেদন করেছেন। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, ব্যাটের কোথাও স্পর্শ করেনি বল। প্যাডে সামান্য ছুঁয়ে গেছে। রিভিউ নিলে বেঁচে যেতে ৪ বলে ১ রান করা কিষান।মুম্বাইয়ের বিপক্ষে এদিন ব্যাটিং ধসে পড়ে হায়দরাবাদ। ৩৫ রান ৫ উইকেট হারানো দলটি হাইনরিখ ক্লসেন ও আভিনাভ মানোহারের জুটির সৌজন্যে করতে পারে ১৪৩ রান। ষষ্ঠ উইকেটে তাদের ৬৩ বল স্থায়ী যুগলবন্দীতে আসে ৯৯ রান।২ ছক্কা ও ৯ চারে ৪৪ বলে ৭১ রান করেন দক্ষিণ আফ্রিকান কিপার-ব্যাটসম্যান ক্লসেন। 'ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার' হিসেবে নামা মানোহার করেন ৩ ছক্কা ও ২ চারে ৩৭ বলে ৪৩ রান।মুম্বাইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ শিকার ধরেন ট্রেন্ট বোল্ট, ২৬ রান খরচায়। চাহারের প্রাপ্তি ১২ রানে দুটি।

রোহিতের নজির গড়ার রাতে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সহজ জয় মুবাইয়ের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ছবি সৌজন্য বিসিসিআই

সাধারণ দর্শকের মধ্যে প্রশ্নটা উঠে গিয়েছিল জোরেশোরেই। বীরেন্দর শেবাগের মতো সাবেক ক্রিকেটার তো 'অবসরের সময় হয়ে গেছে' বলে কড়া মন্তব্যও করেছিলেন। করবেনও না কেন? ৬ ম্যাচ খেলে ৮৪ রান, একটি ইনিংসেও ২০ ছুঁতে পারেননি;এমন টানা ব্যর্থ হওয়া সেই ব্যাটসম্যানের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই।রোহিত শর্মা সেই সব সমালোচনারই জবাব দিয়েছিলেন রোববার চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচে। খেলেছিলেন ৪৫ বলে ৭৬ রানের ইনিংস। তাঁর রানে ফেরা যে এক ম্যাচের ঘটনা নয়, সেটিই দেখালেন আজ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে। এবার ৪৬ বলে করেছেন ৭০ রান। প্রথম ছয় ম্যাচে মাত্র ১৪ গড় থাকা ব্যাটসম্যান টানা দুই ম্যাচেই করলেন ফিফটি।আজকের ফিফটিতে রোহিত ফিরিয়ে এনেছেন নিজের পুরোনো এক কীর্তি। সর্বশেষ ২০১৬ আইপিএলে টানা দুই ম্যাচে পঞ্চাশ, ইনিংস খেলেছিলেন রোহিত। ৯ বছর পর একই কীর্তির পুনরাবৃত্তি করলেন আজ।রোহিতের টানা দ্বিতীয় ফিফটির দিনে জয়ও পেয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। প্রথমে ব্যাট করে হায়দরাবাদ দিয়েছিল ৮ উইকেটে ১৪৩ রান। তাড়া করতে নেমে রোহিতের ফিফটিতে ভর করে ২৬ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে ম্যাচ জেতে মুম্বাই। রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৩ রানেই ৪ উইকেট হারায় হায়দরাবাদ। সেখান থেকে হায়দরাবাদের রান দেড় শর কাছাকাছি নিয়ে যান হাইনরিখ ক্লাসেন ও অভিনব মনোহর। ষষ্ঠ উইকেটে দুজনে যোগ করেন ৯৯ রান। ক্লাসেন করেন ৪৪ বলে ৭১, মনোহর ৩৭ বলে ৪৩। ট্রেন্ট বোল্ট ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট।তাড়া করতে নেমে মুম্বাইকে অবশ্য বেগ পেতে হয়নি। শুরুতে রায়ান রিকেলটন আউট হলেও উইল জ্যাকসকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৬৪ রানের জুটি গড়ে দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যান রোহিত। জয় থেকে ১৫ রান দূরে থাকতে আউট হন ৮ চার ও ৩ ছক্কায় গড়া ৭০ রানের ইনিংস নিয়ে।আইপিএল পয়েন্ট তালিকায় ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বাই এখন তিন নম্বরে।

ঘরের মাঠের সুবিধা কেন পাচ্ছে না আইপিএলের দলগুলি ? কারণ খুঁজে বার করলেন দ্রাবিড়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

এ বারের আইপিএলে বেশির ভাগ দলই ঘরের মাঠের সুবিধা নিতে পারছে না। একের পর এক ম্যাচে হারতে হচ্ছে। পছন্দের পিচও পাচ্ছে না কেউ। কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কেন এ রকম হচ্ছে? সম্ভাব্য একটা কারণ খুঁজে বার করেছেন রাহুল দ্রাবিড়। রাজস্থানের কোচের মতে, মহা নিলামের পর এটাই প্রথম বছর বলে ক্রিকেটারদের মানিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছে। দিল্লি, গুজরাত এবং মুম্বই ঘরের মাঠে হারের চেয়ে বেশি জিতেছে। বাকি সব দলে অবস্থা খারাপ। বেঙ্গালুরু ঘরের মাঠে হারের হ্যাটট্রিক করেছে। তারা নিজেদের মাঠে বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামছে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। তার আগের দিন রাজস্থানের কোচ দ্রাবিড় বলেন, তদলগুলো যে রকম পিচ চাইছে সে রকম পাচ্ছে কি না, সেটা ঠিক জানি না। তবে সবক'টা দলই নতুন করে তৈরি হয়েছে তাই না? মহা নিলামের পর এ বারই সবাই খেলতে নেমেছে। অনেকেই হয়তো কোনও কোনও মাঠে প্রথম বার খেলছে। তাদের কাছে হয়তো সেটা ঘরের মাঠ নয়।দ ব্যাপারটি উদাহরণ দিয়েছে বুঝিয়েছেন দ্রাবিড়। তাঁর কথায়, তফিল সল্টের মতো ক্রিকেটারকে ধরুন।

আগের বছর কেকেআরে ছিল। এ বার বেঙ্গালুরুতে খেলছে। নীতীশ রানা আগে আমাদের দলে ছিল না। এ বার জয়পুর ওর কাছে নতুন মাঠ।দ দ্রাবিড়ের সংযোজন, তমহা নিলামের পর দল পরিবর্তন হলে, শুরুতেই হয়তো ঘরের মাঠের সুবিধা পাওয়া যাবে না। তবে আইপিএলের পরের দিকে দলগুলো নিজেদের শক্তিকে ঘরের মাঠে আরও বেশি কাজে লাগাতে পারবে। হয়তো বিপক্ষ দলকে হারিয়েও দিতে পারবে।দ এ বারের আইপিএলে বেশির ভাগ দলই ঘরের মাঠের সুবিধা নিতে পারছে না। একের পর এক ম্যাচে হারতে হচ্ছে। পছন্দের পিচও পাচ্ছে না কেউ। কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কেন এ রকম হচ্ছে? সম্ভাব্য একটা কারণ খুঁজে বার করেছেন রাহুল দ্রাবিড়। রাজস্থানের কোচের মতে, মহা নিলামের পর এটাই প্রথম বছর বলে ক্রিকেটারদের মানিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছে। দিল্লি, গুজরাত এবং মুম্বই ঘরের মাঠে হারের চেয়ে বেশি জিতেছে। বাকি সব দলে অবস্থা খারাপ। বেঙ্গালুরু ঘরের মাঠে হারের হ্যাটট্রিক করেছে। তারা নিজেদের মাঠে বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামছে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। তার আগের দিন রাজস্থানের কোচ দ্রাবিড় বলেন, তদলগুলো যে রকম পিচ চাইছে সে রকম পাচ্ছে কি না, সেটা ঠিক জানি না। তবে সবক'টা দলই নতুন করে তৈরি হয়েছে তাই না? মহা নিলামের পর এ বারই সবাই খেলতে নেমেছে। অনেকেই হয়তো কোনও কোনও মাঠে প্রথম বার খেলছে। তাদের কাছে হয়তো সেটা ঘরের মাঠ নয়।দ ব্যাপারটি উদাহরণ দিয়েছে বুঝিয়েছেন দ্রাবিড়। তাঁর কথায়, তফিল সল্টের মতো ক্রিকেটারকে ধরুন।

আগের বছর কেকেআরে ছিল। এ বার বেঙ্গালুরুতে খেলছে। নীতীশ রানা আগে আমাদের দলে ছিল না।

দুরন্ত ইন্টার কাশী,সুপার কাপে টাইব্রেকারে বেঙ্গালুরুকে হারালো হাবাসের দল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলিঙ্গা সুপার কাপ ২০২৫'র প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্টার কাশী আইএসএল ফাইনালিস্ট বেঙ্গালুরু এফসিকে নাটকীয় পেনাল্টি শ্যুটআউটে (৫-৩) হারিয়ে অঘটন বাবোভিচ নিকট পোস্টে দুর্দান্ত ফ্লিকের মাধ্যমে সমতা ফেরান। অতিরিক্ত সময় না থাকায় ম্যাচ সরাসরি পেনাল্টি শ্যুটআউটে গড়ায়। বেঙ্গালুরুর গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু দুর্দান্ত প্রচেষ্টা দেখালেও কাশীর নিখুঁত শট আটকাতে পারেননি। আলবার্তো নোগুয়েরার আশা অকালে শেষ হয়ে গেল ইন্টার কাশীর এই জয় তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, বিশেষ করে আইএসএলের একটি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে। মাতিজা বাবোভিচের শেষ মুহূর্তের গোল এবং শ্যুটআউটে দলের শান্ত মানসিকতা তাদের কৌশলগত শৃঙ্খলা প্রকাশ করে।

ঘটিয়েছে।

প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও, ৬২তম মিনিটে কাশীর গোলকিপার শুভম দাসের ভুলে রায়ান উইলিয়ামস বেঙ্গালুরুকে এগিয়ে দেন। কিন্তু ম্যাচের শেষ মুহূর্তে নাটকীয় মোড় নেয়। ৮৮তম মিনিটে মাতিজা মিস নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। নিকোলা স্টোজানোভিচ বিজয়ী পেনাল্টি স্কোর করে ইন্টার কাশির উৎসবের সূচনা করেন।

আই-লিগের এই দলের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বেঙ্গালুরু এফসি-র এই মৌসুমে ট্রফি জয়ের অন্যদিকে, বেঙ্গালুরু এফসি-র জন্য এই হার গত মৌসুমের আইএসএল ফাইনালে হারের পর আরেকটি ধাক্কা। রায়ান উইলিয়ামসের গোল সত্ত্বেও, প্রতিরক্ষায় তাদের দুর্বলতা এবং শ্যুটআউটে নোগুয়েরার ব্যর্থতা তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ব্রাজিল তারকা মার্সেলোর ছেলে এখন স্পেনের অধিনায়ক !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাবা ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার এবং মা ব্রাজিলের পরিচিত অভিনেত্রী। ছেলেরও সুযোগ ছিল ব্রাজিলের বিখ্যাত হলুদ জার্সি গায়ে তোলার। কিন্তু ব্রাজিল নয়, সে বেছে নিয়েছে স্পেনকে। বলা হচ্ছে, মার্সেলো-পুত্র এনজো আলভেজের কথা।বাবা,মা দুজনই ব্রাজিলের হলেও এনজোর জন্ম ২০০৯ সালে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে। এনজোর বাবা মার্সেলো তখন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা খেলোয়াড়। মাদ্রিদের হাওয়া, বাতাসেই এনজোর বেড়ে ওঠা।

এরপর ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে এসে জাতীয় দল হিসেবেও ব্রাজিলের পরিবর্তে জন্মভূমি স্পেনকে বেছে নেয় এনজো। স্পেনকে বেছে নেওয়ার পর পিনাতার কাপে অনূর্ধ্ব,১৫ দলের হয়ে খেলার জন্য ডাক পায় এই ফরোয়ার্ড।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্পেন যুবদলের ২,১ গোলে জেতা ম্যাচে অভিষেক হয় এনজোর। অভিষেকের পর এখন বয়সভিত্তিক দলে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে চলেছে এনজো। ৯ নম্বর জার্সি পরে খেলা এই স্ট্রাইকার বর্তমানে স্পেন অনূর্ধ্ব, ১৬ দলের অধিনায়ক।

সর্বশেষ গতকাল অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে স্পেন অনূর্ধ্ব,১৬ দলের ২,০ গোলে জেতা ম্যাচে গোলও করেছে সে। স্প্যানিশ শহর বেনিদোর্মের গিয়ের্মো আমর মিউনিসিপাল স্টেডিয়ামে এনজো গোলটি করেছে ম্যাচের ৬৬ মিনিটে।

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। নিউ সপ্রাটিভা লেজার প্রিন্টারস, উত্তরপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর,৭১৩২১৩, কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।।স পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।

Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at New Saprativa Lesser Printers , Uttarpally, Benachity, Durgapur - 713213.
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com